পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

স্বপ্ন জয়ের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মোহাম্মদ জয়নুল বারী
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ

প্রকাশনা সভাপতি
মোঃ সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল
অতিরিক্ত সচিব (পিটিসি)
পরিকল্পনা বিভাগ

সম্পাদনা
মোঃ খোরশেদ আলম
উপসচিব (সমন্বয়)
পরিকল্পনা বিভাগ

যোগাযোগ ও সমন্বয়
মোঃ নজরুল ইসলাম
সহকারী সচিব (সমন্বয়)
পরিকল্পনা বিভাগ

প্রকাশক
পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রকাশ কাল
১৪ই অক্টোবর, ২০২১ খ্রিঃ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কন
পরিকল্পনা বিভাগ

কম্পোজ
সুব্রত কুমার মন্ডল
সমন্বয় শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বিজি প্রেস

যোগাযোগ
টেলিফোনঃ ৯১১৬৮৫০
ই- মেইলঃ dsplandivco@gmail.com

“ সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ভাই, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। ”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা
সারণির তালিকা		
লেখচিত্রের (গ্রাফ) তালিকা		
আলোকচিত্রের তালিকা		
সংক্ষিপ্ত নির্দেশক শব্দ (Accronyms)		
বাণী		i-x
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		
প্রথম অধ্যায় : পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি, গঠন ও কার্যপরিধি		
১.১	পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	২
১.২	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	৩-৫
১.৬	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) কার্যাবলি	৬
১.৭	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) গঠন	৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিকল্পনা বিভাগের কার্যাবলি		
২.১	পরিকল্পনা বিভাগের লক্ষ্য, দায়িত্ব ও কার্যপরিধি	১১
২.২	প্রশাসন অধিশাখা-১ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১২
২.৩	প্রশাসন অধিশাখা-২ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১২
২.৪	প্রশাসন অধিশাখা-৩ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৩
২.৫	প্রশাসন অধিশাখা-৪ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৩
২.৬	প্রটোকল শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৪
২.৭	আইন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৪
২.৮	আইসিটি সেল কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৪-১৫
২.৯	এনইসি ও সমন্বয় অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৬-১৭
২.১০	সাধারণ শাখা-১ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৮
২.১১	সাধারণ শাখা-২ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৮-২০
২.১২	সমন্বয় শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	২১-২৪
২.১৩	পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	২৫
২.১৪	প্রশিক্ষণ শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	২৬
২.১৫	লাইব্রেরি শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	২৭
২.১৬	কর্মসম্পাদন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	২৭-৩০
২.১৭	বাজেট শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৩০-৩১
২.১৮	হিসাব শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৩১
২.১৯	সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৩২-৪৩
২.২০	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৪৪-৪৭
২.২১	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৪৮-৫৮
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি		
৩.১	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৬০-৬৬
৩.২	কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৬৭-৭০
৩.৩	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৭১-৮০
৩.৪	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৮১-৮৭
৩.৫	কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৮৮-১০৭
৩.৬	শিল্প ও শক্তি বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১০৮-১১১
৩.৭	পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি	১১২

সারণির তালিকা

সারণি	সারণি শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২.১	২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন তথ্যাবলি	২৫
২.২	পরিচালন ব্যয়: ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি	৩০
২.৩	২০২০-২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ অর্জনের সারসংক্ষেপ	৪৬
৩.১	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত জিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির তথ্য	৬৬
৩.২	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি	৬৭
৩.৩	বছরে সেক্টরসমূহে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক	৬৮
৩.৪	এডিপি আরএডিপি বরাদ্দ ও প্রকল্প সংখ্যার তথ্যাদি	৭২
৩.৫	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি)	৮৮
৩.৬	পল্লী সড়কে গুরুত্বপুর্ণ সেতু নির্মাণ	৮৯
৩.৭	“আশ্রয়ণ-২ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প	৯০
৩.৮	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	১০২

লেখচিত্রের (গ্রাফ) তালিকা

লেখচিত্র	লেখচিত্রের (গ্রাফ) শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৩.১	১০ বছরের সংশোধিত এডিপি’র বরাদ্দ	৬৭
৩.২	১০ বছরে সেক্টরসমূহে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র	৬৮

আলোকচিত্রের তালিকা

আলোকচিত্র	আলোকচিত্রের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে একনেক সভার শুরুতে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর মোড়ক উন্মোচন করেন (মঙ্গলবার ২৫ আগস্ট ২০২০)	৬
১.২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন (মঙ্গলবার, ৮ ডিসেম্বর ২০২০)	৮
২.১	বেলুন সজ্জিত ফেস্টুন উড়িয়ে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন এর শুভ সূচনা	২২
২.২	পরিকল্পনা বিভাগ, আইএমিডি ও পরিকল্পনা কমিশনের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে শান্তির প্রতীক পায়রা উন্মুক্ত করেন	২২
২.৩	মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন জনাব জয়নুল বারী, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	২৩
২.৪	পরিকল্পনা বিভাগ ও আইএমিডি’র সচিব এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ কেক কেটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের শুভ সূচনা করেন	২৩
২.৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালির একাংশ	২৪
২.৬	পরিকল্পনা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার একাংশ	২৪
২.৭	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি এর সভাপতিত্বে “ Development Philosophy and Planning of Bangladesh in Light of the Constitution” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়	২৬
২.৮	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং দপ্তর/সংস্থার মহাপরিচালকবৃন্দ	২৮
২.৯	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ স্বাক্ষর শেষে হস্তান্তর করছেন অনুষ্ঠান এর প্রধান অতিথি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি	২৯
২.১০	এনএপিডি’র স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ হস্তান্তর করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি	২৯

২.১১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি মহোদয়ের নিকট হতে পরিকল্পনা বিভাগের ২০১৯-২০২০ সালের শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন উপসচিব জনাব মোঃ খোরশেদ আলম।	৩০
২.১২	বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের অধীনে "Bangabndhu`s Thoughts on Rural Development" শীর্ষক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার উপর ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে Power Point Presentation-এ সভাপতিত্ব করেন জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।	৩৩
২.১৩	চলমান গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন সংক্রান্ত সেমিনার-২০২১ এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পরিকল্পনা বিভাগ	৩৪
২.১৪	এসএসআরসি কর্তৃক প্রকাশিত আন্তর্জাতিক জার্নাল "Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council"-এর মোড়ক উন্মোচন করেন জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	৩৫
২.১৫	এসএসআরসি'র আর্থিক সহায়তায় Bangladesh Bioethic's Society কর্তৃক আয়োজিত "Applied Research Methodology & SPSS"-শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স। জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করেন	৩৬
২.১৬	এসএসআরসি'র নাগরিক সনদ ও সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহের বার্ষিক বুলেটিন	৩৬
২.১৭	জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমির প্রশাসনিক ভবন	৪৪
২.১৮	BIDS Critical Conversations 2021 এ অংশগ্রহণকারীদের একাংশ	৫০
২.১৯	'Readings in Bangladesh Development' শীর্ষক দুটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ	৫০
৩.১	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) এর অনুমোদন সংক্রান্ত ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভা	৬১
৩.২	"জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবন	৬৩
৩.৩	Disaster Impact Assessment (DIA) and Digital Risk Information Platform (DRIP) শীর্ষক কর্মশালা	৭০
৩.৪	বাস্তবায়নাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু	৭৩
৩.৫	বাস্তবায়নাধীন কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল	৭৪
৩.৬	বাস্তবায়নাধীন MRT Line-6	৭৫
৩.৭	বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতু রেল সংযোগ	৭৬
৩.৮	বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু	৭৭
৩.৯	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবারাহ প্রকল্প	৭৮
৩.১০	ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনীর অভ্যন্তরে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২য় পর্যায়)	৭৯
৩.১১	গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং ৫জি সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন	৮০
৩.১২	দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের বিস্কুট/খাবার গ্রহণের স্থির চিত্র।	৮২
৩.১৩	৫৬০টি মডেল মসজিদ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১০ জুন ২০২১ তারিখে ৫০টি নির্মিত মডেল মসজিদের শুভ উদ্বোধন করেন।	৮২
৩.১৪	উপকূলীয় ও ঘূর্ণীঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণীঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (২য়সংশোধন)	৮৯
৩.১৫	দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলাধীন আত্রাই নদীর উপর ১৭৫ মিটার ব্রীজ নির্মাণ	৮৯
৩.১৬	সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন ফুলঝোড় নদীর উপর ২৯৪ মিটার ব্রীজনির্মাণ	৮৯
৩.১৭	কুষ্টিয়া জেলার কুমার খালী উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর ৬৫০ মিটার ব্রীজ নির্মাণের চিত্র	৯০
৩.১৮	চলমান প্রকল্পের Arch ব্রীজের Model	৯০
৩.১৯	আশ্রয়ণ-২ (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	৯১

৩.২০	"আশ্রয়ণ-৩ (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচর বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের আবাসন এবং দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ)" শীর্ষক প্রকল্প	৯২
৩.২১	"আশ্রয়ণ-৩ (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচর বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের আবাসন এবং দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ)" শীর্ষক প্রকল্প	৯৩
৩.২২	"আশ্রয়ণ-৩ (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচর বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের আবাসন এবং দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ)" শীর্ষক প্রকল্প	৯৫
৩.২৩	উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)	৯৬
৩.২৪	সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প	১০০
৩.২৫	আঞ্চলিক কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার, ফরিদপুর	১০৩
৩.২৬	টিএমআর গো-খাদ্য খামার, সাভার	১০৩
৩.২৭	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার	১০৪
৩.২৮	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ	১০৫
৩.২৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১০৬
৩.৩০	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১০৭
৩.৩১	ঘোড়াশাল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প, ঘোড়াশাল, নরসিংদী	১১০
৩.৩২	'ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি: এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্থাপনা	১১০
৩.৩৩	মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প	১১১
৩.৩৪	ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন, ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড	১১১

সংক্ষিপ্ত নির্দেশক শব্দ (Acronyms)

Acronoyms	Elaboration
ADB	Asian Development Bank
ADM	Adaptive Delta Management
ADP	Annual Development Programme
AMS	ADP/RADP Management System
ASSET	Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation
BBS	Bangladesh Bioethic's Society
BCP	Business Continuity Plan
BCP	Business Continuity Plan
BEZA	Bangladesh Economic Zone Authority
BISR	Bangladesh Institute of Social Research
BPSC	Bangladesh Public Service Commission
CCCI	Chittagong Chamber of Commerce & Industry
DDM	Department of Disaster Management
DIA	Disaster Impact Assessment
DNCC	Dhaka North City Corporation
DPMB	Development of the Planning Machinery in Bangladesh

DPP	Develpoment Project Proposal
DRIP	Digital Risk Information Platform
ECNEC	Executive Committee of National Economic Council
EEE	Electrical and Electronic Engineering
FSMP	Forestry Sector Master Plan
FSRU	Floating Storage Re-gasification Unit
FWA	Fixed Wireless Access
GDP	Gross Domestic Product
ICT	Information and Communication Technology
IPU	Inter-Parliamentary Union
IDEA	Identification System for Enhancing Access to Services
IDE	Implementation of Digital ECNEC
IGU	Income Generating Unit
IPU	Inter-Parliamentary Union
ISSN	International Standard Serial Number
JSSRC	Journal of Social Science Research Council
LNOB	Leaving No One Behind
RADP	Revice Annual Development Programme
RAJUB	Role of Rajshahi Krishi Unnayan Bank
RAJUK	Rajdhani Unnayan Kartipakkha
RBD	Readings in Bangladesh Development’
PDRC	Planning and Development Research Centre
RMD	Risk Management for Development
RMS	Research Management System
RMP	Risk Management for Development
MAF	Ministry Assessment Format
MJSSRC	Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council
MRT	Mass Rapid Transit Line-6
MS	Management System
MYPIP	Multi-year Public investment Program
NEC	National Economic Council
NRP	National Resilience Program
NPMS	National Plan Management System
PCMU	Co-ordination and Monitoring Unit
PHUN	Parliamentary Hearing at the United Nations
PPP	Power Point Presentation
PPS	Project Planning System
PIM	Public investment management

PMP	Project Management Professionals
SAF	Sector Appraisal Format
SCRTM	Supply Chain Resilience Training Module
SDPP	Strengthening Digital Processing of Projects
SESIP	Secondary Education Sector Investment Program
SSP	Sector Strategy Paper
SPM	Single Point Mooring
SPIMS	Strengthening Public investment management System
TSC	Technical School and College
TVET	Technical and Vocational Education and Training
UIC	University and Industry Collaboration
URP	Urban Resilience Project

বাণী

এম. এ. মান্নান, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই প্রকাশনাটি পূর্বের অর্থবছর এবং আগামী অর্থবছরের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া এ প্রকাশনাটিতে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্নের রূপায়নে স্বাধীনতালাভের মাত্র দেড় মাস সময়ের মধ্যে তিনি পরিকল্পনা কমিশনকে ঢেলে সাজিয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সরাসরি দিকনির্দেশনায় প্রণীত হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল (১৯৭৩-১৯৭৮)। এ পরিকল্পনা দলিলের লক্ষ্য ও কৌশলসমূহে ১৯৭২ এর সংবিধানের বিধৃত চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিফলন প্রতিভাত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় আজ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২০-২০২৫) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে শত বছরের জন্য ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, দু'টি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১ ও ২০২১-২০৪১), আটটি পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা সফলঅভাবে প্রণয়ন করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন এসব দলিল প্রণয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্যমালা জাতীয় উন্নয়ন অগ্রযাত্রার প্রতিচ্ছবি।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এখন বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

বার্ষিক প্রতিবেদনে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মপরিধি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এ প্রকাশনাটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়নে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশের সার্বিক উন্নয়ন তথা সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

এম. এ. মান্নান, এমপি

বাণী

ড. শামসুল আলম
প্রতিমন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এটি বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অন্যতম প্রতিফলন। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলি ও কার্য সম্পাদন সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

বিগত দশকে বাংলাদেশের উন্নয়নের যে উত্থান আমরা অবলোকন করেছি তা মূলত পরিকল্পিত অর্থনীতির ফলাফল। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়, যা অনেকে "নয়া জাতীয় পরিকল্পনার যুগ" বলে অভিহিত করেন। এর মুখ্য ভূমিকায় ছিলো পরিকল্পনা কমিশন। এ সময়ে বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ প্রণয়ন করা হয়। এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্য একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য বিভিন্ন নীতি কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-যথা ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যগাঁথাও এই সময়ে রচিত হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে নীতি ও কৌশল প্রণয়নে পরিকল্পনা কমিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

বিগত সময়ে পরিকল্পনা কমিশন শুধু পরিকল্পনা প্রণয়নে সীমাবদ্ধ ছিলো না বরং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালারও আয়োজন করে। যার ফলশ্রুতিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়। নয়া পরিকল্পনা যুগে বাংলাদেশে নয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগের সূচনা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে চলতি বছরের মার্চ মাসে জাতিসংঘ ঘোষণা করে যে বাংলাদেশ আগামী ২০২৬ সালেই স্বল্পোন্নত দেশের কাতার হতে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করবে। বাংলাদেশের উন্নয়নের এই স্বর্ণযুগে দাঁড়িয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে উন্নয়নের চরম শিখরে আরোহনের জন্য ভিশন ২০৪১ গ্রহণ করে। যার ফলশ্রুতিতে প্রণয়ন করা হয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১। এই দলিলে বাংলাদেশ কিভাবে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবে তার পথচিত্র অংকন করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিগত অর্থবছরে প্রণয়ন করা হয় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। আগামী ২০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথ সহজসাধ্য হবে না। আমাদেরকে কোভিড-১৯ সহ বিভিন্ন অভিঘাত মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এর পাশাপাশি আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক জটিলতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম ভূমিকা পালনকারী হিসেবে সবার আগে আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রায় জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে আমাদেরকে আরও সৃষ্টিশীল ও আন্তরিক হতে হবে। আমি আশা করি পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগ যেভাবে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নয়া যুগের সূচনা করেছে তা অব্যাহত রাখবে এবং এর উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য আমি পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং এ প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. শামসুল আলম

মুখবন্ধ

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

দেশের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সকল জনগণের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে **"বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন"** প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারপারসন। মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের বর্তমান কাঠামোতে ভাইস চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পরিকল্পনা কমিশনের ০৬টি বিভাগ রয়েছে। সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল বিভাগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিকল্পনা বিভাগ অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ এর নির্বাহী কমিটি (একনেক)-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫, রূপকল্প-২০২১, ভিশন-২০৩০, ভিশন-২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি)। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ১৮৮৬টি প্রকল্প ও ১০টি উন্নয়ন সহায়তাসহ এডিপির সর্বমোট আকার দাঁড়িয়েছে ২০৯২৭১.৯৩ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ৩৭৬টি যার এডিপির আকার ৬৬৮৭৫ কোটি টাকা। এছাড়া পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল- জাতীয় নির্দেশনাক্রমে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার একনেক সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ২৭টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এসকল সভায় ১০৬টি নতুন প্রকল্প ও ৬৩টি চলমান প্রকল্পের সংশোধন অনুমোদিত হয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ যেমন বিস্তীর্ণ, তেমনি কাজের প্রকৃতিও নানা ধরনের। পরিকল্পনা বিভাগের সকল শাখা ও পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগসহ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইউনিট কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত এসব কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক একটি চিত্র উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আশা করি এ প্রতিবেদন থেকে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসহ সকলে উপকৃত হবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ জয়নুল বারী

বাণী

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
সদস্য
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় "পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১" প্রণয়ন একটি সময়োপযোগী ও নিয়মিত উদ্যোগ। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পিত উপায়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" গঠন করেন। পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হওয়ার পর থেকে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)-এর উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনা দলিল প্রণীত হয়ে আসছে। জিইডি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) প্রণয়ন করে। এ বিভাগ হতে গত ১২ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কতিপয় পরিকল্পনা দলিল ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাত সহিষ্ণু একটি নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত শতবর্ষী "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" অন্যতম। সরকারের স্বপ্নের দলিল বাংলাদেশের প্রথম "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)" এর ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় "রূপকল্প ২০৪১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জিইডি'র উদ্যোগে ২০২০ সালে দ্বিতীয় "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)" প্রণীত হয়। "রূপকল্প ২০৪১" বাস্তবায়নে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল হিসাবে "অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫)" প্রণয়ন করা হয়, যা ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সময়নিষ্ঠ এবং বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে এবং সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

উল্লেখ্য, জিইডি জাতিসংঘের "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)" বাস্তবায়নে সরকারের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে এবং এ বিষয়ে ২৭টি প্রতিবেদন ও গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৪ অর্জন এবং বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জিইডি "Promoting Sustainable Blue Economy in Bangladesh through Sustainable Blue Bond: Assessing the Feasibility of Instituting Blue Bond in Bangladesh" নামে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন সম্পন্ন করেছে ও "Sector Strategy on Economic Governance in the Financial Sector in Bangladesh" শীর্ষক একটি দলিল প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি লাভ তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে জিইডিসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সমন্বিত নিরন্তর প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ এর পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি পরিকল্পনা বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Rasima

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম

বাণী

মোঃ মামুন-আল-রশীদ
সদস্য
ভৌত-অবকাঠামো বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

দক্ষ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় এবারেও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কমিশন সৃষ্টির শুরু থেকে দেশের ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ, গৃহায়ন এবং যোগাযোগ সেক্টরের প্রকল্পসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথা দেশের জনগণের জীবনযাত্রার সার্বিক মানোন্নয়নে কাজ করে আসছে।

দেশের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতায় মোট ৫৪৩টি প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থবছরের এডিপিতে মোট ৯৩০০৪.৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রতিরক্ষা সেক্টরে ৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ৯৮৮.১১ কোটি টাকা, জনশৃংখলা ও সুরক্ষা সেক্টরে ৫২টি প্রকল্পের অনুকূলে ৩৩১৩.১৩ কোটি টাকা, গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরে ১৯৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ২৭৬৬২.২২ কোটি টাকা এবং পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরে ২৯০টি প্রকল্পের অনুকূলে ৬১০৪০.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, রূপকল্প-২০২১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রদত্ত দিক নির্দেশনার আলোকে ২০৩০ এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ এ উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

মোঃ মামুন-আল-রশীদ

বাণী

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
সদস্য
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং সীমিত সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সাধনই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, যা পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনায় পরিকল্পনা বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ। এ বিভাগ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৮টি সেক্টর যথা- 'জনপ্রশাসন'; 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ'; 'শিক্ষা ও ধর্ম'; 'সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন'; 'বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'; 'ক্রীড়া ও সংস্কৃতি'; 'গণসংযোগ'; এবং 'শ্রম ও কর্মসংস্থান'; -এর আওতায় মোট ৩৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন চাহিদার নিরিখে প্রাধিকার নির্ণয়পূর্বক সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ এ বিভাগ দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করে আসছে।

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো খাতে সরকারের দক্ষ পরিকল্পনা ও সুচিন্তিত বিনিয়োগের ফলে গণমানুষের জীবনমানে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, যুব উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জীবনমান বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ বিভাগের আওতায় ৩৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫০০টি প্রকল্পের বিপরীতে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫৬৫৯২.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্টসমূহ অর্জন তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের "দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা" বিনির্মাণে আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত উন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত এ বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম সংবলিত তথ্য-উপাত্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত কর্মকর্তাসহ সকল জিজ্ঞাসু নাগরিকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

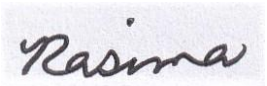

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম

বাণী

রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
সদস্য
কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ' এর দর্শনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার আলোকে বঙ্গবন্ধু-কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন এনইসি ও একনেক-এর নির্দেশনায় পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের গুরুদায়িত্ব পালন করছে।

সুদূরপ্রসারী ও লক্ষ্যাভিমুখী শতবর্ষী, দীর্ঘ-মধ্য-স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে। বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা – এ সকল মেয়াদি উন্নয়ন-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ আজ নেতৃস্থানীয়। মাতৃ মৃত্যুর হার, শিশু মৃত্যুর হার, প্রত্যাশিত গড় আয়ু, নারী উন্নয়ন - ইত্যাদি উন্নয়ন নির্দেশকসমূহে বাংলাদেশ আজ প্রথম সারিতে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনসহ আন্তর্জাতিক একাডেমিয়া বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসায় অকৃপণ। বাংলাদেশ শুধু উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পারদর্শী নয়, বাস্তবায়নেও সামনের কাতারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘ কর্তৃক এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কারে সম্মানিত করা এর উজ্জ্বল উদাহরণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের আনন্দঘন মুহূর্ত এবং বৈশ্বিক করোনা মহামারীর নেতিবাচক অর্থনৈতিক অভিঘাত মোকাবেলা – সামগ্রিকভাবে – ২০২০-২১ অর্থবছরটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী অর্জনের এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বছর। এ প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোসহ অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্বটি সুচারুরূপে পালনে সচেষ্ট রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহরকে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। সে প্রেক্ষিতে করোনা মহামারি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য খাতের পরই অন্য যে খাতগুলি অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের বাজেটেও যার প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো কৃষি এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন খাত। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বিভাগ হতে যে সকল প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে তন্মধ্যে *আশ্রয়ন-২ (৪র্থ সংশোধিত)* প্রকল্পটি অন্যতম যার মাধ্যমে সর্বমোট ৫,৮৭,৪১৭টি ভূমিহীন, গৃহহীন, অসহায় পরিবারকে একক গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। মুজিব শতবর্ষ উদযাপনে এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। এছাড়া, কৃষি মন্ত্রণালয়ের *অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন, সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ*, স্থানীয় সরকার বিভাগের *গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩, আমপান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনর্বাসন* এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের *ডিএনডি এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন* ও *লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও কৃষি জমি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১৫ পুনর্বাসনসহ* অনান্য প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ ২০৩১ সালে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর সদয় দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম নিবেদিত।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস

বাণী

শরিফা খান
সদস্য
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের হতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বিগত এক বছরের কর্মকান্ড এ প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের কাছে উপস্থাপনের ফলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/কমিশন-এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিকল্পনা কমিশন-এর শিল্প ও শক্তি বিভাগ বিদ্যুৎ, জ্বালানী, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং শ্রম খাতের জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে যথাযথ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশের শতভাগ জনগণের জন্য মান সম্মত ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিল্প ও শক্তি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে সরকারের পক্ষে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ সহজতর হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানী চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়নের পাশাপাশি বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ পুনঃমূল্যায়ন ও পুনর্বাসন এবং কয়লা ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়নে সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিল্প, কল-কারখানা এবং বাসা-বাড়ি পর্যায়ে টেকসই জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে শিল্পনগরী ও অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে রাসায়নিক সার উৎপাদন, রাসায়নিক দ্রব্য ও সার সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ, চিনি শিল্পের উন্নয়ন, চা চাষ সম্প্রসারণ এবং বস্ত্র, পাট, তাঁত ও রেশম খাতের উন্নয়নে শিল্প ও শক্তি বিভাগ গুরত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, পর্যটন শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য বেশ কিছু প্রকল্পও ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারের নির্বাচনী ইশহেতার-২০১৮, রূপকল্প-২০৪১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

শরিফা খান

বাণী

মোঃ বদরুল আরেফীন
মহাপরিচালক
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
পরিকল্পনা বিভাগ

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের একটি অন্যতম স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। একাডেমির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম দক্ষ, সৎ, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করতে আগ্রহী ও দেশপ্রেমিক জনশক্তি গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত একাডেমি বছরে গড়ে ৬০-৭০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও একাডেমি বছরব্যাপী গবেষণা, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে। জার্নাল ও বুলেটিন প্রকাশ করাও একাডেমির নিয়মিত কাজ। এসব কাজে সহায়তার জন্য প্রশাসন, হিসাব, লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব, অডিওভিজ্যুয়াল সেন্টার, ডরমিটরি ও ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি সার্ভিসগুলো পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একাডেমি সারা বছর ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করে।

ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পর পর দু'বছর পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেছে। আমি বিশ্বাস করি সকলের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। সীমিত জনবল নিয়ে একাডেমির উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং অভিলক্ষ্য অর্জনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। আমি এনএপিডির এই পথ চলায় সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ বদরুল আরেফীন

বাণী

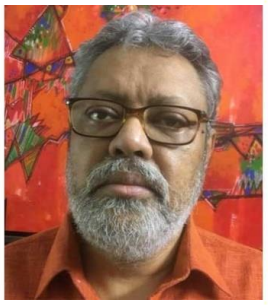

ড. বিনায়ক সেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিবেদনটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি প্রতিচ্ছবি।

কার্যকর ও পরিকল্পিত উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন অর্জনের লক্ষ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মাথায় ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই কমিশন কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন বাস্তবায়ন করে থাকে।

বর্তমান সরকারের দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই দ্রুত উন্নয়ন বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করেছে এবং দেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় দুই হাজার মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

এই প্রতিকূল সময়েও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা ৫১টি গবেষণা-কর্ম সম্পাদন করেছেন। ওয়েবিনারের মাধ্যমে আয়োজিত এ বছরের দু'টি Critical Conversations-ও ছিল কোভিড-১৯ বা মহামারী বিষয়ক। *"COVID-১৯: Linking Economic and Health Concerns"* এবং *"Normalizing Masks: Health and Economic Implications"*- শীর্ষক ওয়েবিনারে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রতিক্রিয়া ও সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে সাধারণ মূল্যায়ন, মাস্কের ব্যবহার, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জনসাধারণের জীবন মানের উপর এর লক্ষণসমূহের প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা ও এ'থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর আলোচনা হয়।

সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকল সদস্য ও সম্পাদকমন্ডলীর প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ড. বিনায়ক সেন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

প্রথম অধ্যায়

পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি, গঠন ও কার্যপরিধি

পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি, গঠন ও কার্যপরিধি

১.১ পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। ১৯৫৬ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) "পরিকল্পনা বোর্ড" গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একে দেয়া হয় উচ্চ পর্যায়ের পেশাদারী সংগঠনের মর্যাদা। এই কমিশন গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান ও তিন জন সদস্যের সমন্বয়ে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী পদাধিকার বলে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা এবং নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য মন্ত্রীর পদ মর্যাদা সম্পন্ন একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন (কেবিনেট মন্ত্রীর বাইরে)। কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন। সচিব পদমর্যাদার "প্রধান" এর অধীনে মোট ১০টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং এই বিভাগগুলো হচ্ছে-সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন বিভাগ, কৃষি বিভাগ, শিল্প বিভাগ, পানি সম্পদ বিভাগ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, বহি:সম্পদ বিভাগ এবং প্রশাসন বিভাগ।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পৃথকভাবে "প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো" প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় "বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ" নামে আলাদা বিভাগে রূপান্তরিত হয়। এর অব্যবহিত পরে বহি:সম্পদ সংগ্রহরে দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশন থেকে পৃথক করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমান "অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ" নামে পৃথক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "পরিকল্পনা বিভাগ" প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সাথে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কমিশনের চেয়ারপারসন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সূদুরপ্রসারী চিন্তাধারা এবং তাঁর সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনায় সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে দেশের বিদ্যমান ৪টি পরিসংখ্যান সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৭৫ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোকে প্রশাসনিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিসংখ্যান বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ২০০২ সালে পরিসংখ্যান বিভাগকে অবলুপ্ত করে পরিকল্পনা বিভাগের একটি অনুবিভাগ করা হয়। দেশের উন্নয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মূল লক্ষ্য টেকসই, সমন্বিত ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মকৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১.২ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের গঠন

বিগত ১৫-০৪-২০১৯ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনকে নিম্নরূপে গঠন করেছে:

১.২.১ কমিশনের গঠন

ক্রমিক	নাম	পদবি
১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
২.	মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারপারসন
৩.	মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	ভাইস চেয়ারপারসন
৪-৯.	পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সকল)	সদস্য
১০.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্যসচিব

১.৩ কমিশনের কার্যপরিধি

১.৩.১ রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর সিডিউল-১ এ বর্ণিত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত পরিকল্পনা কমিশনের জন্য নির্ধারিত কার্যাবলি;

১.৩.২ চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সভায় নিম্নলিখিত কার্যাবলিও সম্পন্ন হবে-

১.৩.২.১ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা;

১.৩.২.২ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ;

১.৩.২.৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান;

১.৩.২.৪ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি; এবং

১.৩.২.৫ পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়াবলি সম্পর্কে আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্য দূরীকরণ।

১.৪ কমিশনের বর্ধিত সভায় (প্রয়োজনে) আমন্ত্রণযোগ্য সদস্যবৃন্দের তালিকা-

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব/সচিব
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ
৪. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৫. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৬. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং
৭. গুরুত্বপূর্ণ আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্যের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি/প্রতিনিধিগণ।

- এ কমিশনে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।
- কমিশনের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।
- পরিকল্পনা বিভাগ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

১.৫ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

পরিকল্পনা কমিশন ৬টি বিভাগ ও ৩০ টি অনুবিভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে দু'টি বিভাগ যথা-সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং কার্যক্রম বিভাগ সামষ্টিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাকী ৪টি বিভাগ যেমন- ভৌত-আবকাঠামো বিভাগ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ সংশ্লিষ্ট সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিয়োজিত। পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ এর দায়িত্ব প্রধান এবং অনুবিভাগের দায়িত্ব যুগ্ম-প্রধানের ওপর ন্যস্ত। অনুবিভাগসমূহ অধিশাখায় এবং অধিশাখাসমূহ শাখা পর্যায়ে বিভক্ত। উপ-প্রধান অধিশাখার দায়িত্ব এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান শাখা পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে।

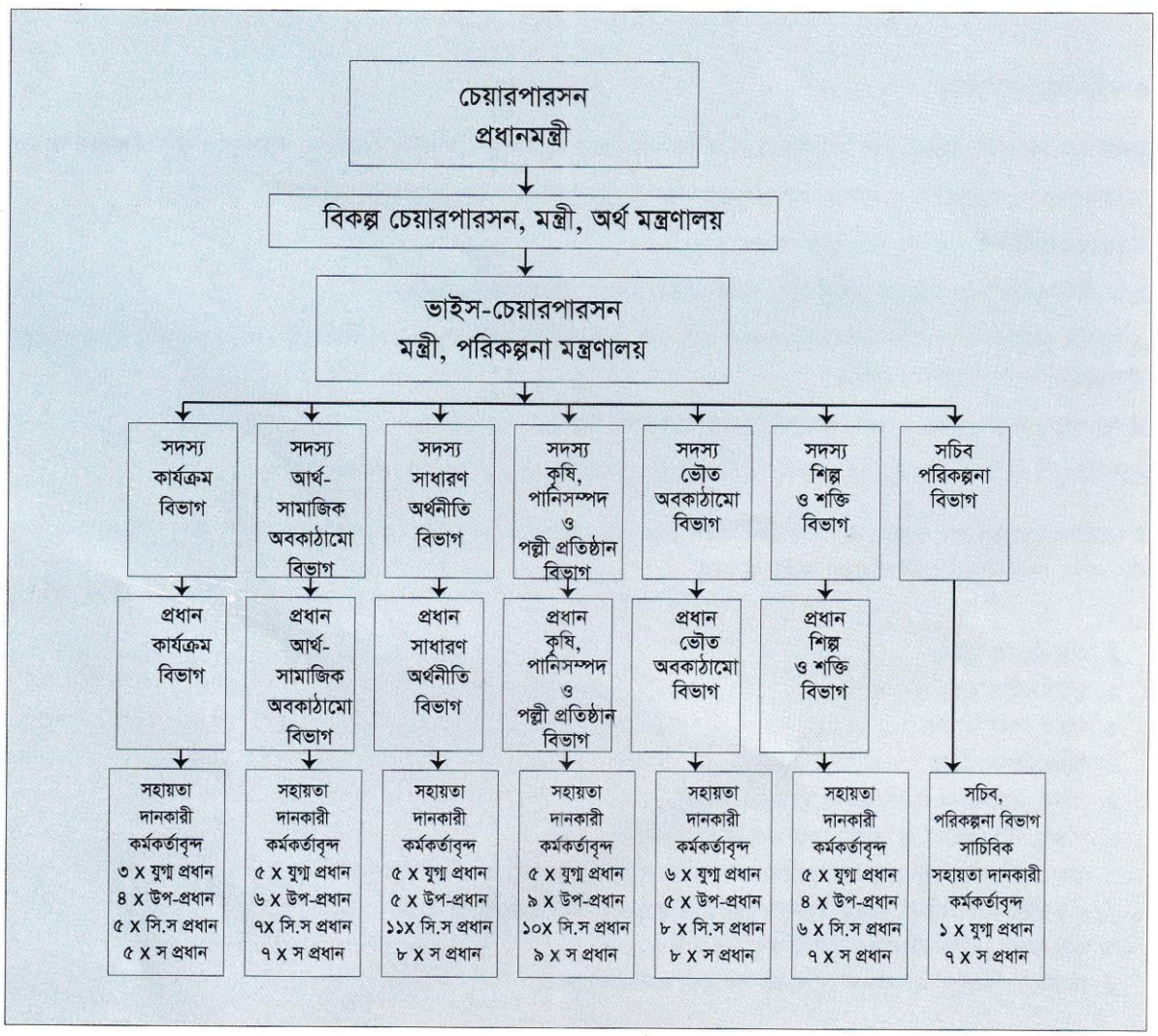
চেয়ারপারসন
প্রধানমন্ত্রী
বিকল্প চেয়ারপারসন, মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়
ভাইস-চেয়ারপারসন
মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
সদস্য কার্যক্রম বিভাগ
সদস্য আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
সদস্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
সদস্য কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
সদস্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগ
সদস্য শিল্প ও শক্তি বিভাগ
সচিব পরিকল্পনা বিভাগ
প্রধান কার্যক্রম বিভাগ
প্রধান আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
প্রধান সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
প্রধান কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রধান ভৌত অবকাঠামো বিভাগ
প্রধান শিল্প ও শক্তি বিভাগ
সহায়তা দানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ
৩ X যুগ্ম প্রধান
৪ X উপ-প্রধান
৫ X সি.স প্রধান
৫ X স প্রধান
সহায়তা দানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ
৫ X যুগ্ম প্রধান
৬ X উপ-প্রধান
৭X সি.স প্রধান
৭ X স প্রধান
সহায়তা দানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ
৫ X যুগ্ম প্রধান
৫ X উপ-প্রধান
১১X সি.স প্রধান
৮ X স প্রধান
সহায়তা দানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ
৫ X যুগ্ম প্রধান
৯ X উপ-প্রধান
১০X সি.স প্রধান
৯ X স প্রধান
সহায়তা দানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ
৬ X যুগ্ম প্রধান
৫ X উপ-প্রধান
৮ X সি.স প্রধান
৮ X স প্রধান
সহায়তা দানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ
৫ X যুগ্ম প্রধান
৪ X উপ-প্রধান
৬ X সি.স প্রধান
৭ X স প্রধান
সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
সাচিবিক সহায়তা দানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ
১ X যুগ্ম প্রধান
৭ X স প্রধান

১.৫.১ পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ

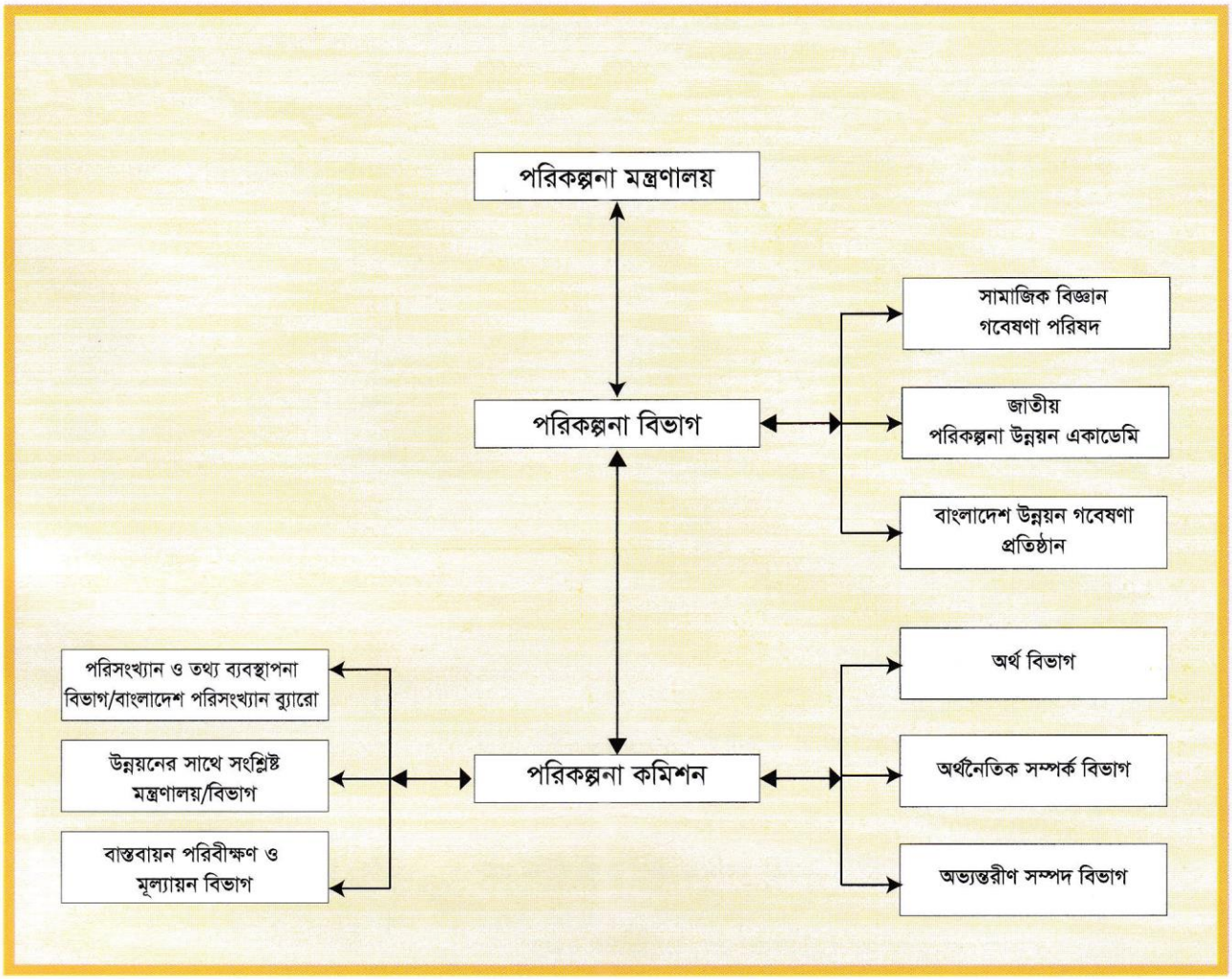

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের নিবিড় সমন্বয় ও সহায়তার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত গবেষণায় সহায়তা দান করে। অর্থ বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রাপ্যতা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক সহায়তার প্রাক্কলন প্রদান করে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পরামর্শ প্রদান করে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপন করা হয়।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)

১.৬ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) কার্যাবলি

বিগত ১৫-০৪-২০১৯ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এর গঠন নিম্নরূপ:

ক. পরিষদ গঠন:

ক্রমিক	নাম	পদবি
১.	শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রিসভার সকল সদস্য	সদস্য

খ. সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ:

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
৩-৮. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
৯. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব
এ পরিষদে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

গ. পরিষদের কার্যপরিধি:

১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (পলিসি) নিরূপণের প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান;
২. পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান;
৩. উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ; ও
৫. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক বিবেচিত যে কোনো কমিটি গঠন।

ঘ. পরিষদের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।
ঙ. পরিকল্পনা বিভাগ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

চিত্র-১.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে একনেক সভার শুরুতে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর মোড়ক উন্মোচন করেন (২৫ আগস্ট ২০২০)।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক)

১.৭ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) গঠন

বিগত ১৫-০১-২০১৯ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) নিম্নরূপে গঠন করেছে:

ক. কমিটির গঠন:

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
২.	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারম্যান
৩.	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব মো: আব্দুর রাজ্জাক মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব মো: তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	ডা: দীপু মনি মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব এম. এ. মান্নান মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব জাহিদ মালেক মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব টিপু মুনশি মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	জনাব শ.ম. রেজাউল করিম মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	জনাব মো: শাহাব উদ্দিন মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

খ. সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ:

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
৪. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ
৬. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮-১৩. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
১৪. সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবে।

গ. কমিটির কার্যপরিধি:

১. সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) বিবেচনা ও অনুমোদন;
২. সরকারি খাতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার ঊর্ধ্বে মোট বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন;
৩. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বেসরকারি উদ্যোগ, যৌথ-উদ্যোগ অথবা অংশগ্রহণমূলক বিনিয়োগ কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা;
৫. দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ এবং সামগ্রিক কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা; এবং
৬. বৈদেশিক সহায়তার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
ঘ. কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হয়;
ঙ. পরিকল্পনা বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে;
চ. এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেকার মন্ত্রিসভা কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

চিত্র-১.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন (মঙ্গলবার, ৮ ডিসেম্বর ২০২০)।

স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা

ক্র.	তথ্যের বিবরন	সেবা প্রদান পদ্ধতি
১	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর পরিচিতি	ওয়েবসাইটে
২	মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর পরিচিতি	ওয়েবসাইটে
৩	সিনিয়র সচিব/সচিব মহোদয়ের পরিচিতি	ওয়েবসাইটে
৪	পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি, শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ/দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল।	ওয়েবসাইটে
৫	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন।	ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন
৬	পরিকল্পনা বিভাগের ক্রয় পরিকল্পনা।	ওয়েবসাইটে
৭	পরিকল্পনা বিভাগের বাজেট।	ওয়েবসাইটে
৮	পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ও উদ্ভাবন সম্পর্কিত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
৯	পরিকল্পনা বিভাগের ইনোভেশন টিম।	ওয়েবসাইটে
১০	পরিকল্পনা বিভাগের সিটিজেন চার্টার সম্পর্কিত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
১১	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮)।	ওয়েবসাইটে
১২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
১৩	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
১৪	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
১৫	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের প্রকল্পের নাম, মোট বরাদ্দ, প্রকল্প পরিচালকের নামের তালিকা।	ওয়েবসাইটে
১৬	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের প্রকল্পের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি।	ওয়েবসাইটে
১৭	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো।	ওয়েবসাইটে
১৮	প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ।	ওয়েবসাইটে
১৯	বিদেশ ভ্রমণ/প্রশিক্ষনের জি.ও।	ওয়েবসাইটে
২০	অফিসিয়াল পাসপোর্ট অনাপত্তিপত্র।	ওয়েবসাইটে
২১	স্থানীয় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা।	ওয়েবসাইটে
২২	একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন (২০০৯-২০১৯)।	ওয়েবসাইটে
২৩	একনেক সভার নোটিশ।	ওয়েবসাইটে
২৪	প্রকল্প অনুমোদনের জি.ও।	ওয়েবসাইটে
২৫	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনের জি.ও।	ওয়েবসাইটে
২৬	পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পর্কিত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
২৭	তথ্য অধিকার (RTI) সম্পর্কিত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
২৮	সেবা সহজীকরণ সম্পর্কিত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
২৯	এডিপি/আরএডিপি সম্পর্কিত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
৩০	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
৩১	বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সম্পর্কিত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
৩২	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
৩৩	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বিভিন্ন নীতিমালা।	ওয়েবসাইটে
৩৪	সেবা গ্রহণের বিভিন্ন ফরমসমূহ।	ওয়েবসাইটে
৩৫	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)	ওয়েবসাইটে
৩৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন সম্পর্কিত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
৩৭	প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য।	ওয়েবসাইটে
৩৮	অবসর গমনকারী কর্মচারীদের তথ্য।	ওয়েবসাইটে
৩৯	পরিকল্পনা বিভাগ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০১৫	ওয়েবসাইটে

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিকল্পনা বিভাগের কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগ

২.১ পরিকল্পনা বিভাগের লক্ষ্য, দায়িত্ব ও কার্যপরিধি

২.১.২ পরিকল্পনা বিভাগের লক্ষ্য

পরিকল্পনা বিভাগের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম যথাসময়ে সরকারের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী মানসম্পন্নভাবে সম্পন্নকরণের মাধ্যমে সরকারের একমাত্র উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনকে সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদান করাই পরিকল্পনা বিভাগের মূল লক্ষ্য।

২.১.৩ পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্ব

পরিকল্পনা বিভাগ উপরে বিধৃত লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে (একনেক) নিয়মিতভাবে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ দায়িত্ব পালনে পরিকল্পনা বিভাগ একজন সচিবের নেতৃত্বে একজন যুগ্মসচিব ও একজন যুগ্ম-প্রধানের সহায়তায় দুটি অনুবিভাগ যথা: প্রশাসন, এনইসি এবং সমন্বয় এর মাধ্যমে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে।

২.১.৪ পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি

পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে (একনেক) নিয়মিতভাবে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ দুটি দায়িত্ব ছাড়াও পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধির মাধ্যে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত:

ক. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এজেন্সীর উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন;
খ. একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির সমন্বয় সাধন;
গ. নতুন শক্তি (Energy) সম্ভাবনার উপর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং শক্তি (Energy) সংশ্লিষ্ট সকল আন্ত: মন্ত্রণালয় বিষয়ে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন;
ঘ. জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি ও প্রক্রিয়াকরণে দিক-নির্দেশনা প্রদান;
ঙ. যে কোন সেক্টরে ব্যক্তি মালিকানাধীন বিনিয়োগ এবং এ জাতীয় বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
চ. আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত চুক্তি সম্পাদন;
ছ. পরিকল্পনা কমিশনসহ পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন;
জ. পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের তথা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)'র প্রশাসন ও এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ;
ঝ. পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে আইন-কানুন, বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়াদি;
ঞ. পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি;
ট. পরিকল্পনা বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন কাজ সংক্রান্ত ফি প্রদান (কোর্ট ফি বাদে)।

পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন শাখা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অধিশাখা-১

২.২ প্রশাসন অধিশাখা-১ এর কার্যাবলি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত ভূতপূর্ব বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের পদ সৃজন ও পদ বিলুপ্ত সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূতপূর্ব বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ মামলা/অভিযোগসমূহের মূলকপি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান কর্মকর্তাদের লিয়েন, প্রেষণ, স্থায়ীকরণসহ অন্যান্য আবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনে কর্মরত সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়ন/ছুটিসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রশাসন অধিশাখা-১ এর দৈনন্দিন রুটিনকাজসমূহ নির্ধরিত সময়ে সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রশাসন অধিশাখা-২

২.৩ প্রশাসন অধিশাখা-২ এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন অধিশাখা-২-এ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হলো:

১. গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে বাজেট অফিসার (৯ম গ্রেড, নন-ক্যাডার) পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়;

২. গবেষণা কর্মকর্তা পদে ০১ (এক) জন কর্মকর্তার চাকরি যোগদানের তারিখ হতে স্থায়ী করা হয়। এছাড়া পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ২৩১টি নতুন পদ সৃজনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ৩০/০৬/২০২১ খ্রি: তারিখ এ বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করে। ২৩১টি নতুন পদ সৃজনের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩. গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক এ অধিশাখায় ০৪টি পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর, ০৩টি পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ০৫টি পারিবারিক পেনশন আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

৪. পরিকল্পনা বিভাগের আইসিটি সেলের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি এবং পরিকল্পনা বিভাগে আইসিটি ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা/রোডম্যাপ প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির ০৩টি সভা এবং পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে ১-১০ গ্রেডের মধ্য হতে ০১ জন এবং ১১-২০ গ্রেডের মধ্য হতে ০১ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান, ২০২১ বিষয়ক কমিটির ০৪টি সভায় সাচিবিক দায়িত্ব এ অধিশাখা হতে পালন করা হয়েছে।

৫. এছাড়া এ অধিশাখা হতে বিভিন্ন সভায় কর্মকর্তা মনোনয়নসহ সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশাসন অধিশাখা-৩

২.৪ প্রশাসন অধিশাখা-৩ এর কার্যাবলি

প্রশাসন অধিশাখা ৩-এর আওতায় পরিকল্পনা বিভাগের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ যথা-সকল প্রকার ছুটি মঞ্জুর, বার্ষিক বর্ধিত বেতন ও চাকরি সার্ভিস বইতে লিপিবদ্ধকরণ, টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, পেনশন প্রক্রিয়াকরণ, মৃত কর্মচারীদের পরিবারের জন্য কল্যাণ ও যৌথ বীমার ভাতা প্রাপ্তির আবেদন অগ্রায়ন, কল্যাণ পরিদপ্তর হতে চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অগ্রায়ন, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ৩য় শ্রেণির পদে আত্মীকরণ, চাহিদা অনুসারে মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ, ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের সার্ভিস বুক তৈরি, হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ, ৩য় শ্রেনির সকল পদ ও কর্মচারীদের পরিসংখ্যান, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্বও পালন করে থাকে। বিবেচ্য সময়ে ৩য় শ্রেণির ৩৮টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১২টিসহ মোট ৫০টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২য় শ্রেণির-১১টি (প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০৫টি, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-০৪টি, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার-০১টি এবং সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-০১টি) এবং ৩য় শ্রেণির ৮টি পদ (সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-০৫টি এবং ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর-০৩টি) শূন্য হয়েছে। উক্ত শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত অর্থবছরে ০৩জন কর্মচারীকে (গ্রেড ১১-২০ পর্যন্ত) পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ০১জন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার, ০১জন সহকারী হিসাবরক্ষক এবং ০১জন ক্যাশ সরকার-এর পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে।

প্রশাসন অধিশাখা-৪

২.৫ প্রশাসন অধিশাখা-৪ এর কার্যাবলি

প্রশাসন অধিশাখা-৪ এর আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের ৪র্থ শ্রেণির সকল পদ ও কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণসহ তাদের প্রশাসনিক বিষয়সমূহ, যেমন: সকল প্রকার ছুটি মঞ্জুর, শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান, বার্ষিক বর্ধিত বেতন প্রদান, কর্মচারীদের সার্ভিস বুক তৈরি, চাকুরি সার্ভিস বহিতে লিপিবদ্ধকরণ, হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ, টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, পেনশন প্রক্রিয়াকরণ, মৃত কর্মচারীদের পরিবারের জন্য কল্যাণ ও যৌথ বীমার ভাতার আবেদন অগ্রায়ন, ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত অর্থ চূড়ান্ত পরিশোধের ব্যবস্থা করা, প্রধানমন্ত্রীর তহবিল হতে চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অগ্রায়ন, শৃঙ্খলাজনিত কারণে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন, প্রয়োজন অনুযায়ী বদলি/পদায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম, নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের আওতাধীন ২৮ জন কর্মচারীকে ২০ গ্রেড থেকে ১৯ গ্রেডে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

প্রটোকল অধিশাখা

২.৬ প্রটোকল অধিশাখা এর কার্যাবলি

১. এনইসি-একনেক সভা চলাকালীন এবং মন্ত্রণালয়ের সকল অনুষ্ঠানাদি আয়োজন, প্রটোকল ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা।

২. একনেক, এনইসি সভার এসবি পাস এবং জাতীয় সংসদ অধিবেশনের দর্শক গ্যালারী পাস সংগ্রহ ও জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় চত্বরকে সেফ জোন হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাপ্যতা অনুসারে যানবাহন সেবা প্রদান।

৫. পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের প্রাধিকারভুক্ত ৪৩জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ভিসা, পাসপোর্ট, বিমানের টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ এবং ভিআইপি প্রটোকল সেবা প্রদান।

৬. পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের জারিকৃত চিঠিপত্র, প্রকল্প সংক্রান্ত ডিপিপি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পুস্তক এবং একনেক/এনইসির সকল ডাক গ্রহণ ও বিভিন্ন অফিসে যথাসময়ে বিতরণ ইত্যাদি।

আইন শাখা

২.৭ আইন শাখার কার্যাবলি:

পরিকল্পনা বিভাগের আইন অধিশাখা মূলত: পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন, কনটেম্পট পিটিশন এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। এতদ্ব্যতীত, মামলাসমূহের হালনাগাদ তথ্য এবং অগ্রগতি তদারকির জন্য আইন ও বিচার বিভাগ, সলিসিটর উইং এবং মামলা পরিচালনায় নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আইন শাখায় ১৪টি মামলা চলমান ছিল, এর মধ্যে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন-০২ (দুই)টি, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের মামলার ধারাবাহিকতায় উদ্ভূত আপিল বিভাগে মামলার সংখ্যা-০২ (দুই)টি, রিভিউ মামলা- ০৪ (চার)টি, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ০২ (দুই)টি, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে ০২ (দুই)টি এবং কনটেম্পট পিটিশন-০২ (দুই)টি । ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৪ (চৌদ্দ)টি মামলার মধ্যে ০৩ (তিন)টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তন্মধ্যে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ০২ (দুই)টি, এবং কনটেম্পট পিটিশন ০১ (এক)টি মামলা।

আইসিটি সেল

২.৮ আইসিটি সেল এর কার্যাবলি

- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন-এর সকল কর্মকর্তাকে ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের চলমান প্রকল্পসমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শীঘ্রই চালু করা হবে।
- পরিকল্পনা বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, বাৎসরিক বাজেট, বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা, সকল ফোকাল পয়েন্ট/প্রতিনিধি কর্মকর্তাদের হালনাগাদ তালিকা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এডিপি/আরএডিপি প্রভৃতিসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ সময়কালীন বিভিন্ন সভা/প্রোগ্রাম/প্রশিক্ষণ অনলাইনে আয়োজনের নিমিত্ত জুম পরিসেবা ক্রয় করা হয়েছে এবং সাপোর্ট প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সকল ভবনে LAN, Wi-Fi এবং এনইসি সম্মেলন কক্ষ এবং এনইসি কমিটি কক্ষ-১ এ অত্যাধুনিক ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- পরিকল্পনা বিভাগে একটি ডাটা সেন্টার রয়েছে যা আইসিটি সেলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এছাড়া পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার এর মেইনটেন্যান্স সংক্রান্ত সাপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ এর Implementation of Digital ECNEC (IDE) প্রকল্পের মাধ্যমে পাইলটিং হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থা যেমন- এলজিইডি, ওয়াসা, ডিপিএইচই, সিটি কর্পোরেশন হতে Project Planning System (PPS) সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইনে প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে শেষ করার পর এটি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় রোল আউট করার জন্য Strengthening Digital Processing of Projects (SDPP) নামে একটি নতুন প্রকল্প চলমান রয়েছে।
- ৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১ এর ২ দিনব্যপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের **"ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১"** এর একটি খসড়া তালিকা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত তালিকায় পরিকল্পনা বিভাগের ০৩ (তিন)টি ই-সার্ভিস এবং পরিকল্পনা কমিশনের ০৫ (পাঁচ)টি ই-সার্ভিসসহ মোট ০৮ (আট)টি ই-সার্ভিস "ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১" এর জন্য প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা বিভাগে আলোচনাক্রমে এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে উক্ত তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হয়।
- ১৫-২০ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পরমানু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভারে **"ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ও পরিকল্পনা ল্যাব"** শীর্ষক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় এটুআই এর সহযোগিতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ৫টি ডিজিটাল সার্ভিসের বিস্তারিত ডিজাইন ও TOR চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা হয় যা নিম্নরূপ:

১.	Project Processing, Appraisal & Management System
২.	National Plan Management System
৩.	GIS Based Resource Management System
৪.	Research Management System
৫.	ADP/RADP Management System

- ০৫টি ডিজিটাল সার্ভিস এর মধ্যে ADP/RADP Management System সার্ভিসটি "কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এবং Project Processing, Appraisal & Management System সার্ভিসটি পরিকল্পনা বিভাগের "উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (SDPP)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া National Plan Management System, GIS Based Resource Management System এবং Research Management System সার্ভিসসমূহ **"উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (SDPP)"** শীর্ষক প্রকল্পের অধীন একক সাইন অন সুবিধাসহ ২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ

২.৯ এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের কার্যাবলি

২.৯.১ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)) সভা সংক্রান্ত তথ্যাবলি

- **১ম এনইসি সভার তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ (১৪ পৌষ, ১৪২৭)**
  - অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) দলিলের চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদন;

- **২য় এনইসি সভার তারিখ: ০২ মার্চ ২০২১ (১৭ ফাল্গুন ১৪২৭)**
  - ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) চূড়ান্তকরণও অনুমোদন;
  - বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রণীত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন উপস্থাপন;
  - বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রণীত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি জুলাই ২০২০ হতে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন উপস্থাপন;
  - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর সেক্টর পুনর্বিন্যাস অনুমোদন;

- **৩য় এনইসি সভার তারিখ: ১৮ মে ২০২১ (০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮)**
  - ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন।

২.৯.২ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক এর মাননীয় চেয়ারপারসন এর সভাপতিত্বে ২৭টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সময়ে মোট ১৬৯টি প্রকল্প অনুমোদন হয়। তনধ্যে ১০৬টি নতুন প্রকল্প এবং ৬৩টি সংশোধিত প্রকল্প। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৪১০৬.৮৪৮৮ কোটি টাকা (জিওবি ১৪২৭৬৭.১৬ কোটি, নিজস্ব অর্থায়ন ৪৪১১.৭৫৬৮ কোটি এবং বৈদেশিক অর্থায়ন ৮৬৯২৭.৯৩২ কোটি টাকা)। এছাড়ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুর্ধ্ব ৫০ কোটি প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ৫৪টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে, যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫২২.২৭২২ কোটি টাকা।

২.৯.৩ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা

মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে এনইসি সভার পূর্বে এনইসি সভার আলোচ্যসূচির ওপর পরিকল্পনা কমিশনের ২টি বর্ধিত সভা গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং ০৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

২.৯.৪ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের বিদেশ সফর সংক্রান্ত ব্রীফ/টকিং পয়েন্টস প্রেরণ সংক্রান্ত

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর ০৩টি ব্রীফ প্রস্তুত করে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ আইপিইউ এবং জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত **2021 Parliamentary Hearing at the United Nations**-এ বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের যোগদানের নিমিত্ত ব্রীফ/টকিং পয়েন্ট;
- ২৪-২৮ মে ২০২১ অনুষ্ঠিত **Inter-Parliamentary Union (IPU)**-এর ১৪২তম Assembly তে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের যোগদানের নিমিত্ত ব্রীফ/টকিং পয়েন্ট;
- ১২ জুলাই ২০২১ অনুষ্ঠিত **Parliamentary Forum at the United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development and related meetings** এ বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদলের যোগদানের নিমিত্ত ব্রীফ/টকিং পয়েন্ট।

২.৯.৫ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা

২০২০-২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির (১৩/০১/২০২১, ২৪/০২/২০২১ ও ১০/০৬/২০২১ তারিখ) মোট ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২.৯.৬ প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত তথ্য

জাতীয় সংসদ সচিবালয় হতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১ম প্রতিবেদন (রিপোর্ট) তৈরির লক্ষ্যে কমটির ১ম হতে ৯ম বৈঠক পর্যন্ত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

২.৯.৭ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রেরিত তথ্যাবলি

২০২০-২০২১ সালের জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উত্তর প্রদানের নিমিত্ত পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের বিপরীতে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে (১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৌখিক উত্তরদানের জন্য তারকাচিহ্নিত এবং তারকাচিহ্নবিহীন মোট ১২৪টি প্রশ্নের জবাব প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৯.৮ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন “ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ”-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় “উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ” কর্মসূচিতে ৩টি ব্যাচে মোট ৬০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৯.৯ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্যাবলি

“সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি” সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্যমান পরিপত্রটি সংশোধনের বিষয়ে যাবতীয় পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত প্রধান/যুগ্মপ্রধান এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগকে আহবায়ক করে পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগ, অর্থ বিভাগ, ইআরডি ও আইএমইডি এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিদ্যমান পরিপত্রের ওপর পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ/সেক্টর এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত/পরামর্শ চেয়ে পত্র দেওয়া হয়। এছাড়া এনইসি একনেক ও সমন্বয় উইং কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত মতামত এবং এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে পর্যালোচনা/বিবেচনার জন্য গঠিত কমিটির মোট ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কমিটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত একটি সভায় মিলিত হয়। কমিটি কর্তৃক বিদ্যমান পরিপত্রের প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি এবং ফরম্যাটসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক পরিপত্রের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। পরিপত্র সংশোধন সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক প্রণিত চূড়ান্ত খসড়ার ওপর আলোচনার জন্য পরিকল্পনা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণের সাথে ০২টি সভা সম্পন্ন করা হয়।

সাধারণ ও সমন্বয় অনুবিভাগ

সাধারণ শাখা-১

২.১০ সাধারণ শাখা-১ এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের দপ্তরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাবদ ১,৪৯,৮৮১/-(এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশত একাশি) টাকা, শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরী বাবদ ১,৮৬,৫০০/-(এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাঁচশত) টাকা, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ১৬-২০ গ্রেডের (৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের পোশাক ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ বাবদ ৯,৪৭,৬৮০/-(নয় লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত আশি) টাকা, আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ৪,৮৭,৮৭০/- (চার লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত সত্তর) টাকা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ৪৯,৯৫০/- (উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জম ক্রয় বাবদ ৭,৯৯,২৪৩/- (সাত লক্ষ নিরানব্বই হাজার দুইশত তেতাল্লিশ) টাকা, আসবাবপত্র/মালামাল সরবরাহ/ক্রয় বাবদ ৪৪,১৮,৫১৬/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার পাঁচশত ষোল) টাকা, পরিশোধ করা হয়েছে।

২.১০.১ এছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সাধারণ শাখা-১ কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাদি:

১. পরিকল্পনা কমিশন চত্বরস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী ও অন্যান্য সংস্থার অফিস কক্ষ/কার্যালয় বরাদ্দকরণ;
২. পরিকল্পনা কমিশন চত্বরস্থ অফিস কক্ষের সাধারণ (ভৌত) ও বৈদ্যুতিক মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গণপূর্ত বিভাগের (সিভিল/ই/এম) সাথে উক্ত কাজের সমন্বয় সাধন;
৩. পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তাগণের দপ্তরে ব্যবহৃত আসবাবপত্রের নিলাম কার্যক্রম এবং হিসাব সংরক্ষণ;
৪. পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণমূলক বিষয়াদি সম্পাদন;
৫. পরিকল্পনা বিভাগের কোটায় ন্যস্তকৃত সরকারি এ, বি, সি শ্রেণির বাসা বরাদ্দ এবং বাসা বরাদ্দ নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়ন;
৬. পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাদের আবাসিক বিষয়ে আবেদনপত্র অগ্রায়ন;
৭. মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর প্রিভিলেজ ফান্ড হতে মঞ্জুরী প্রদানের সকল কাজ (মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশানুসারে);
৮. পরিকল্পনা বিভাগের কোটাভূক্ত এ, বি, সি শ্রেণির সরকারি বাসা সংক্রান্ত না-দাবীপত্র প্রদান;
৯. কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব যথাসময়ে পালন করা হয়েছে।

সাধারণ শাখা-২

২.১১ সাধারণ শাখা-২ এর কার্যাবলি

১. পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র দপ্তরসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ও টেলিফোন বিল বাবদ ১৮,৩৭,০০৫/- (আঠার লক্ষ সাইত্রিশ হাজার পাঁচ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

২. পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বিভিন্ন কর্মকর্তার দপ্তরে সংযোগকৃত ইন্টারনেট

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের দপ্তরে ব্যবহৃত ইন্টারনেট বিল বাবদ সর্বমোট ১১,৬২,৮৮০/- (এগার লক্ষ বাষট্টি হাজার আটশত আশি) বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

৩. পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে স্ট্যাম্প, সিল ও নামফলক সরবরাহ

২০২০-২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সিল, অটোসিল ও নামফলক সরবরাহ বাবদ সর্বমোট ৩,০৭,৯০৮/- (তিন লক্ষ সাত হাজার নয়শত আট) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

৪. পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন কর্মকর্তার দপ্তরে অন্যান্য মনিহারি মালামাল সরবরাহ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য মনিহারি মালামাল সরবরাহের বিল বাবদ ৪৭,৪০,১৫৫/- (সাতচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার একশত পঞ্চান্ন) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

৫. বইপত্র ও সাময়িকী সরবরাহ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পত্রিকা, ম্যাগাজিন সরবরাহের বিল বাবদ ১১,৮১,৫০৩/- (এগার লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত তিন) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

৬. কম্পিউটার সামগ্রী (টোনার) সরবরাহ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে প্রিন্টার টোনার, ফটোকপিয়ার টোনার, ফ্যাক্স টোনার, এন্টি ভাইরাস, মাল্টি প্লাগ ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ ৩৮,৫২,৮৫৭/- (আটত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার আটশত সাতান্ন) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

৭. কম্পিউটার মেরামত সংক্রান্ত

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি মেরামত বাবদ সর্বমোট=৪,০৫,৭২৪/- (চার লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশত চব্বিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

৮. টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ) সংক্রান্ত

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে টেলিফোন, ইন্টারকম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সর্বমোট ১৫,৫৮,৬৭৭/- (পনের লক্ষ আটান্ন হাজার ছয়শত সাতাত্তর) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

৯. কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরবরাহ সংক্রান্ত

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে ডেস্কটপ কম্পিউটার -৪৫টি অল ইন ওয়ান কম্পিউটার -৩টি ল্যাপটপ কম্পিউটার-৭টি বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজন অনুসারে প্রিন্টার, ডুপ্লেক্স প্রিন্টার, কালার প্রিন্টার, স্ক্যানারে ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। যার মূল্য বাবদ সর্বমোট= ৭৫,০৫,৫১০/- (পঁচাত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত দশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

১০. কম্পিউটার অফিস সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার) সরবরাহ সংক্রান্ত

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে নতুন ২৫টি ফটোকপিয়ার মেশিন সরবরাহ বাবদ সর্বমোট=২০,৭৯,২৬০/- (বিশ লক্ষ উনআশি হাজার দুইশত ষাট) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

১১. ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তাগণের ব্যবহারের জন্য ক্রোকারিজ সরবরাহ বাবদ সর্বমোট=২২,৮১,৪১৭/- (বাইশ লক্ষ একাশি হাজার চারশত সতের) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

২.১১.১ এছাড়া সাধারণ শাখা-২ কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কাজসমূহ

১. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে এ বিভাগ হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদান করা হয়;

২. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদানের জন্য আদেশ জারী করা হয়;

৩. পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের নিরাপত্তার জন্য ১নং গেইট ও ২নং গেইটে পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন এবং তাদেরকে নিরাপত্তা বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

৪. পরিকল্পনা কমিশন চত্বর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন, নিরাপত্তার জন্য কমিটি গঠন, সভা আহবান এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন;

৫. পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে অবস্থিত ক্যান্টিন পরিচালনা, কমিটি গঠন, তদারকী এবং এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা;

৬. ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন;

৭. দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী/ প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রিফিং সেশন এর জন্য ফোল্ডার, কলম, নামাংকিত মগ ও ব্যাগ সরবরাহ করা হয়;

৮. পরিকল্পনা বিভাগের লাইব্রেরি শাখার জন্য চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের বই সরবরাহ করা;

৯. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন।

২.১২ সমন্বয় শাখা এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের সমন্বয় শাখা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ শাখা হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা/আইন/বিধিমালার উপর পরিকল্পনা বিভাগের মতামত প্রস্তুত ও প্রদান করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক ও মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এই শাখার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগের মাসিক ও ত্রৈ-মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সরকারি সংস্থাসমূহের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা সম্বলিত পুস্তিকা হালনাগাদকরণসহ এর তথ্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থার জনবল সংক্রান্ত ত্রৈ-মাসিক তথ্য জনপ্রাশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনে কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্য কর্মকর্তাদের নামের তালিকা জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা হয়। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এই শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২১ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বছরব্যাপী কর্মসূচীর শুভ সূচনা করা হয়। অতঃপর কেক কেটে, বেলুন-ফেস্টুন ও কবুতর উড়িয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালি শেষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে নির্ধারিত লোগো সম্বলিত টি-শার্ট, ক্যাপ ও ব্যাজ পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি অডিটরিয়ামে একাধিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ক্যাম্পাসের জামে মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

২. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন উপলক্ষে বছরব্যাপী কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখ জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন সজ্জিত ৫০টি ফেস্টুন, ৫০টি পায়রা উন্মুক্তকরণ এবং ৫০ কেজি'র কেক কেটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। অত:পর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

৩. মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সকল হালনাগাদ তথ্য যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. সরকারের **"উন্নয়ন ও সাফল্যের একযুগ"** শীর্ষক পুস্তক মুদ্রণের নিমিত্ত পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন ও সাফল্যের সচিত্র বিবরণ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৫. **"বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১"** বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণ-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

৬. **'Bangladesh-Vietnam relations under their respective jurisdiction'** বিষয়ে position/undates পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়।

৭. **'First Meeting of the SAARC Planning Ministers'** held on 25 November 2020 through virtual mode এর draft report যাচাই অন্তে পরিবর্তন/সংযোজনসহ মতামত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৮. জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০২০ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা বিভাগের অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ক্যাম্পাসের মসজিদে মিলাদ মাহফিল আয়োজন করা হয়।

৯. এছাড়াও এ শাখায় অন্যান্য কার্যাবলি এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল কার্যাবলি যথাসময়ে যথানিয়মে নিষ্পন্ন করা হয়।

চিত্র-২.১ বেলুন সজ্জিত ফেস্টুন উড়িয়ে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন এর শুভ সূচনা।

চিত্র-২.২ পরিকল্পনা বিভাগ, আইএমডি ও পরিকল্পনা কমিশনের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে শান্তির প্রতীক পায়রা উন্মুক্ত করেন।

চিত্র-২.৩ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন জনাব জয়নুল বারী, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

চিত্র-২.৪ পরিকল্পনা বিভাগ ও আইএমডি'র সচিব এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ কেক কেটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের শুভ সূচনা করেন।

চিত্র-২.৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালির একাংশ

চিত্র-২.৬ পরিকল্পনা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার একাংশ।

পরিকল্পনা শাখা

২.১৩ পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

এ শাখায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রি য়াকরণ এবং বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও প্রয়োজনে সংশোধনসহ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়াও জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর প্রকল্পসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রমও এ শাখায় করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা শাখার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যসমূহ হলো:

- যথাযথ ও উপর্যুক্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ/দপ্তরকে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প প্রণয়ন ও সংশোধনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করা।

২.১৩.১ উদ্দেশ্য

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি এবং প্রয়োজনবোধে অনুমোদিত প্রকল্প সংশোধনে সহায়তা করা।

২.১৩.২ কার্যক্রম

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি (প্রকল্প দলিল) অনুযায়ী জনবল সংরক্ষণ, বাজেট প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধিত বাজেট প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের আর্থিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, প্রশাসনিক কার্যাদি, প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ইত্যাদি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২.১ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন তথ্যাবলি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ১৫% সংরক্ষণ করে ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	১৫% সংরক্ষণ করে ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার (%)	আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার (%)
২০২০-২০২১	১৯ টি	১৫৩.০৭০০	১৩৭.৯৬০০	১২২.১৮৭৫	১০৪.৯৭৪১	৮৫.৯১%	৭৬.০৯%

২.১৪ প্রশিক্ষণ শাখার কার্যাবলি

২.১৪.১ স্থানীয় প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ শাখা কর্তৃক ২০২০- ২০২১ অর্থবছরে ইনহাউস প্রশিক্ষনসহ বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ১৮৬১ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২.১৪.২ বিদেশ প্রশিক্ষণ

করোনা ভাইরাস জনিত পরিস্থিতির কারণে বর্ণিত বছরে কোন বিদেশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

চিত্র-২.৭ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি এর সভাপতিত্বে " Development Philosophy and Planning of Bangladesh in Light of the Constitution" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

লাইব্রেরি শাখা

২.১৫ লাইব্রেরি শাখা এর কার্যাবলি

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিব নগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের অগ্রাধিকার দিয়ে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে **"বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন"** প্রতিষ্ঠা করা হয় । পরিকল্পনা কমিশনের প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "পরিকল্পনা বিভাগ" প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ সৃষ্টির শুরুতেই সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিকল্পনা বিভাগ **'লাইব্রেরি শাখা'** অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২.১৫.১ সংরক্ষিত বই ও পত্র-পত্রিকার হিসাব

পরিকল্পনা বিভাগ লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তাদের প্রশাসনিক ও পেশাদারী কাজ দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সব ধরণের তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করে আসছে। তাছাড়া ইআরডি, আইএমইডি এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং গবেষকগণও এই লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে লাইব্রেরির সংগ্রহ সংখ্যা নিম্নরুপ:

ক্রমিক	পত্রিকা/বই	পত্রিকা/বই এর নাম/সংখ্যা
০১.	দৈনিক পত্রিকা	০৫ টি (ইত্তেফাক, যুগান্তর, জনকন্ঠ, প্রথম আলো, Daily Star)
০২.	সাপ্তাহিক (দেশী)	০৩ টি (রবিবার, সাপ্তাহিক, Dhaka Courier)
০৩.	সাপ্তাহিক (বিদেশী)	০২ টি (The Economist, Time)
০৪.	মাসিক	Reader Digest
০৫.	মোট বই	২২,৯০২টি (রেজিস্টার তালিকাভুক্ত)

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা

২.১৬ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যাবলি

২.১৬.১ সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের লক্ষ্যে গত ১৭/৯/২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পরিকল্পনা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৮/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগের সাথে জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২৫টি কার্যক্রমের আওতায় ৩৭টি কর্মসম্পাদন সূচক রয়েছে। ৩৭টি কর্মসম্পাদন সূচকের মধ্যে ৩৪টি পূর্ণ এবং ০২টি কর্মসম্পাদনসূচক আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি কর্মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৯৭.৫২। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার জন্য এপিএ টিমের ১২টি মাসিক সভা এবং ০৪ (চার)টি বিএমসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২.১৬.২ শুদ্ধাচার চর্চা উৎসাহিত ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩০/০৭/২০ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ১৩টি কার্যক্রমের আওতায় ৩৬টি কর্মসম্পাদন সূচক রয়েছে। ৩৬টি কর্মসম্পাদন সূচকের মধ্যে ৩৩টি পূর্ণ এবং ২টি কর্মসম্পাদন সূচক আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি কর্মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক

স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৯৬.৫০। ২০২০-২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত নৈতিকতা কমিটির ০৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনের ০২(দুই)জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ২৮/০৬/২০২১ তারিখে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ১ম-১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের মধ্যে জনাব কামরুজজামান, উপসচিব (এসএসআরসি) এবং ১১তম-২০তম গ্রেডের মধ্যে জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম, সার্টমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২.১৬.৩ পরিকল্পনা বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০/০৭/২০২০ তারিখে প্রণয়ন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে 'এসএসআরসি এর গবেষণা নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজীকরণ' কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় চত্বরে বিভিন্ন অফিস ও সিনিয়র অফিসারগণের অবস্থান আগত অতিথিগণ সহজে চিহ্নিত করতে পারে সে লক্ষ্যে 'পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় চত্বরের সার্বিক মানচিত্র স্থাপন' করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অনলাইনে প্রণয়নের লক্ষ্যে 'এডিপি/আরএডিপি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অনলাইনে ০৩(তিন)টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ০৩(তিন)টি অভিযোগ পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকায় নথিজাত করা হয়েছে অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ২০২০-২১ অর্থবছরে অভিযোগ বাক্সেও কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখার সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া সময় সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

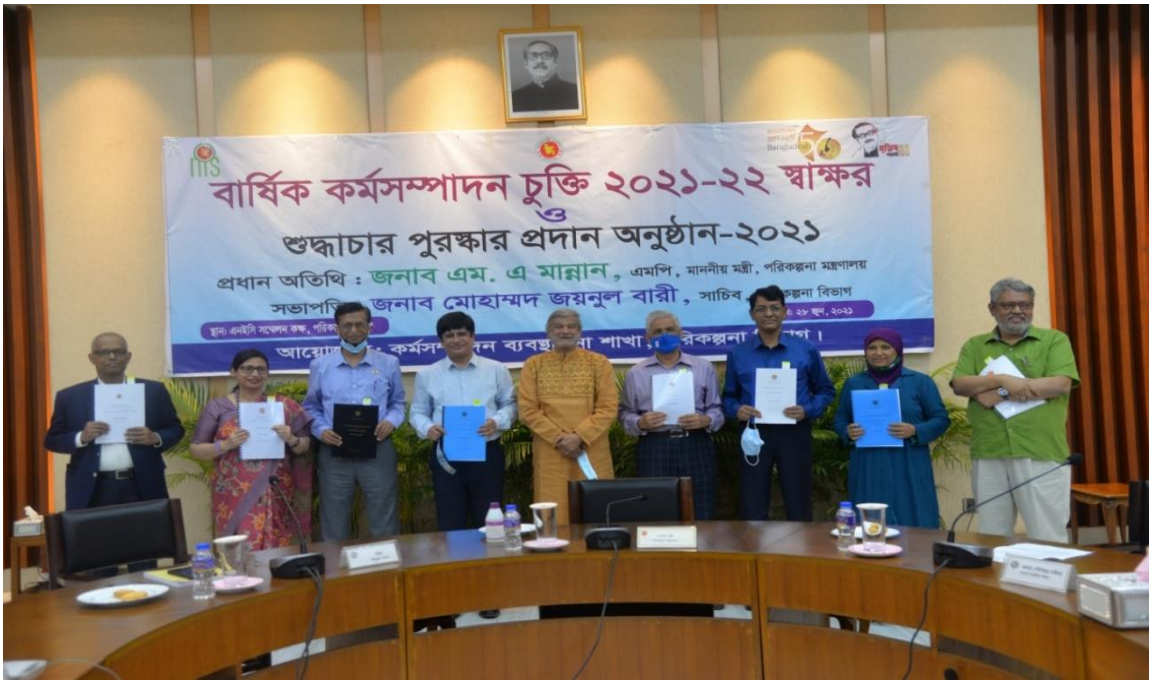

চিত্র-২.৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং দপ্তর/সংস্থার মহাপরিচালকবৃন্দ।

চিত্র-২.৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ স্বাক্ষর শেষে হস্তান্তর করছেন অনুষ্ঠান এর প্রধান অতিথি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি

চিত্র-২.১০ এনএপিডি'র স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ হস্তান্তর করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি

চিত্র-২.১১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি মহোদয়ের নিকট হতে পরিকল্পনা বিভাগের ২০১৯-২০২০ সালের শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন উপসচিব জনাব মোঃ খোরশেদ আলম।

বাজেট শাখা

২.১৭ বাজেট শাখার কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় বাজেট শাখা একটি অন্যতম কার্যসম্পাদনকারী শাখা। এ শাখার মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগ/ পরিকল্পনা কমিশন এবং এর আওতাধীন সংস্থা জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর পরিচালন ব্যয় খাতের প্রস্তাবিত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণসহ পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন শাখায়/অধিশাখায় চাহিদা মোতাবেক অভ্যন্তরীণ বাজেট বিভাজন ও পুনঃউপযোজন করা হয়। সুষ্ঠু বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে গৃহনির্মাণ/গৃহমেরামত, কম্পিউটার ও মোটর সাইকেল ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। এছাড়া, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অনুকূলে অফিস সময়ের পর অতিরিক্ত সময় কাজের জন্যে টিফিন বিল এবং অফিসের কাজে বাহিরে যাতায়াতের জন্য যাতায়াত বিল প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

২.১৭.১ ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালন বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২.২ পরিচালন ব্যয়: ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্র.	অর্থবছর	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ (পরিচালন)	প্রকৃত ব্যয়	বাজেট বাস্তবায়নের হার
১.	২০২০-২১	৮০,০৩,২১	৬৯,১২,৮৩	৮৬.৩৮%

২.১৭.২ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট শাখার আওতায় সম্পাদিত অন্যান্য কার্যক্রম

১. মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় অর্থ বিভাগের বাজেট পরিপত্র অনুযায়ী পরিকল্পনা বিভাগের সংশোধিত বাজেট ও প্রস্তাবিত বাজেট (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়) প্রাক্কলন প্রণয়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক চূড়ান্তকরণের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

২. বাজেট সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহের মধ্যে **"মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়)"** শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলি সম্পর্কিত বর্ণনামূলক চিত্র অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৩. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে বিভিন্ন ধরণের অগ্রিম ঋণ প্রক্রিয়াকরণপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি ;

৪. সুষ্ঠু বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ ও iBAS++এ এন্ট্রিকরণ;

৫. পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি' এবং 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' এর বাজেট প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজেট বাস্তবায়ন কার্যাবলি সম্পাদন;

৬. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের যাতায়াত বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরিশোধের জন্য প্রক্রিয়াকরণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি;

৭. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রমসাধ্য কাজের জন্য সম্মানী ভাতার প্রস্তাব যাচাই - বাছাইপূর্বক প্রক্রিয়াকরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি;

৮. বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিগত ১০ (দশ) বছরের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৯. পরিকল্পনা বিভাগের সচিবালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থা জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর পরিচালন বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ও উদ্বৃত্ত সমর্পনের হিসাব প্রণয়ন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অর্থ বিভাগে ও চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণ;

১০. সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং পরবর্তী অর্থ বছরের মঞ্জুরি দাবী জাতীয় সংসদে ভোট গ্রহণকালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাব আকারে দাবী পেশ করে ভোট গ্রহণের অনুরোধ জানানোর জন্য পরিকল্পনা বিভাগের কাউন্সিল অফিসার বরাবর বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ;

১১. বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও নথি বিনষ্টকরণ;

১২. শাখা পরিদর্শন এবং পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন।

হিসাব শাখা

২.১৮ হিসাব শাখার কার্যাবলি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে হিসাব শাখা, পরিকল্পনা বিভাগের ৩৫০ জন কর্মকর্তা ও ২৪০ জন কর্মচারীর মাসিক বেতন বিল অনলাইনে সিএও অফিসে প্রেরণ ও বেতন বিবরণী নির্ধারণী তৈরি ও সম্মানী ভাতা, টি,এ/ডি,এ গৃহ নির্মাণ, মটর কার, মটর সাইকেল, কম্পিউটার, বাইসাইকেল অগ্রিম, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম, থোক অর্থ বিল, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা বিল এবং আনুষঙ্গিক খরচের বিলসহ মোট ৫,৫৫০টি বিল তৈরি করে হিসাব রক্ষণ অফিসে উপস্থাপন এবং হিসাব রক্ষণ অফিস হতে চেক সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন অফিস হতে প্রাপ্ত ১৬৬০টি চিঠি পত্রের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অত্র বিভাগ/কমিশনের বাজেট প্রণয়নের সুবিধার্থে প্রতি মাসের খরচের হিসাব বিবরণী তৈরি করে বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্যাশ বই ও যাবতীয় রেজিষ্টার সুষ্ঠুভাবে হালনাগাদ করা হয়েছে। আনুমানিক ৪৫টি গৃহ নির্মাণ, মেরামত, মটর কার, মটর সাইকেল, কম্পিউটার ও বাইসাইকেল অগ্রিমের কর্তন বিবরণী সত্যায়িত করা হয়েছে। অত্র বিভাগ/কমিশনের আনুমানিক ১৫৫টি ছুটির প্রতিবেদন তৈরি করে প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত আনুমানিক ৪৫টি নথির উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ এর মাসিক হিসাব প্রস্তুত করে প্রতি মাসেই বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি মাসে অত্র বিভাগের প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসারের কার্যালয়ের মাসিক খরচের হিসাব বিবরণীর সাথে মাসিক হিসাব বিবরণী সমন্বয় করা হয়েছে। হিসাব শাখার ই-নথি ফাইল এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

পরিকল্পনা বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ

Social Science Research Council (SSRC)

২.১৯ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ এর কার্যাবলি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের রূপরেখা প্রণীত হয়। এ রূপরেখায় এসএসআরসি এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, পরিচালনা কাঠামো প্রভৃতির নির্দেশনা সুস্পষ্ট করা হয়। পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করে আসছে। এতে একদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের উপর গভীর অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে অন্যদিকে গবেষণার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে।

লক্ষ্য: (Vision) সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন, বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিতে সহায়তা করাই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য।

২.১৯.১.২ কর্মক্ষেত্র : (Areas of work)

- তরুণ গবেষক তৈরিতে প্রমোশনাল ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান;
- সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে এমফিল ও পিএইচডি ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি;
- ফেলোশিপ ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান;
- এসএসআরসি এর মঞ্জুরি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- বঙ্গবন্ধু গবেষণা কার্যক্রমের উপর গবেষণা মঞ্জুরি;
- এসএসআরসি এর অধীনে সমাপ্তকৃত গবেষণাগুলো এসএসআরসি এর ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রে সংরক্ষণ ।

২.১৯ ১.২.২ টার্গেট গ্রুপ : (Target groups)

- তরুণ গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া নতুন গ্র্যাজুয়েট;
- এমফিল এবং পিএইচডি গবেষক, নিজ নিজ কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয় তালিকার্ভুক্ত;
- গবেষণা বৃদ্ধিতে গবেষকদের নিয়ে কাজ করে যেসব প্রতিষ্ঠান;
- যেসব প্রতিষ্ঠান গবেষণা প্রণালীবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে;
- বিশেষজ্ঞ গবেষক।

২.১৯ ১.২.৩ মূল কাজ : (key functions)

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সামাজিক গবেষণার চাহিদা যাচাই ।

- স্টেকহোল্ডারদের সাথে গবেষণার তথ্য বিস্তরণ।
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা ।
- এসএসআরসি এর জার্নালে গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করা ।
- প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা, বই এবং জার্নালগুলো সংরক্ষণ করা।

২.১৯.৩ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের কার্যক্রমসমূহ

ক. গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান

এসএসআরসি পাঁচ ক্যাটাগরির গবেষণায় আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে। এই পাঁচটি ক্যাটাগরির গবেষণা হলো: ১. প্রমোশনাল গবেষণা ২. ফেলোশিপ গবেষণা ৩. প্রতিষ্ঠানিক গবেষণা ৪. পিএইচডি গবেষেণা এবং ৫. এমফিল গবেষণা। এই পাঁচ ক্যাটাগরির গবেষণায় এসএসআরসি প্রণীত গবেষণা নীতিমালা অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্ত গবেষণার পরিমান নির্ধারণ করা হয় ৩৩ টি। পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্ধ বৃদ্ধি পাওযায় সমাপ্ত গবেষণা সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৪৬ টি। এ ৪৬ টি গবেষণা হলো: (প্রমোশনাল-১২ টি, প্রাতিষ্ঠানিক-০৪ টি, ফেলোশিপ-১৮ টি, এমফিল ০১ টি ও পিএইচডি-১১)। সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহের বিপরীতে গবেষকগণকে সর্ব্বমোট ২,২৪,৯১,২৭৬/-(দুইকোটি চব্বিশলক্ষ একানব্বইহাজার দুইশত ছিয়াত্তর) টাকার আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।

খ. বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম এসএসআরসির একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমটি ২০১৯-২০ সালে যাত্রা শুরু হয়। এ কার্যক্রমের অধীনে মোট ১০ (দশ)টি গবেষণা চলমান আছে। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের অধীনে সকল ক্যাটাগরিতে গবেষণা প্রস্তাবনা আহব্বান করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন ভাবনা, (কৃষি, শিক্ষা, অর্থনীতি, উন্নয়ন রাজনীতি, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয়) ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপর এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ গবেষণার ফলাফল সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে বিস্তরণ ও প্রকাশনা করা হবে। এ গবেষণা প্রতিবেদনগুলি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ডকুমেন্টেশন সেন্টারে সংরক্ষণ করা হবে। এছাড়া এই ডকুমেন্টেশনে জাতির পিতার উপর প্রকাশিত গবেষণাধর্মী পুস্তক সংরক্ষণ করা এ কার্যক্রমের গুরুত্বপুর্ণ দিক।

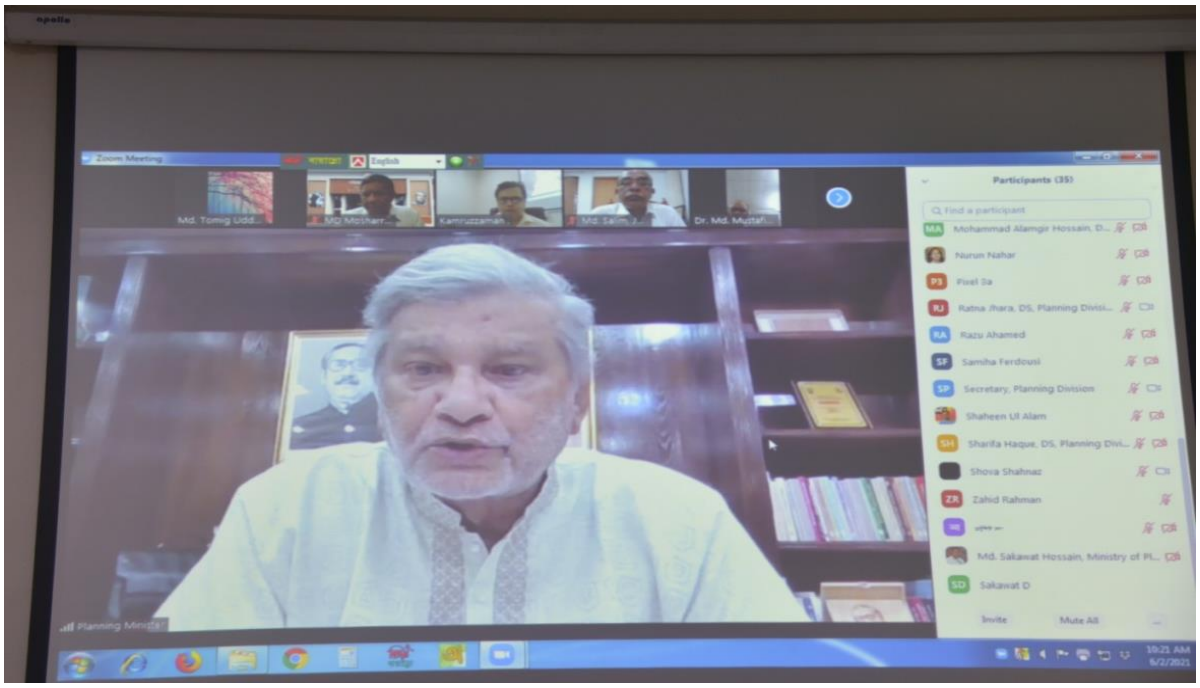

চিত্র-২.১২ বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের অধীনে “Bangabndhu`s Thoughts on Rural Development” শীর্ষক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার উপর ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে Power Point Presentation-এ সভাপতিত্ব করেন জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

গ. গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ কার্যক্রম

গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ কার্যক্রম এসএসআরসি-এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ প্রতিষ্ঠানের অধীন গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পূর্বে গবেষণা ফলাফল পত্রটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক এবং

উন্নয়নকর্মীদের উপস্থিতিতে বিস্তরণ করা হয়। বিস্তরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর মতামত বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

ঘ. গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান, বাছাইকরণ, ইনসেপশন কর্মশালা আয়োজন এবং গবেষণা প্রস্তাবনা নির্বাচন কার্যক্রম

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ প্রতিবছর মে-জুন মাসে গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান করে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা আহবানের পূর্বে চাহিদা যাচাই সমীক্ষা, প্রচলিত নীতির গ্যাপ নির্ধারণ, এসডিজি তথ্য গ্যাপে গুরুত্বারোপ করে গবেষণা ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০১৭ এর নিয়ম নীতি অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করা হয়। গবেষকদের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং গবেষণা প্রস্তাবনার মান পরিমাপ করে গবেষণা ক্ষেত্র অনুযায়ী বিন্যস্ত করে গবেষণা প্রস্তাবনা প্রাথমিক নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য ইনসেপশন কর্মশালার আয়োজন করে গবেষণা প্রস্তাবনার মান নির্ধারণ করা হয়। প্রতি অর্থবছরের বাজেট বিবেচনায় নিয়ে ক্যাটেগরিভিত্তিক গবেষণা চূড়ান্ত করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮৬টি গবেষণা প্রস্তাবনার মধ্যে ২৫টি গবেষণা চূড়ান্ত করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মোট ২২৪টি গবেষণা প্রস্তাবনা প্রাথমিক যাচাই-বাছাই শেষে ২২১টি গবেষণা চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চিত্র-২.১৩ চলমান গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন সংক্রান্ত সেমিনার-২০২১ এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পরিকল্পনা বিভাগ

ঙ. গবেষণা ও জার্নাল প্রকাশ কার্যক্রম

গবেষণা ফলাফল প্রকাশনা ও এসএসআরসির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। গত ০৭.০৬.২০২১ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির অধীন সম্পন্নকৃত গবেষণাসমূহের সমন্বয়ে "Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council" এর মোড়ক উন্মোচন করেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী। তাছাড়া জাতীয় পর্যায়ে আরো দু'টি জার্ণাল-একটি বাংলায় (জার্ণাল অব সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল) এবং একটি ইংরেজী ভাষায় (Journal of Social Science Research Council) প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। ক্ষেত্র অনুযায়ী সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ বছরভিত্তিক একটি গুচ্ছ বহি: আকারে

প্রকাশ করা হবে। প্রকাশিত সকল জার্নাল ও অন্যান্য উপকরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ এ প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

চিত্র-২.১৪ এসএসআরসি কর্তৃক প্রকাশিত আন্তর্জাতিক জার্নাল "Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council"-এর মোড়ক উন্মোচন করেন জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

চ. ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম

এসএসআরসি-এর অধীন সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ সংরক্ষণের জন্য একটি বৃহৎ ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র রয়েছে। এটি পরিকল্পনা চত্তরের এনইসি অডিটরিয়ামের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। এ কেন্দ্রে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অর্থবছরে প্রয়োজনীয় ক্রয়কৃত পুস্তকও এ কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হয়। গবেষক, নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিধ, একাডেমিশিয়ানসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারি এ কেন্দ্রের গবেষণা প্রতিবেদন ও সংরক্ষিত বই ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া এ কেন্দ্রের আধুনিকায়নে (ডিজিটাল রুপান্তর) চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৬টি চূড়ান্ত গবেষণাসহ মোট ৭৬৪টি গবেষণা ডকুমেন্টেশন সেন্টারে সংরক্ষিত আছে।

ছ. গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও আর্থিক মঞ্জুরী

২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ০৭ (সাত)টি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে (১. অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গর্ভানেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট, আগারগাঁও, ঢাকা ৩. দুর্ঘটনা রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ৪. অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ৫. Planning and Development Research Centre, Khulna University ৬. জামাল-নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৭. বাংলাদেশ বায়োথিক্স সোসাইটি, ডিওএইচএস, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট) রিসার্চ মেথডলজিসহ সামাজিকবিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ০৭টি প্রতিষ্ঠানকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা করে মোট ২৮,০০,০০০/- (আটাশ লক্ষ) টাকা আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-২.১৫ এসএসআরসি'র আর্থিক সহায়তায় Bangladesh Bioethic's Society কর্তৃক আয়োজিত "Applied Research Methodology & SPSS"-শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স। জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করেন।

জ. সমাপ্তকৃত গবেষণা কার্যক্রমসমূহের আপডেট ও নাগরিক সনদ

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের নিয়মিত একটি প্রকাশনা। বছরব্যাপি এ প্রতিষ্ঠানটি যেসব কার্যক্রম করে থাকে তার উপর ভিত্তি করে এটি কার্যক্রম প্রতিচ্ছবিভিত্তিক একটি প্রতিবেদন সম্বলিত প্রকাশনা। মূলত: এটি একটি বুলেটিন। এটি সকল স্টেকহোল্ডারের নিকট বিতরণ করা হয়ে থাকে।

চিত্র-২.১৬ এসএসআরসি'র নাগরিক সনদ ও সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহের বার্ষিক বুলেটিন।

ঝ. গবেষণা নীতিমালা পরিমার্জন কার্যক্রম

এসএসআরসির গবেষণা পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি নীতিমালা (সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০১৭)। এই নীতিমালা অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সকল স্টেকহোল্ডারের নিকট এটির পরিমার্জিত কপি বিতরণ করা হয়। তাছাড়া এসএসআরসি'র ওয়েবসাইটেও (ssrc.portal.gov.bd) এর সফট কপি রয়েছে। প্রতিবছর কার্যক্রম সুচারুরুপে পরিচালনার জন্য এ নীতিমালা সমস্যাকেন্দ্রিক অংশের পরিমার্জন করা হয়। এছাড়া নীতিমালার কোন অংশে অস্পষ্টতা থাকলে তা পরিমার্জন, পরিবর্ধন করা এ কার্যক্রমের অংশ।

ঞ. বাজেট ব্যয় বিবরণ

২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের মোট বরাদ্ধ ছিল ২,৮৮,৬৭,০০০/- টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২,৮৩,৬৮,৩০০/- টাকা। উদ্বৃত্ত রয়েছে ৪,৯৮,৭০০/- টাকা। ব্যয়ের হার ৯৮.৩%।

২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত গবেষণার তালিকা

- পিএইচডি

ক্রমিক	গবেষকের নাম ও পদবী, ঠিকানা	গবেষণা শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
০১.	গোলাম শফিউদ্দিন অতিরিক্ত সচিব ব্লু ইকনমি সেল, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, মোবাইলঃ ০১৭১৮৫২৬৩২১ ইমেইল: golamshafi@hotmail.com	Protection of Intellectual Property Rights in Bangladesh: A Policy Making Perspective.	২০২০-২১
০২.	জি.এম.এম. আনোয়ারুল হাসান সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কমকর্তা খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট বিসিএসআইআর, ধানমনন্ডি, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৭১২৯১৯৯৫০ ইমেইল: ifstbcsir@yahoo.com	Microbiological and Nutritional Assessment of Selected Cultured Fishes of Bangladesh	২০২০-২১
০৩.	জনাব মোঃ মইনুর রহমান চৌধুরী, অতিরিক্ত আইজি (এফএন্ডডি), বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৭১৫০৪৪৯৬২ ইমেইল: moinrchowdhury@yahoo.com	'Police Reform in Bangladesh: An Analysis of the Role of Selected Institutional Actors and Factors in its Implementation'-শীর্ষক পিএইচডি গবেষণা	২০২০-২১
০৪.	ড. মোঃ আশফাকুর রহমান লেকচারার ইন ফিন্যান্স মিয়া জিন্নাহ আলম ডিগ্রি কলেজ, গারাগঞ্জ শৈলকুপা, ঝিনাইদহ। মোবাইলঃ ০১৭১৮৬৫৫৭৭৪ ইমেইল: rashfaqur49@gmail.com	An Exploratory Study on the Role of Rajshahi Krishi Unnayan Bank (RAKUB) INsOCIO-Economic Devcelopment.	২০২০-২১

০৫.	ড. মোছা: সারিয়া সুলতানা ৭/৩ খ, এম এম হোসেন সড়ক কাটাইখানা মোড়, কোর্টপাড়া কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া। মোবাইলঃ০১৭১৯১৮৫১৩০ ইমেইল: sariasultana_kst@yahoo.com	Role of Link Model on Sustainable Rural Development in Bangladesh	২০২০-২১
০৬.	ড. মোঃ মেহেদী আল মাসুদ, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা। মোবাইলঃ০১৭১৮১২৫০০২ ইমেইল: md.mahedi.am@gmail.com	Tidal River Management and its impacts in the South-West Region of Bangladesh.	২০২০-২১
০৭.	ড. মোঃ ছায়েম আলী খান সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নড়াইল সরকারি ভিক্টেরিয়া কলেজ, নড়াইল ইমেইল: ০১৭২১৯৫০৩১৬ ইমেইল: khan_syam@yahoo.com ।	Labour Governance in Bangladesh: Democratic Practices and Deficits	২০২০-২১
০৮.	ড. মোঃ বিল্লাল হোসেন, সহকারী শিক্ষক) আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। Present Address: House: 10, (2nd floor South), Road-04, Block: D, Banasree, Rampura, Dhaka-1219 Permanent Address: Vill: Kapai Kap, PO: Nasir Court, PS: Hajijonj, Dist: Chandpur. Mobile: 01819231578 Email: billalhossainisc@gmail.com	Mathematics Anxiety in Secondary School Teachers of Bangladesh: An Exploratory Study	২০২০-২১
০৯.	ড. অমৃতা ভৌমিক, ফ্লাট এ-১, রানারগুল সেফা ২৬ দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন মগবাজার (প্রভাতী স্কুলের পার্শ্বে) মোবাইলঃ ০১৫৫২৩২৮১৭০ মোবাইলঃ ০১৭১১০০০৪০০ Email: amritabhwmk@gmail.com	Association of Genetic Variation in TCF7L2, SLC22A1 and KCNJ11 Genes with Risk for Type 2 Diabetes in Bangladesh Population	২০২০-২১
১০.	ড. মোঃ আবু তালেব বি/১৬২, রোড- ২৩, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী-১২০৬ গ্রাম: নারচর, ডাকঘর: চৌমুহনী বাজার, উপজেলা: চোদ্দগ্রাম, জেলা: কুমিল্ল। মোবাইল: ০১৬৭৪০৫৭৮৭৫ Email: abutalab01@yahoo.com	Causes and Consequences of Morbidity and Mortality due to Injury in Bangladesh- Implication for Developing Countries	২০২০-২১
১১.	ড. মুহাম্মদ শাহেদ রাজন C/O: Md. Khorshed Alam, Sonargaon cottage, Plot# 528, East Madertak (Project Road), P.O. Bashabo, Dhaka মোবাইল: ০১৭৩১৪৯২৯৫৫ ই-মেইল:mohammed_rajon@yahoo.com	"Corporate Governance Practices in Banking Industry of Bangladesh"	২০২০-২১

- **এমফিল**

০১.	জনাব মো. লোকমান হায়দার চৌধুরী, (এম. ফিল বেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা) গ্রামঃ ধলই, ডাকঘরঃ কাটিরহাট, থানাঃ হাটহাজারী, জেলাঃ চট্টগ্রাম। মোবাইলঃ ০১৭১৭২৩০৭৮৯ ইমেইল: lokmanpsc@gmail.com	"Socio-Economic Conditions of the Enclave People in Bangladesh: Problems and Prospects"-শীর্ষক এম, ফিল গবেষণা	২০২০-২১

- **ফেলোশীপ**

০১.	Shuchita Sharmin Professor Department of Development Studies, University of Dhaka	Intellectually Disable and Autistic Children in Selected Special Schools: Realities and way Forward শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১
০২.	সৈয়দ আজিজুর রহমান, প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর, ৩/১১/এ মাদ্রাসা রোড বাইলেন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	Quality of Un-Qualified Health Care Providers in Bangladesh: Effects on Maternal and Child Health in Rural Bangladesh. শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১
০৩.	Md. Masudul Haque Address: House# 235/5, Road# 2, West Agargaon, Post Office: Mohammadpur, Dhaka	ইউনিয়ন পরিষদে নারী নেতৃত্বের আগমনে প্রণোদনা এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের সমস্যা: একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১
০৪.	Dr. Salma Begum Professor Department of Sociology University of Dhaka Permanent Address: 84/4, Kakrail (2nd Floor) Ramna, Dhaka	Assessment of the Role of Women Entrepreneurship in Agriculture and Sustainable Development in Bangladesh শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১
০৫.	Hasan Sarwar Director (Research) & Research Fellow, BARD Address: C/O: Late Md. Sarwar Ali, Alipur 2nd Lane, PO: Faridpur, PS: Kotwali, District: Faridpur	Role of Public and Private Sectors in Human Resource Development in Bangladesh শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১
০৬	Dr.Md. Abu Taher Professor Department of Management University of Chitagong	Strengthening University and Industry Collaboration (UIC) to Enhance the Quality of Higher Education in Bangladesh an in Bangladesh: An Exploratory Study শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১
০৭.	Dr. Bhubon Chandra Biswas Director (Joint Secretary) Bangladesh Tourism Board Present Address: 57/D, E-Type Building, Officer's Quarter, Azimpur, Dhaka Permanent Address: Vill: Satpar, Post Office: Satpar, Police Station: Gopalgonj, Dist: Gopalgonj	Study on Skilled Man Power and Robust Growth of Tourism: Bangladesh Perspective শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১

০৮.	রেহানা আকতার উপপরিচালক (রির্পোটিং) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।	Parliamentary oversight: A Study of the Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Women and Children Affairs শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১
০৯.	ড. খালেদ হোসেন যুগ্মসচিব, রেল মন্ত্রণালয় তমালিকা, ২৩/১, ইস্কাটন গার্ডেন অফিসার্স কোয়ার্টার, ঢাকা।	Food Safety Management in Challenges and Prospects শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১
১০.	ড. মো. সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এন্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	"Climate Change Impact on Agriculture and Fisheries Production and Its Mitigation and Adaptation Approach in Southern Coastal Region of Bangladesh" শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১
১১.	মো: রূহুল্লাহ সিদ্দিকী, গ্রাম- বারদুয়ারী পাড়া, ডাকঘর-শেরপুর পৌরসভা, জেলা-বগুড়া	"Social Challenges to Accomplish Sustainable Sanitation for Haor Areas in Bangladesh: Experience, Challenges and Innovation" শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১
১২.	মো: আমিরুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	"বাংলাদেশে মৃৎশিল্পীদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিশ্লেষণ: ঢাকা বিভাগের উপর একটি সমীক্ষা" শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা	২০২০-২১
১৩.	ড. মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, লোকপ্রশাসন বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট	"Governance and the Quality of Community Clinic Health Service Delivery, Sylhet"	২০২০-২১
১৪.	ড. মোহাম্মদ নাজিমুল হক, অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	"মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্রীদের ঝরে পড়ার কারণ: আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পাবনা জেলার উপর একটি সমীক্ষা"	২০২০-২১
১৫.	ড. মো. জাকির হোসেন, প্রফেসর, পরিসংখ্যান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	"Effectiveness of Some Selected Promotional Social Safety Nets Programmers in Bangladesh: Formulation for Future Strategies"	২০২০-২১
১৬.	ড. রোমেল আহমেদ, অধ্যাপক, বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	"Co-management Approach to Sustainable Forest Management and Poverty Alleviation in Bangladesh"	২০২০-২১
১৭.	ড. জাকির আহমেদ, প্রফেসর, মৎস্য জীববিজ্ঞান ও জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	"Study of socio-economic status and livelihood improvement of charland dwellers by introducing fish culture in net cages in the Padma river of Munshiganj district"	২০২০-২১
১৮.	প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, উপাচার্য, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	"টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাংলাদেশ ভিশন ২০২১ অর্জনে উপজেলা পরিষদের বর্তমান সামর্থ্য নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশমালা"	২০২০-২১

১৯.	ড. মোহাম্মদ বেলাল উদ্দীন, প্রফেসর, বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	"Effect of Institutional Arrangements of Non-Timber Forest Products Extraction on Forest Health and Rural Livelihoods in Sylhet Forest Division, Bangladesh"	২০২০-২১
২০.	ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ, প্রফেসর, সরকার ও রাজনীতি বিবাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (অবসর)	"The Uprooted: Stranded Pakistanis in Bangladesh- A Pawn of Politics of the Subcontinent"	২০২০-২১
২১.	Dr. Shahjada Selim, Principle Investigator & Assistant Professor, Department of Endocrinology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Shahbag, Dhaka	"Determination of Thyroid Function Status and Pregnancy Outcome among Apparently Euthyroid Term Pregnant Women Attending BSMMU"	২০২০-২১

- **প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা**

০১.	**Kazi Nahidul Ashraf** Deputy Director (Research & Training) Bangladesh Institute of Research for Promotion of Essential & Reproductive Health and Technologies (BIRPERHT) Address: House:5/7, Block: D Lalmatia Dhaka-1207 Mobile# 01726-393531 Mobile# 01552-350939 Email# birperht.org@gmail.com shameemtamanna@gmail.com	Acceptability and accessibility of Family Planning Services among Slum Women in Bangladesh	২০২০-২১
০২.	**Dr. Md. Shamim Haydar Talukdar** Founder & Chief Executive Officer Eminence Present Add**:** 3/6 Asad Avenue, Mohammedpur, Dhaka-1207.	Positive Deviance and Client Satisfaction about the Community Clinic Services in Bangladesh	২০২০-২১
০৩.	ড. মোঃ শামছুল আরিফিন খান মামুন প্রধান গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক Present Add: অর্থনীতি বিভাগ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় (এ আই ইউ বি) Email: sakmamun@aiub.edu Mobile- 01753-084933	The Determinants of Low Participation in Education of Students from Poor Socioeconomic Background	২০২০-২১
০৪.	ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন ডিন, কলা অনুষদ ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতাত্তোর বীরাঙ্গনাদের অবস্থান: একটি মূল্যায়ন	২০২০-২১

০৫.	উৎপল কান্তি খীসা **চেয়ারম্যান** পার্টিসিপেটরী একশন রিসার্চ অব হিউম্যান ফর এডভান্সমেন্ট (পাড়া), বাড়ি: ২২১/৪ (২য় তলা), পূর্ব কাজী পাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ইমেইল: utpalkhisa@yahoo.com Mobile: 01706-302932	পার্বত্য চট্টগ্রামে খাদ্য সংকট: সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মা ও শিশু স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরূপণ	২০২০-২১

- **প্রমোশনাল**

০১.	মোঃ মাহমুদুল হাঁসান উপ-পরিচালক, আইএমইডি, ঢাকা মোবাইলঃ০১৭১৬০২৮৩৪৩৫ e-mail:mmhasan.imed@gmail.com	"Role of Social Capital in Reducing Slum Dwellers Poverty in Urban Bangladesh" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।	২০২০-২১
০২.	মইনুল ইসলাম সাঈদ, প্রভাষক, কম্পিউটার সায়ন্স এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দুমকি, পটুয়াখালী। মোবাইলঃ০১৭৪১৬৪৬৫১৯ e-mail: sayed.pstu11@gmail.com	"The Opportunities and Challenges of Standardized eHealth for Facilitating Public Engagement with Health Care Services in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণা।	২০২০-২১
০৩.	কামরুজ্জামান উপসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। মোবাইলঃ০১৭১১৯৭৫৮৪৭ e-mail:kzaman24@yahoo.com।	"The Effective Utilization of Foreign Remittance for the Socio-Economic Development of Bangladesh" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।	২০২০-২১
০৪.	মনির উদ্দিন শিকদার, সহকারী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা মোবাইলঃ০১৭২৩৮৩০২০১ e-mail: sikdermanir62@gmail.com	''An Analysis on Poverty Reduction Programme in Bangladesh: An Appraisal of Old Age Allowance Programme (OAAP)" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।	২০২০-২১
০৫.	পারমিতা নকশি প্রভাষক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। মোবাইলঃ০১৭৭৮৬২২৮৮৪ e-mail: paromita.nakshi@gmail.com	"Exploring Trvel Behavior and Multimodal Accessibility to Employment Opportunities in Dhaka" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা	২০২০-২১
০৬.	যীনাতুন নেছা, এমফিল গবেষক, ইনষ্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। মোবাইলঃ০১৮৭৫৮৯৬৯৯২ e-mail: nesabn23@yahoo.com	বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে (রংপুর বিভাগ) অটিস্টিক ও শিশু প্রতিবন্ধীতাঃ বিদ্যমান অবস্থা মূল্যায়ন ও অভিযোজনের প্রক্রিয়া নিরূপণ" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা	২০২০-২১
০৭.	ড. মোঃ আবদুল কাইয়ুম সহযোগী অধ্যাপক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বোয়ালমারী সরকারী কলেজ কামারগ্রাম, বোয়ালমারী, ফরিদপুর। মোবাইলঃ ০১৭১৬০৫৭৭৬২ e-mail:quaim22th@gmail.com	"Entrepreneship Education for Youth Empowerment in Bangladesh: Role of Public Universities" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা	২০২০-২১

০৮.	ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূঁঞা সহকারী অধ্যাপক (ব্যবস্থাপনা) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর। মোবাইলঃ০১৭১২৫১৪০৫৪ e-mail:anowaranu@Yahoo.com	"Aspect and Consequences of Graduate level student: Involvement in Social Media Networks" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা	২০২০-২১
০৯.	মোঃ ইফতেখার আলী প্লট-১৭, রোড-১, দক্ষিনগাঁও, সবুজবাগ, পোস্ট-বাসাবো, ঢাকা-১২১৪, মোবাইল-০১৮১৫৪৫০৫৫৪	Present agrarian issues and Challenges of rural Bangladesh.	২০২০-২০২১
১০.	Md. Sadique Rahman Assistant Professor Department of Management and Finance Faculty of Agribusiness Management Sher-e-Bangla Agricultural University Sher-e Bangla Nagar, Dhaka Permanent Address: Vill: West Chiconmati, Post: Domar, P/S: Domar, District: Nilphamari, Bangladesh,	Impact of Off-season Hybrid Tomato Cultivation on Income and Food Security of the Growers in Some Selected Areas of Bangladesh	২০২০-২০২১
১১.	Most. Zannat Zakia MS student, Department of Horticulture, Sher-e-Bangla Agricultural University	Effect of Stem Pruning System and Electrical Conductivity on Hydroponic Capsicum under Changing Climate in Bangladesh.	২০২০-২১
১২.	Md. Shabudden Ahamed, Promotional Researcher. Present Address: /5B Jobber Villa, 9/11 Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-.1207 Permanent Address: Vill: Korichia, Korichia, PO: Rudrapur, PS: Sadar, District: Jessore.	Monitoring the Quality of Local Market Milk and Commercial Dairy Milk Available in Dhaka District: A Comperative Study on Milk Quality and Consumer Behavior	২০২০-২১

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
National Academy for Planning and Development (NAPD)

২.২০ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির কার্যাবলি

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নভেম্বর ১৯৮০ সালে এই একাডেমি **"Development of the Planning Machinery in Bangladesh (Creation of Institutional facilities for training in Planning and Development)"** শিরোনামে প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৪ সালে একাডেমি ৩/এ, নীলক্ষেতে, ঢাকায় অবস্থিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয় ও সরকারের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০৬ জানুয়ারি ১৯৮৫ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির বোর্ড অব গভর্নরসকে বডি কার্পোরেটে রূপান্তর করা হয়।

তখন থেকে একাডেমি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ০৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে **'সরকারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৬১'** এর আওতায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিকে একটি ইন্সটিটিউট হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এটির ক্ষেত্রে উক্ত অধ্যাদেশ কার্যকরের আদেশ জারি করা হয়।

চিত্র-২.১৭ জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমির প্রশাসনিক ভবন

গত ১২ জুন ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব গভর্নরস-এর এক সভায় একাডেমির নাম **"পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি"** এর পরিবর্তে **"জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি"** করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩০ আগস্ট ২০০৯ তারিখে একাডেমির নতুন নামকরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গত ৩ মার্চ ২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একাডেমির "রজত জয়ন্তী" পালিত হয়। গত ১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ **"জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৮"** গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

সময়ের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সম্প্রতি বিশ্বে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের ফলে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। একাডেমি এই পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিস্থিতির চাহিদা মেটাতে এর প্রশিক্ষণ পাঠক্রম ও প্রক্রিয়ার পরিবর্তন সাধন করছে। সম্প্রতি এনএপিডি কর্মসম্পাদন, নেতৃত্ব প্রদান, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সরকারি কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গের কর্মক্ষেত্রে উৎকর্ষতা আনয়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব ও প্রশাসন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের উপর গুরত্বারোপ করছে।

আশা করা হচ্ছে যে, এনএপিডি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সুবিধা ভবিষ্যতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ধরে রাখতে সক্ষম হবে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ৪৫,৪৬০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশত ষাট) জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।

এনএপিডি বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছে। ইতোমধ্যে একাডেমি সর্বোত্তম গুণসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে আসন্ন বন্ধুর পথ মোকাবিলা করার জন্য একাডেমি কঠোর পরিশ্রম করছে।

২.২০.১ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

- **রূপকল্প (Vision):** ২০২৫ সালের মধ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের বিষয়ে দেশের অন্যতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ।
- **অভিলক্ষ্য (Mission):** প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে দক্ষ ও নৈতিকভাবে বলিয়ান জনবল সৃষ্টি।

২.২০.২ এনএপিডি'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- প্রশিক্ষণের গুণগতমানে উন্নয়ন সাধন;
- জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন;
- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;
- প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

২.২০.৩ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষায়িত কোর্স আয়োজন;
- বিসিএস ক্যাডার/নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি/বিভাগীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- অনুরোধের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যায়ন ও গবেষণার আয়োজন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- কর্মশালা, সেমিনার, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নিত্য নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের চর্চা অব্যাহত রাখা।

ক. প্রশিক্ষণ চিত্র

সারণি-২.৩ ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ অর্জনের সারসংক্ষেপ

ক্র.	প্রশিক্ষণ কোর্সের ধরণ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
১.	নিয়মিত দিবা কোর্স	২২	৫০০
২.	সান্ধ্যকালীন কোর্স	২২	৫৩৫
৩.	বিশেষ বুনিয়াদি (নন-ক্যাডার ও অন্যান্য) কোর্স	০৯	২৮০
৪.	অনুরোধ কোর্স	২০	৫০৯
৫.	ই-লার্নিং কোর্স	০১	২২৪
৬.	কর্মশালা	০৫	২৩৪
	সর্বমোট	**৭৯**	**২২৮২**

খ. গবেষণা চিত্র

একাডেমিতে গবেষণা পরিচালনার জন্য পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)-এর নেতৃত্বে পৃথক অনুবিভাগ রয়েছে। গবেষণা অনুবিভাগ কর্তৃক গবেষণার পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে বাহিরের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উন্নয়ন, জাতীয় ও সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে গবেষণা করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গবেষণাপত্র নির্বাচন এবং মূল্যায়নের কাজ করে। এছাড়াও গবেষণা অনুবিভাগ একাডেমির প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল্যায়নের কাজও করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে গবেষণা অনুবিভাগের মাধ্যমে ০২টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

Sl. No.	Name of the Study	Name of the Researchers
1.	Assessment of Post training Performance: A case study of the BCS (Health) cadre participants of NAPD	1. Dr. Md. Nuruzzaman Team Leader & Director (Research & Publication), NAPD 2. Md. Hasan Tarik Researcher & Director (Training), NAPD 3. Begum Mouful Nahar Research Associate & Instructor, NAPD 4. Mohammad Ziaur Rahman Research Associate & Associate Instructor, NAPD
2.	Education Sectors (Electrical and Electronic Engineering): Mismatch between Supply and Demand	Dr. M. Khurshid Alam Team Leader & Chairman Bangladesh Institute of Social Research (BISR) Trust. Lalmatia, Dhaka

গবেষণা শাখা প্রতি বছর মানসম্মত গবেষণা করার পাশাপাশি একাডেমির নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ যেমন: বার্ষিক জার্নাল, বার্ষিক প্রতিবেদন, ষান্মাসিক বার্তা ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এনএপিডি'র গবেষণা শাখা হতে ৩টি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে।

ক্র.	বিষয়	বিবরণ	সর্বশেষ সংখ্যা
০১	ডেভেলপমেন্ট রিভিউ	একাডেমির বার্ষিক জার্নাল। ১৯৮৭ সালে এর ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিলো। International Standard Serial Number (ISSN) 1607-8373. গড়ে প্রতি সংখ্যায় ৬-৮ টি আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়।	ভলিউম ৩০, ২০২১
০২	বার্ষিক প্রতিবেদন	একাডেমির এক বছরের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন বার্ষিক প্রতিবেদনে উঠে আসে। প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন চিত্র; বাজেট বাস্তবায়ন; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি; প্রকল্প বাস্তবায়ন; গবেষণা ও পরামর্শ ইত্যাদি বিষয় বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত থাকে।	২০২০-২১
০৩	এনএপিডি বার্তা	একাডেমির ষান্মাসিক বুকলেট। প্রতি ছয় মাসের কার্যক্রম নিয়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এর মাধ্যমে অংশীজনদের (Stakeholder) একাডেমির কার্যক্রম অবহিত করা হয়। ইমেইলের মাধ্যমে সাবেক প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।	১২তম বর্ষ, ১ম এবং ২য় সংখ্যা

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)

২.২১ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর কার্যাবলি

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) দেশের শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন বিষয়ক নীতিগবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি। এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে নীতিগবেষণা এবং মৌলিক জরিপ পরিচালনা করে থাকে। অধিকন্তু গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন পদক্ষেপের কার্যকারিতার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করে থাকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চার মূলনীতির দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠানটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর, সমতা, মানব উন্নয়নসহ দারিদ্র ও সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলি একটি ন্যায়ানুগ ও সমতাবাদী সমাজ গঠনে যেমন অপরিহার্য তেমনি মধ্যম আয়ের দেশে টেকসই উত্তরণের জন্যও অপরিহার্য।

২.২১.১ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

ক. পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান এবং গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা করা;

খ. অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা করা;

গ. অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে আধুনিক গবেষণা কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান করা;

ঘ. অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কিত জরিপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রদর্শনী, সভা অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতা, সেমিনার, আলোচনা অধিবেশন আয়োজন করা যা পরবর্তীতে সমীক্ষা হিসেবে নির্দেশিত হবে;

ঙ. সমীক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক, সাময়িকী, প্রতিবেদন এবং গবেষণা ও কার্যপত্র প্রকাশ করা;

চ. স্ব-উদ্যোগে কিংবা সরকারি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা তাদের সাথে যৌথভাবে সমীক্ষার মাঠকর্মসহ অনুসন্ধান কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করা;

ছ. পরস্পর সহযোগিতামূলক গবেষণা, সেমিনার আয়োজন ও সফর বা অন্য কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে বা কার্যক্রমের জন্য বিদেশি পন্ডিত, গবেষকগণকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আনয়ন বা প্রেরণ করা বা তাদের গবেষণা কর্মের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা;

জ. গবেষণায় পেশাদার কর্মীদের জন্য জাতীয় গবেষণা, ফেলোশিপসহ বিভিন্ন শ্রেণীর রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটশিপ, ফেলোশিপ প্রবর্তন করা।

২.২১.২ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ

ক. গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা

বিআইডিএস বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাসহ সকল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করে এবং এ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের বহুমুখী অর্থনৈতিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআইডিএস কর্তৃক মোট ১১টি গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন (Complete) হয়েছে। এর মধ্যে পৃষ্ঠপোষকদের (স্পন্সর) অর্থায়নে ০৮টি এবং বিআইডিএসের নিজস্ব অর্থায়নে (রিসার্চ এনডাওমেন্ট ফান্ড) ০৩টি সমীক্ষা সম্পন্ন হয়। এছাড়াও পৃষ্ঠপোষকদের অর্থায়নে ৩১টি এবং বিআইডিএসের নিজস্ব অর্থায়নে আরো ০২টি সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

খ. সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স আয়োজন

২০২০-২১ অর্থবছরে বিআইডিএস মোট ১০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স আয়োজন করে। ওয়েবিনারে আয়োজিত এসব সেমিনার/কনফারেন্সে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ের প্রতিনিধি, গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিআইডিএস এর উদ্যোগে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত সেমিনার/কনফারেন্স সমূহের মধ্যে BIDS Critical Conversations 2021 সিরিজের অংশ হিসেবে ২০২১ সালের মে ও জুন মাসে অনুষ্ঠিত দুইটি ওয়েবিনার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **"COVID-19: Linking Economic and Health Concerns"** শীর্ষক প্রথম ওয়েবিনারটি বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন-এর সভাপতিত্বে ২৩ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নীতি নির্ধারক, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদেরকে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হয় যাতে করোনা ভাইরাসের কারণে জারিকৃত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবিকা নির্বাহের সর্বোত্তম উপায় চিহ্নিত করা যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান এবং সম্মানীত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। প্যানেলিস্ট হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা এবং এ টু আই প্রোগ্রামের নীতি উপদেষ্টা জনাব আনীর চৌধুরী। এছাড়া দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা উক্ত ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন-এর সভাপতিত্বে **"Normalizing Masks: Health and Economic Implications"** শীর্ষক দ্বিতীয় ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ০৯ জুন ২০২১। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান। আর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আবদুর রউফ তালুকদার এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী। ওয়েবিনারে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ মুশফিক মোবারক **"How to Normalize Mask Usage: A Cost-Effective Policy Response to Stop the Spread of COVID"** শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইসিডিডিআর, বি এর সংক্রামক রোগ বিভাগের এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. ফেরদৌসী কাদরী এবং ব্র্যাক বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আসিফ সালেহ। এছাড়াও দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা উক্ত ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

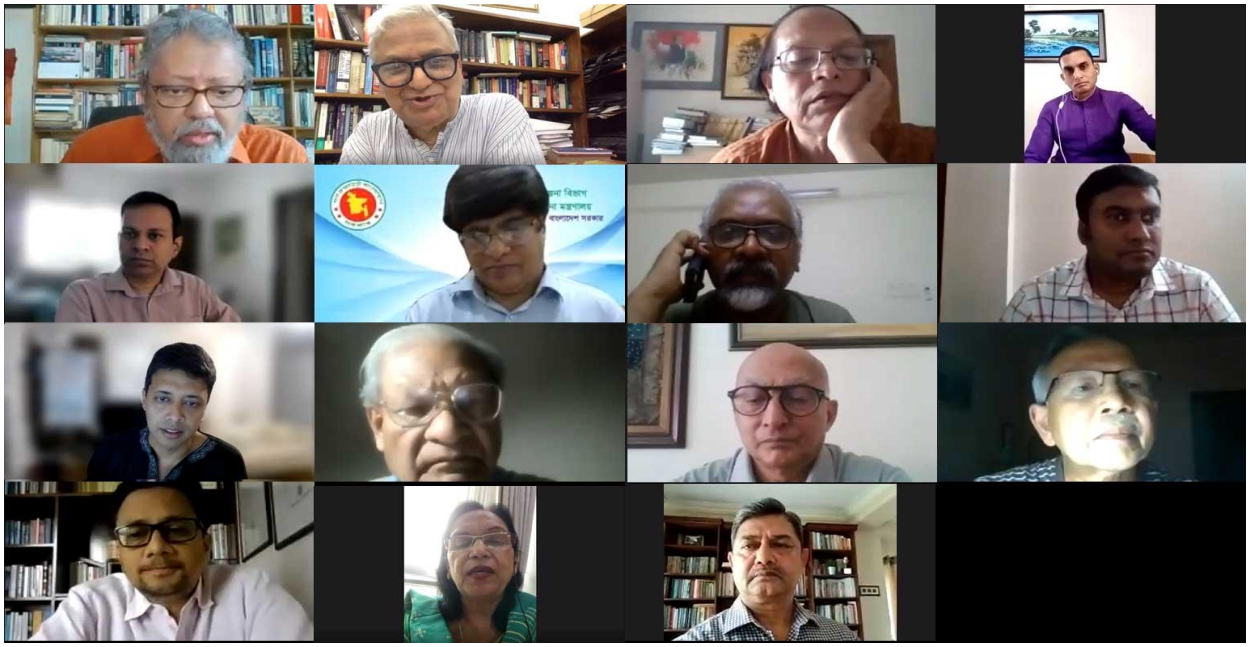

চিত্র-২.১৮ BIDS Critical Conversations 2021 এ অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

চিত্র-২.১৯ 'Readings in Bangladesh Development' শীর্ষক দুটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে গত ১৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের উপর একটি স্মৃতিচারণমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ. প্রকাশনা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআইডিএস থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'Readings in Bangladesh Development' শীর্ষক গ্রন্থের ২টি ভলিউম, ত্রৈমাসিক ইংরেজী জার্নাল The Bangladesh Development Studies এর ৪টি ইস্যু, বার্ষিক বাংলা জার্নাল 'বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা'র ১টি ইস্যু, আরইএফ স্টাডি সিরিজের আওতায় The Determinants of Household Disaster Preparedness Behaviour in Bangladesh শীর্ষক ১টি রিপোর্ট এবং বিআইডিএস নিউজলেটারের ১টি ইস্যু প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া প্রকাশের অপেক্ষায় আছে কিছু প্রকাশনা। উল্লেখ্য, ত্রৈমাসিক ইংরেজি জার্নাল The Bangladesh Development Studies বিশ্বের বিভিন্ন প্রথিতযশা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন বিষয়ক রেফারেন্স জার্নাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় খ্যাতনামা জার্নালে/বইয়ে (Peer-Reviewed) বিআইডিএসের গবেষকদের ৫১টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে বিআইডিএস থেকে প্রকাশিত দুই খন্ডের 'Readings in Bangladesh Development' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অর্থাৎ ওয়েবিনারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। আরও বক্তব্য রাখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

২.২১.৩ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ **'উন্নয়ন অর্থনীতি'** বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট একাডেমি প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে **'বিআইডিএস-এর মাস্টার্স কার্যক্রম'**-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২.২১.৪ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিআইডিএসের অবস্থান

গত ২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউটের **'২০২০ গ্লোবাল গো টু থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইনডেক্স রিপোর্ট'** এ প্রকাশিত বিশ্বের শীর্ষ ১৫০টি নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) স্থান করে নেয়। বিশ্বের ১১,১৭৫টি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মধ্যে বিআইডিএস ৯৪তম স্থান অর্জন করে। এর আগের বছরের তালিকায় বিআইডিএসের অবস্থান ছিল ১০৪তম। অর্থাৎ ২০২০ সালের তালিকায় বিআইডিএসের ১০ ধাপ উন্নতি হয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিআইডিএসের অবস্থান দাঁড়ায় ১৭তম। বিআইডিএসের এই গৌরবময় অর্জন এবং এর ক্রমবর্ধমাণ গবেষণা কাজের পিছনে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা রয়েছে, যা গবেষণার প্রতি বর্তমান সরকারের দৃঢ় সমর্থণের উজ্জল দৃষ্টান্ত। বিআইডিএস-ই বাংলাদেশের একমাত্র উন্নয়ন বিষয়ক নীতিগবেষণা থিংক ট্যাঙ্ক যেটি নিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গর্ব করতে পারি।

- **পৃষ্ঠপোষক (স্পন্সর) কর্তৃক অর্থায়নে সম্পাদিত গবেষণা সমীক্ষা**

Sl. No.	Name of Study
1.	A Comparative Study on Clusters and Non-Clusters Based SME Development in Bangladesh (CSCNC-SME) Study
2.	Decent Wage Bangladesh (Phase 1)
3.	COVID-19 in Bangladesh: Prevalence, KAP and Heterogeneous Shocks under 'General Holiday' An Exploratory Study Based on an Online Survey
4.	Performance Assessment of the Pilot Program of Shishu Bikash Kendra
5.	Poverty in the Time of Corona: Trends, Drivers, Vulnerability and Policy Responses in Bangladesh, Technical Background Paper prepared for the Eighth Five Year Plan, June 2020, General Economics Division, Planning Commission, Dhaka. (2020)
6.	Extreme Poverty: The Challenges of Inclusion, a report prepared for the Eighth Five Year Plan, General Economics Division, Planning Commission, and FCDO (former DFID), Dhaka
7.	Macroeconomic Modeling
8.	Managing the Skill Gap through Better Education, TVET and Training Strategies, Background paper of 8th FYP, General Economics Division, Planning Commission, GoB, 2020

- **রিসার্চ এনডাওমেন্ট ফান্ড হতে স্ব-অর্থায়নে সম্পাদিত গবেষণা সমীক্ষা**

Sl. No.	Name of Study
1.	Health Status and Healthcare Seeking Behavior Assessment among Elderly Citizen in Bangladesh
2.	The Determinants of Household Disaster Preparedness Behavior in Bangladesh
3.	Impact of Migration on Nutrition Condition of Children Under Five Years of Age in the Rural Households in Bangladesh

- **পৃষ্ঠপোষক (স্পন্সর) কর্তৃক অর্থায়নে চলমান গবেষণা সমীক্ষা**

Sl. No.	Name of Study
1.	Development of the National Adolescent Strategy (NAS) in Bangladesh
2.	Bangladesh Integrated Food Policy Research Program (BIFPRI)
3.	National Information Platform for Nutrition (NIPN)
4.	Creating a Political and Social Climate for Climate Change Adaptation
5.	Impact of Natural Disaster on Education Outcomes: Evidence from Bangladesh
6.	Food Insecurity, Extreme Poverty, and Underemployment in Backward Areas of Bangladesh
7.	Dynamics of Economic Transformation and Living Standards in Bangladesh: A Panel Data Study
8.	Lessons from Development Interventions: Rigorous Impact Evaluation of Selected Development Interventions in Key Areas (e.g., Nutrition, Health, Education, etc.)
9.	Evaluation of National Service Program (2nd, 3rd & 4th) of Department of Youth Development (DYD)

10.	Inclusive Growth and Extreme Poverty Reduction (EPR-SRP)
11.	Labor Market Study on Skill Gap in ICT Industries (LMS-SEIP-ICT)
12.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)-Nursing
13.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)- Leather & Footwear
14.	Labor Market Study on Skill Gap in Readymade Garment (LMS-SEIP)-RG
15.	Labor Market Study on Skills (LMS-SEIP)-Agro Processing
16.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)-Shipbuilding Sector
17.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)- Tourism and Hospitality
18.	Labor Market Study-Construction Sector (LMS-SEIP-CS)
19.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)-Electronics
20.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)-Core Team & Components 1, 2, 4, 5
21.	Labor Market Study for Skills (LMS-SEIP)-Light Engineering
22.	Impact Analysis on Development Program for Improving the Living Standard of Bede Community
23.	Tracer Study on Graduates of Tertiary Level Colleges
24.	Agricultural Transformation, Food Security and the Second Green Revolution: Strategic Directions
25.	Epidemiological and Economic Burden of Dengue in Dhaka, Bangladesh
26.	Impact Analysis on Development Program for Improving the Living Standard of Underprivileged Community
27.	Impact Analysis on Development Program for Improving the Living Standard of Hijra Community
28.	Impact Evaluation of Reaching Out of School Children (ROSC) Project Phase-II (E-ROSC)
29.	Economic Burden of Covid-19 in Bangladesh
30.	Impact of Covid-19 on Tourism Industry in Bangladesh: Analysis of Current Situation and Suggested Strategies for the Future
31.	Catastrophic Healthcare Expenditure and its Determinants in Bangladesh

- **রিসার্চ এনডাওমেন্ট ফান্ড হতে স্ব-অর্থায়নে চলমান গবেষণা সমীক্ষা**

Sl. No.	**Name of Study**
1.	Impact of COVID-19 on SMEs and Their Workers: Understanding the Dynamics of Impact and Coping Strategies (Impact of COVID-19 on SME)
2.	Impact Evaluation of Paddy e-procurement Program in Bangladesh

- বিআইডিএসের নিজস্ব প্রকাশনাসমূহ

Sl. No.	Title	Volume/ Author (s)	Published (Year)
1	Bangladesh Unnayan Shamikkha (Bangla Journal)	BUS No: 38	June 2021
2	Bangladesh Development Studies (Special Issue on Poverty in Bangladesh in the 2010s: Progress, Drivers, and Vulnerabilities)	Vol. 42 (2-3), June-September 2019 Editors: *Ruth Hill, Maria Eugenia, and Binayak Sen*	March 2021
3	Bangladesh Development Studies	Vol. 42 (4), December 2019	March 2021
4	Newsletter	Newsletter, Vol. 8, Issue 2, December 2020	March 2021
5	The Determinants of Household Disaster Preparedness Behaviour in Bangladesh	REF No. 20-1: *Azreen Karim*	December 2020
6	Readings in Bangladesh Development Volume I	Editors *K. A. S. Murshid* *Minhaj Mahmud* *Kazi Iqbal*	February 2021
7	Readings in Bangladesh Development Volume II	Editors *K. A. S. Murshid* *Minhaj Mahmud* *Kazi Iqbal*	February 2021
8	Bangladesh Development Studies	Vol. 42, No. 1, March 2019	July 2020
9	Bangladesh Development Studies	Vol. 43 (1-2), March-June 2020	Forthcoming
10	Research Report No. 191: Poor but Happy? A Pseudo Panel Analysis to Understand the Level of Happiness in Bangladesh	Badrun Nessa Ahmed	Forthcoming

- **বিভিন্ন জার্নালে/বইয়ে প্রকাশনাসমূহ (Publications in Internationally Peer-Reviewed Journals and Books)**

Sl. No.	List of Publications
1.	Sen, B., P. Dorosh, and M. Ahmed (2021). "Moving out of Agriculture in Bangladesh: The Role of Farm, Non-Farm and Mixed Households." *World Development* (final manuscript accepted 20 March 2021-available online).
2.	Sen, B. (2019). "Rural Transformation, Occupational Choice and Poverty Reduction in Bangladesh during 2010-2016." *Bangladesh Development Studies*, Vol. XLII, June-September Nos. 2 & 3, pp. 263-287 (printed in March 2021)
3.	Sen, B. (2021). Sahitto, Otimari o Somaj (Literature, Pandemic and Society), expected to be published in the current issue of *Bangladesh Unnayan Samikkhaya*, (printed in June 2021).
4.	Sen, B. (2021). *Bangabandhur Gonotantrik Somajtontro: Bahatturer Songbidhan o Somotamukhi Somajer Akankha (Democratic Socialism of Bangabandhu: The 1972 Constitution and the Aspirations of an Equitable Society)*. This book is forthcoming in September 2021 from Kothaprakash Publishing house, Dhaka.
5.	Hossain, Monzur and Hussain Samad. "Mobile Phones, Household Welfare, and Women's Empowerment: Evidence from Rural Off-grid Regions in Bangladesh." *Information Technology for Development* (forthcoming) Taylor and Francis.
6.	Hossain, M., N. Yoshino and F. Taghizadeh-Hesary (2020). "Enhancing Financial Connectivity between Europe and Asia: Implications for Infrastructure Convergence between the Two Regions." *Asian Economic Papers*, 19(2), June 2020, MIT Press
7.	Hossain, M., N. Yoshino and F. Taghizadeh-Hesary (2021). "Optimal Branching Strategy, Local Financial Development, and SMEs Performance." *Economic Modelling*, Vol 96 (March 2021).
8.	Hossain, M., N. Yoshino and F. Taghizadeh-Hesary (2021). "Default Risk, Moral Hazard and Market-based Solution: Evidence from Renewable Energy Market in Bangladesh." *Economic Modelling*, Vol. 95 (February).
9.	Hossain, M. and N. Yoshino. "Implementing Land Trust in Bangladesh: A Strategy for Financing Infrastructures and Sustainable Land Management." in Pyush et al. (eds.) *Equitable Land Use for Asian Infrastructure*. ADBI Press, Tokyo and Brookings Publishing, USA, December, 2020.
10.	Hossain, M. (2021). *"State-owned Enterprises and Cluster-Based Industrialization: Evidence from Bangladesh."* In: *Reforming State-Owned Enterprises in Asia* (Taghizadeh-Hesary et al. eds.), Publisher: Springer, Singapore, February.
11.	Begum, Anwara. "Migration for Sustainable Growth and Development., published as book chapter in the 4th BEF Conference Volume, 10 September, 2020.
12.	Begum, A. (2021). "Gender, Migration and Environmental Change in the Ganges-Brahmaputra-Meghna Delta in Bangladesh." In: Asha Hans et. al. eds. *En-gendering Climate Change: Learnings from South Asia.* Routledge.

13.	Begum, A. (2007). Urban Housing as an Issue of Redistribution through Planning? The Case of Dhaka City, reprint from *Journal of Social Policy Administration*, 41 (4), 410-418, in the book titled, *Readings in Bangladesh Development*, Volume 2, pp. 209-221.
14.	Yunus, Mohammad. "Convergence in Regional Poverty Rates in Bangladesh." forthcoming in *Bangladesh Development Studies*.
15.	Ahmed, Nazneen and Zabid Iqbal. "The Impact of Rural Electrification on Life-line Consumers: Empirical Evidence from Bangladesh." *Journal of Developing Areas*, Tennessee State University, Nashville. US. (Forthcoming).
16.	Ahmed, Nazneen and Ayesha Banu. "Dreams of Adolescents for Future." A chapter in Selim Jahan edited *Advancing Human Development in Bangladesh: Looking Ahead*, National Human Development Report 2021 (forthcoming).
17.	Ahmed, Nazneen, Rizwana Islam and Nahid Ferdous Pabon. "বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প: সমস্যা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" Published in the current issues of Shomikhkha; printed in June 2021.
18.	Ahmed, Nazneen and Doug Kahn. "Transparency Assessment: Examining the Transparency Journey for the Bangladesh Apparel Sector." Report published by Laudes Foundation, 2020.
19.	Ahmed, Nazneen. "COVID-19 Hit Ready Made Garment Sector of Bangladesh and the Bangladesh Economy: Surviving the Odds." *AmCham Journal*, Vol. 14, no. 2, April- June 2020.
20.	Mahmud, Minhaj, Päivi Lujala, Sosina Bezu, Ivar Kolstad and Arne Wiig. "How do Host-migrant Proximities Shape Attitudes towards Internal Climate Migrants?" 2020 *Global Environmental Change* 65, Elsevier.
21.	Mahmud, Minhaj, Asadul Islam, C.M. Leister and Paul Raschky. "Natural Disaster and Risk Sharing Behavior: Evidence from a Field Experiment in Bangladesh." *Journal of Risk and Uncertainty*, Springer.
22.	Mahmud, Minhaj. "Education Strategy for Human Capital Development and Shared Prosperity." In: Sadiq Ahmed and Mustafa Mujeri (eds.) *Strategies and Policies for an Upper Middle-Income Bangladesh 2020.* Bangladesh Economists Forum, Dhaka.
23.	Chowdhury, Z. I. (2020). "Construction of a Policy Analysis Matrix (PAM) for Fruits and Vegetables Export Process in Bangladesh." *Turkish Research Journal of Academic Social* Science, TURSTEP, 3 (1):11-21.
24.	Chowdhury, Z. I. Chapter in a Book titled *The Belt and Road Initiative and BCIM-EC Construction*, Yunnan Academy of Social Sciences (YASS), 2020, Kunming, China.
25.	Karim A., A. DeWit and R. Shaw (2021). "Fiscal Policies and Post COVID-19 Development Challenges: An Overview." In: Shaw, R. and Gurtoo, A. (eds.) *Global Pandemic and Human Security: Technology and Development Perspective*. Springer Nature, forthcoming.
26.	Karim, Azreen and Ilan Noy (2021). "Risk, Poverty or Politics? The Determinants of Subnational Public Spending Allocation for Adaptive Disaster Risk Reduction in Bangladesh." In: Murshid K.A.S., Mahmud, M. and Iqbal, K. (eds). *Readings in Bangladesh Development*, Vol. II, pp. 725-765, Bangladesh Institute of Development Studies.

27.	Karim, Azreen and Ilan Noy (2020). "Risk, Poverty or Politics? The Determinants of Subnational Public Spending Allocation for Adaptive Disaster Risk Reduction in Bangladesh." *World Development*, 129(5), DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104901
28.	Karim, Azreen. *The Determinants of Household Disaster Preparedness Behavior in Bangladesh*. REF Report Series no. 20-01, Bangladesh Institute of Development Studies (forthcoming).
29.	Ahmed, B. N., S. Genschick, M. Phillips and H. Waibel (2020). "Is there a Difference between the Poor and Non-poor? A Disaggregated Demand Analysis for Fish in Bangladesh." *Journal of Aquaculture Economics and Management*, 24 (4), 480-506.
30.	Ahmed, B. N., and H. Waibel (2020). "The Blue Revolution in Bangladesh: What can Smallholders' Aquaculture Farmers Contribute?" *Journal of Agricultural Economics*. (Under review).
31.	Ahmed, B. N. (2020). *Poor but Happy? A Pseudo Panel Analysis to Understand the Level of Happiness in Bangladesh*. Research Report BIDS. (Under review).
32.	Ahmed, Maruf and Tahreen Tahrima Chowdhury (2019). "Total Factor Productivity in Bangladesh: An Analysis Using Data from 1981 to 2014." *Bangladesh Development Studies*, Volume XLII, March (1).
33.	Shahana, S. শ্রমবাজারে দক্ষতার চাহিদা ও স্নাতকদের প্রস্তুতিঃ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতের পর্যালোচনা. Published in the current issue of *Shamikkha* (printed in June 2021).
34.	Yunus, M. and S. Shahana (2020); "New Evidence on Outcomes of Primary Education Stipend Program in Bangladesh." *Bangladesh Development Studies*, December 2018, Volume XLI, No.4.
35.	Iqbal, K. and S. Shahana (2020), "Stylized Facts of the Statistical Properties of Risk and Returns of Dhaka Stock Exchange: 1991-2015." accepted for *Bangladesh Development Studies*.
36.	Paul, Biru Paksha and Rizwana Islam. "Estimating Potential Growth for Bangladesh: The Performance Gap and Policy Implications." Published in *Journal of Bangladesh Studies* (ISSN 1529-0905), Volume 21, Number 1, 2019.
37.	Nargis, Nigar, G. M. Faruque, Maruf, Ahmed, Iftekharul Huq, Rehana Parveen, S. N. Wadood, A. K. M Ghulam Hussain, and Jeff Drope. "A Comprehensive Economic Assessment of the Health Effects of Tobacco Use and Implications for Tobacco Control in Bangladesh." *BMJ*.
38.	Toufique, K. A. and MWF Ibon. "Cattle Population in India: Do Institutions Matter?" (Forthcoming in BDS)
39.	Sarker, A. R., Z. Islam, A. Morton, JAM Khan et al (2020). "Willingness to Pay for Cholera Vaccine in Bangladesh." *PLOS ONE* 15(4): e0232600: Published on May.
40.	Sarker, A. R. and M. Sultana (2020). "Cost-effectiveness of Childhood Malaria Vaccination in Endemic Hotspots of Bangladesh." *PLOS ONE* 15(5): e0233902.

41.	Murshid, K. A. S., T. Mahmood, N. Azad, and A. R. Sarker (2021). "COVID-19 in Bangladesh: Prevalence, KAP and Heterogeneous Shocks under 'General Holiday' - An Exploratory Study Based on an Online Survey. "The Bangladesh Development Studies (Accepted).
42.	Akram, R., A. R. Sarker, N. Ali, N. Sheikh, and M. Sultan (2020). "Factors associated with Unmet Fertility Desire and Perceptions of Ideal Family Size among Women in Bangladesh: Insights from a Nationwide Demographic and Health Survey." *PLOS ONE* 15(5): e0233634.
43.	Reiner, R. C., S. I. Hay, R. C. Reiner, K. E. Wiens, A. Deshpande, M. M. Baumann et al. "Mapping Geographical Inequalities in Childhood Diarrhoeal Morbidity and Mortality in Low-income and Middle-income Countries, 2000–17: Analysis for the Global Burden of Disease Study 2017." *Lancet* 2020; 6736:1–23. doi:10.1016/S0140-6736(20)30114-8 (Sarker, AR: Co-author)
44.	Wiens, K. E., P. A. Lindstedt, F. A. Blacker, K. B. Johnson, M. Baumann, L. Schaeffer, Hedayat Abbastabar and GBD et al (2020). "Mapping Geographic Inequalities in Oral Rehydration Therapy Coverage in Low-income and Middle-income Countries, 2000-17." *The Lancet Global Health*, 2020 8(8): e1038-1060. (Sarker, AR: Co-author)
45.	Kinyoki, D. L., J. M. Ross, S. Munro, L. Schaeffer and GBD et al (2020). "Mapping Local Patterns of Childhood Overweight and Wasting in Low- and Middle-income Countries between 2000 and 2017." *Nature Medicine*. (Sarker, AR: Co-author)
46.	Mozumder, MGN. 2020. "Aristotelian Habitus and the Power of the Embodied Self: Reflections on the Insights Gained from the Fakirs in Bangladesh." *Bangladesh e-Journal of Sociology*, Volume 17, Number 2. [On the list of journals that are "core to the sociological literature" according to International Sociological Association]
47.	Akram, R., A. R. Sarker, N. Ali, MGN Mozumder, and M. Sultana. 2020. "Factors associated with Unmet Fertility Desire and Perceptions of Ideal Family Size among Women in Bangladesh: Insights from a Nationwide Demographic and Health Survey." *PLoS ONE* 15(5): e0233634
48.	Mozumder, MGN. "Social Conditions of the Innovative Use of Smartphone: A Qualitative Investigation among Young Users in Dhaka." Printed in *Bangladesh Development Studies* (in March 2021).
49.	Bidisha, Sayema, Tanveer Mahmood and Md. Biplob (2021). "Assessing Food Poverty, Vulnerability and Food Consumption Inequality in the Context of COVID-19: A Case of Bangladesh." *Social Indicators Research*. 1-24. 10.1007/s11205-020-02596-1.
50.	Bidisha, Sayema, Tanveer Mahmood, and Mahir Rahman (2021). "Earnings Inequality and the Changing Nature of Work: Evidence from Labour Force Survey Data of Bangladesh." 10.35188/UNU-WIDER/2021/941-9.
51	Murshid, K. A. S., Tanveer Mahmood and Nahian Azad. "Employment and Unemployment amongst Educated Youth in Bangladesh: An Exploratory Analysis." Printed in *Bangladesh Development Studies* (in March 2021).

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি

পরিকল্পনা কমিশন

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

General Economic Division (GED)

৩.১ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের কার্যাবলি

৩.১.১ রূপকল্প

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম একটি সামষ্টিক বিভাগ। এ বিভাগ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ সরকারকে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ বিভাগের রূপকল্প নিম্নরূপ: *"পরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে জাতীয়, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন"*

৩.১.২ লক্ষ্য

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সুষম উন্নয়ন অর্জন।

৩.১.৩ উদ্দেশ্য

- কার্যকর টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়াদি যেমন- সামষ্টিক পরিস্থিতি, দারিদ্র্য পরিস্থিতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ করা।

৩.১.৪ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বাবলি

- সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমন: বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান- ২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন মধ্যবর্তী পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- সরকারের মধ্যমেয়াদি (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) পরিকল্পনা প্রণয়ন, মধ্যবর্তী পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পর্যালোচনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ এবং প্রতিবেদন প্রকাশ;
- সার্ক সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- দারিদ্র্য এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ;
- মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়নে অংশগ্রহণ;
- জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ;
- জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুতকরণ;
- Foreign Direct Investment (FDI) - এর উপর অবস্থান পত্র (পজিশন পেপার) প্রণয়ন;
- জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র মাননীয় সভাপতি এবং মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কনফারেন্সে আলোচনার সুবিধার জন্য ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রস্তুতকরণ; এবং
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অনুরোধক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান, ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রস্তুতকরণ।

৩.১.৫ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিইডি কর্তৃক সম্পাদিত প্রধান কার্যক্রমসমূহ

৩.১.৫.১ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) দলিল প্রণয়ন ও প্রকাশ

রূপকল্প- ২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের পর সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **'রূপকল্প -২০৪১'** ঘোষণা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতি, নির্দেশনা ও নেতৃত্বে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিইডি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করে। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ২৯.১২.২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর বাস্তবায়ন শুরু হবে, যাতে করে বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে ও প্রধান প্রধান এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রধানত ৬টি মূল বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত: ১. মানবস্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কোভিড-১৯ থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার; ২. জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস; ৩. প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়নের জন্য পূর্ণ অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে উপকৃত হতে সামাজিক সুরক্ষা ভিত্তিক আয় হস্তান্তর করার মাধ্যমে দরিদ্র ও অসুরক্ষিতদের সহায়তা করতে ব্যাপক ভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল গ্রহণ; ৪. দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল এমন এক টেকসই উন্নয়নের পথ অবলম্বন, যা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং অবশ্যম্ভাবী নগরায়ণ রূপান্তরকে সফলভাবে মোকাবিলা করে; ৫. অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের অনুরূপ মর্যাদা দানে প্রয়োজনীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশ; এবং ৬. এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) হতে উত্তরণের প্রভাব মোকাবেলা করা। ইতোমধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্র-৩.১ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) এর অনুমোদন সংক্রান্ত ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভা।

৩.১.৫.২ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জিইডি কর্তৃক **"সাপোর্ট টু দ্যা ইমপ্লিমেন্টেশন অব দ্যা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ (এসআইবিডিপি-২১০০)"** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই মহাপরিকল্পনাটির সুষ্ঠু ও যথাযথ বাস্তবায়ন। উল্লেখ্য, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর কৌশল সমন্বয় করা হয়েছে এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ৮০টি প্রকল্পের মধ্য হতে ৪৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জিইডি কর্তৃক ইতোমধ্যে **"ডেল্টা অনুবিভাগ"** শীর্ষক একটি বিশেষায়িত অনুবিভাগ গঠনের প্রস্তাব প্রণয়ন করে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ডেল্টা অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা, ডেল্টা ফান্ড

গঠন প্রক্রিয়াকরণসহ ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনাসহ এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় Appraising Bangladesh Delta Plan-2100 বিষয়ে ডেল্টা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ১৬৯ কর্মকর্তাকে ৩দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং Adaptive Delta Management শীর্ষক ৪ দিনব্যাপী ১৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.৫.৩ প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০১০-২০২১ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন

বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রচলন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগের ২০০৯ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিনবদলের সনদ **'রূপকল্প ২০২১'** বাস্তবে রূপায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জিইডি প্রথমবারের মতো 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০১০-২০২১' প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পথ নকশা প্রণয়নে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্দেশনায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০১০-২০২১ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এর পরিপ্রক্ষিতে Implementation Review of the Perspective Plan (2010-2021) শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু যেমন: সামষ্টিক অর্থনীতি, গভর্ন্যান্স, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, শিল্প ও বাণিজ্য, ডিজিটাল বাংলাদেশ, অবকাঠামো ও নগরায়ণ, মানব উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন প্রভৃতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.১.৫.৪ রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ এর মুদ্রণ

রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ, সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতি নির্দেশনা ও নেতৃত্বে **'রূপকল্প ২০৪১'** বাস্তবে রূপায়ণের লক্ষ্যে জিইডি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনা ৪টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: সুশাসন, গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রীকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে আশা করা যাচ্ছে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন সম্ভব হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা দলিলটি'র বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

৩.১.৫.৫ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন (এনএসএসএস ২০১৫) কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য অংশকে যুগোপযোগী ও কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে আনয়নের জন্য 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল' (এনএসএসএস ২০১৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। এটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত জিইডি কর্তৃক ২০১৯-২০ সময়ে Midterm Progress Review on Implementation of the National Social Security Strategy শীর্ষক সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়, যা জুলাই ২০২০-এ প্রকাশিত হয়। সমীক্ষাটিতে এনএসএসএস-এ বর্ণিত সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহের বিভিন্ন প্রোগ্রামেটিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসমূহ চিহ্নিত করে তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়েছে ।

এছাড়াও এনএসএসএস বাস্তবায়ন ও সংস্কারের চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে জিইডি'র আওতায় ৮টি পেশাদার গবেষণা স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে স্টাডিসমূহ সমন্বিত করে A Compedium of Social Protection Researches (জুলাই ২০২০) প্রণয়ন করা হয়েছে। স্টাডিসমূহের ফলাফল সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এবং নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।

৩.১.৫.৬ জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা প্রকল্প

জিইডি কর্তৃক **"জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিষয়ে উন্নয়ন প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে অব্যাহতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় একাডেমির জন্য ২টি বেইজমেন্টসহ ১৩তলা বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত নান্দনিক একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের নির্মাণাধীন ভবনের ৯ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম তলার কাজ চলমান রয়েছে। পূর্ত কাজের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪৭%।

চিত্র-৩.২ "জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবন

৩.১.৫.৭ Promoting Sustainable Blue Economy in Bangladesh through Sustainable Blue Bond: Assessing the Feasibility of Instituting Blue Bond in Bangladesh শীর্ষক দলিল প্রণয়ন ও প্রকাশ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৪ অর্জন এবং বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জিইডি Promoting Sustainable Blue Economy in Bangladesh through Sustainable Blue Bond: Assessing the Feasibility of Instituting Blue Bond in Bangladesh নামে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের বন্ড মার্কেটে Blue bond প্রচলনের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) প্রসার ঘটানো যায় কিনা তার সম্ভাবনার বিষয়ে এই গবেষণাপত্র প্রণয়ন করা হয়। বন্ড মার্কেট সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন, তথ্য উপাত্ত, সংশ্লিষ্ট সবার মতামত ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের বর্তমান বন্ড মার্কেটে চাহিদা-যোগান, বন্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে এই গবেষণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের ইংরেজি সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

৩.১.৫.৮ Sector Strategy on Economic Governance in the financial Sector in Bangladesh শীর্ষক দলিল প্রণয়ন ও প্রকাশ

জিইডি কর্তৃক Sector Strategy on Economic Governance in the financial Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে। দায়বদ্ধতা, আইনের শাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আমলাতন্ত্রের সক্ষমতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক উন্নতি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থ বাজারে অর্থনৈতিক সুশাসনের একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে এই দলিলে। দলিলটির ইংরেজি সংস্করন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

৩.১.৬ জিইডি কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০২০-২১ অর্থবছরে জিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ হতে কতিপয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

ক. **"টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)"** বিষয়ে ২৪২ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে মোট ০৫টি এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) বিষয়ে ৬০ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে ০১টি অর্থাৎ মোট ৩০২ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে ০৬টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে;

খ. "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০"- এর অ্যাপ্রোচ কৌশল ও বাস্তবায়ন বিষয়ে ৩ দিনের ৭টি প্রশিক্ষণ ও ৪ দিনের ১টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ১৮৯ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

গ. Financial and Economic Analysis of Development Project (NPV, BCR, IRR) – এর উপর ১৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

ঘ. Project Management Professionals(PMP) course বিষয়ে ০২টি ব্যাচে পরিকল্পনা কমিশনের ৩০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

ঙ. Bangladesh e-GP System বিষয়ক দিনব্যাপী ০২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সকল সেক্টর বিভাগ হতে বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও সহকারী প্রকল্প পরিচালকসহ মোট ৩৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

চ. "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" বিষয়ে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় "বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন কেন্দ্রে (বাপার্ড)"-এ ০৪ দিন ব্যাপী ১৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

ছ. Risk Management for Development বিষয়ক ৩দিনের ০২টি ব্যাচে ৩৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.৭ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিইডি কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) দলিলের খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধি, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, একাডেমিক, বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি -বেসরকারি পেশাজীবি ইত্যাদি সকলকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কতিপয় পরামর্শ সভা আয়োজন;

২. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) দলিল বিষয়ে একাধিক অবহিতকরণ সভা আয়োজন ;

৩. **"রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)"** শীর্ষক দলিল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরণ;

৪. "রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)" শীর্ষক দলিল বিষয়ে ০৩টি অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন;

৫. মন্ত্রণালয় ভিত্তিক এসডিজির কর্মবন্টন সংক্রান্ত পথনকশার (Mapping) দলিল হালনাগাদের জন্য আন্ত:মন্ত্রণালয় কর্মশালার আয়োজন;

৬. এসডিজি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (Action plan) সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ কর্মশালার আয়োজন;

৭. এসডিজি বিষয়ক Bangladesh Voluntary National Reviews ২০২০ প্রণয়ন;

৮. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: একুশ শতকের বাংলাদেশ (সংক্ষিপ্ত বাংলা ২য় সংস্করণ (আগস্ট ২০২০) প্রণয়ন;

৯. Leaving No One Behind (LNOB) in Bangladesh; Recommendations for the 8th Five Year Plan for implementing Sustainable Development Goals SDGs) (সেপ্টেম্বর ২০২০) শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১০. Scope of Gender-responsive Adaptive Social Protection in Bangladesh (জুলাই ২০২০) শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১১. একাদশ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মৌখিক উত্তর দানের জন্য জিইডি সংশ্লিষ্ট তথ্য/উপাত্তসহ উত্তর প্রেরণ;

১২. মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার জন্য তথ্য উপাত্তসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৩. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য প্রণীত "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)" অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৪. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ বাস্তবায়নে জিইডি সংশ্লিষ্ট অংশের জন্য দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৬)-এর খসড়া প্রণয়ন; এবং

১৫. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জিইডি সংশ্লিষ্ট চাহিত তথ্যাবলী বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ।

৩.১.৮ জিইডি কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন/পুস্তিকা/দলিলসমূহ

১. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: একুশ শতকের বাংলাদেশ (সংক্ষিপ্ত বাংলা ২য় সংস্করণ (আগস্ট ২০২০);
২. Leaving No One Behind (LNOB) in Bangladesh; Recommendations for the 8th Five Year Plan for Implementing Sustainable Development Goals (SDGs) (September 2020);
৩. A Compendium of Social Protection Researches (July 2020);
৪. Midterm Implementation Review of the National Social Security Strategy (July 2020);
৫. Scope of Gender-responsive Adaptive Social Protection in Bangladesh (July 2020);
৬. 8" Five Year Plan (July 2020-June 2025) (December 2020);
৭. Sector Strategy on Economic Governance in the Financial Sector in Bangladesh (December 2020);
৮. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) বাংলা সংস্করণ (জুন ২০২১); এবং
৯. Promoting Sustainable Blue Economy in Bangladesh Through Sustainable Blue Bond: Assessing the Feasibility of Instituting Blue Bond in Bangladesh (June 2021)।

৩.১.৯ জিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

জিইডি'র আওতাধীন প্রকল্পসমূহের (মোট ৬টি প্রকল্প) ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)'তে মোট ৬৬৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার বিপরীতে মোট ৫৬৩৫.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের আর্থিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৮৪%। উল্লেখ্য, জিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৬৩৪ জন কর্মকর্তাকে এসডিজি, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০", Project Management Professionals, Bangladesh e-GP System, Risk Management for Development, Financial and Economic Analysis Of Development Project (NPV, BCR , IRR) বিষয়ে মোট ৬৩৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও এসডিজি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা/সেমিনার, ওয়ার্কশপের আয়োজনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন/বুকলেট/পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।

সারণি-৩.১ ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত জিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি-তে মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের জুন' ২১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (প্রকল্প সাহায্য) (আরএডিপি ২০২০-২১ বরাদ্দের %)
১.	জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত) (অক্টোবর ২০০৯ - ডিসেম্বর ২০২২)	২৫৮১৬.৫৮	৯৩৯৫.৮৯	৪৮০০.০০	৪৩৭২.৫২ (৯১%)
২.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই'১৯ হতে জুন' ২৪)	২৭১০.০০	৪৮৬.৬০	২৬৮.০০	১৯৯.৯০ (৪১.৮০%)

ক্র.	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি-তে মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের জুন' ২১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (প্রকল্প সাহায্য) (আরএডিপি ২০২০-২১ বরাদ্দের %)
৩.	সাপোর্ট টু দি ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (অক্টোবর ২০১৮- সেপ্টেম্বর ২০২২)	৬৩৬৮.৮৬ (৪৬০৪.০০)	২১৮২.৮০ (২১৭৫.৮১)	১১৭২.০০	৭৪৩.৪০ (৭৩৬.৯০) (৬৩.৪৩%)
৪.	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন (মার্চ ২০১৭ হতে জুন ২০২১ (সংশোধিত প্রস্তাবিত জুন ২০২২)	৬৫০.০০	৫৫০.১০	১৭০.০০	৯১.৩৪ (৩৪%)
৫.	জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়সমূহকে পরিকল্পনা ও নীতিমালায় সমন্বিতকরণের লক্ষ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২১)	৩২৫.৯২ (২৮৮.৭২)	২৩১.১৭ (২০৩.০১)	১১০.০০	৯৩.৫৩ (৮৫.০৫) (৮৫%)
৬.	উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)	৩৬৩৫.০৬	১১৮.৬২ (-)	১৭৫.০০	১৩৫.১৯ (৭৭.২৫%)
	মোট		**১২৯৬৫.১৮ (২৩৭৮.৮২)**	**৬৬৯৫.০০**	**৫৬৩৫.৮৮ (৮২১.৯৫) (৮৪.১৮%)**

৩.২ কার্যক্রম বিভাগের কার্যাবলি

৩.২.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি)

উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের তালিকায় উত্তরণে সরকার নানাবিধ পরিকল্পনা কৌশল গ্রহণ করেছে; যেমন: জাতিসংঘে ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ ও সেক্টরাল নীতিমালা। গৃহীত এ সকল উন্নয়ন জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের লভ্যতা, বরাদ্দ ব্যবহারের সক্ষমতা, জাতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সেক্টরাল অগ্রাধিকার এবং দেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক অবস্থা গুরুত্বারোপ করে কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক জাতীয় বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। বর্তমান সরকারের সময়কালে বিগত ১০ (দশ) অর্থবছরসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি নিম্নরূপ:

সারণি-৩.২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		
		মোট	জিওবি	বৈদেশিক উৎস
২০১১-২০১২	১২৩১	৪১০৮০	২৬০৮০	১৫০০০
২০১২-২০১৩	১২০৫	৫৭১২০	৩৮৬২০	১৮৫০০
২০১৩-২০১৪	১২৫৪	৬৩৭০৫	৪২৫০৫	২১২০০
২০১৪-২০১৫	১৩৫১	৭৭৮৪২	৫২৯৪২	২৪৯০০
২০১৫-২০১৬	১৪৫৮	৯৩৮৯৫	৬৪৭৩৫	২৯১৬০
২০১৬-২০১৭	১৫৮১	১১৯২৯৬	৮৩৪৯৯	৩৫৭৯৭
২০১৭-২০১৮	১৫১১	১৪৮৩৮১	৯৬৩৩১	৫২০৫০
২০১৮-২০১৯	১৯১৬	১৭৬৬২০	১২৪৯৬০	৫১৬৬০
২০১৯-২০২০	১৮৫১	২০১১৯৯	১৩৫৩৩৪	৬৫৮৬৫
২০২০-২০২১	১৮৮৬	২০৯২৭২	১৪২৩৯৭	৬৬৮৭৫
২০২১-২২ (এডিপি বরাদ্দ)	১৫৩৪	২৩৬৭৯৩	১৪৪০১৭	৯২৭৭৬

উল্লেখিত ছক হতে দেখা যায়, বর্তমান সরকারের সময়কালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ৪১০৮০.০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার দাঁড়িয়েছে ২৩৬৭৯৩ কোটি টাকা যা ২০১১-১২ অর্থবছরের আরএডিপির তুলনায় প্রায় ৫.৭৬ গুণ বেশি।

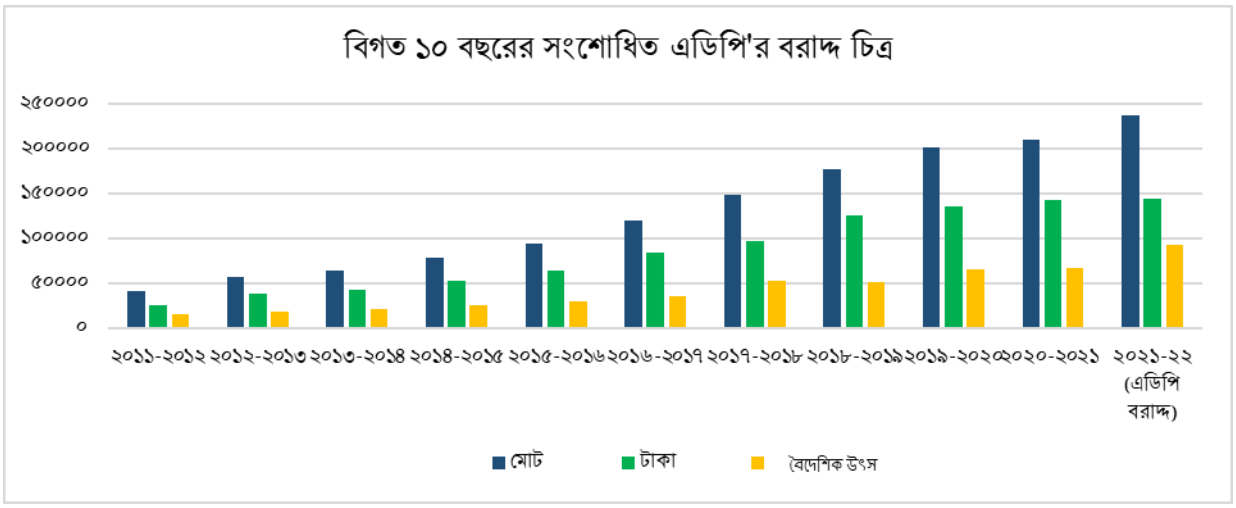

লেখচিত্র-৩.১ ১০ বছরের সংশোধিত এডিপি'র বরাদ্দ

এডিপি প্রণয়নে দেশের সুষম উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়ন, কৃষি শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন, পরিবহণসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপত পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

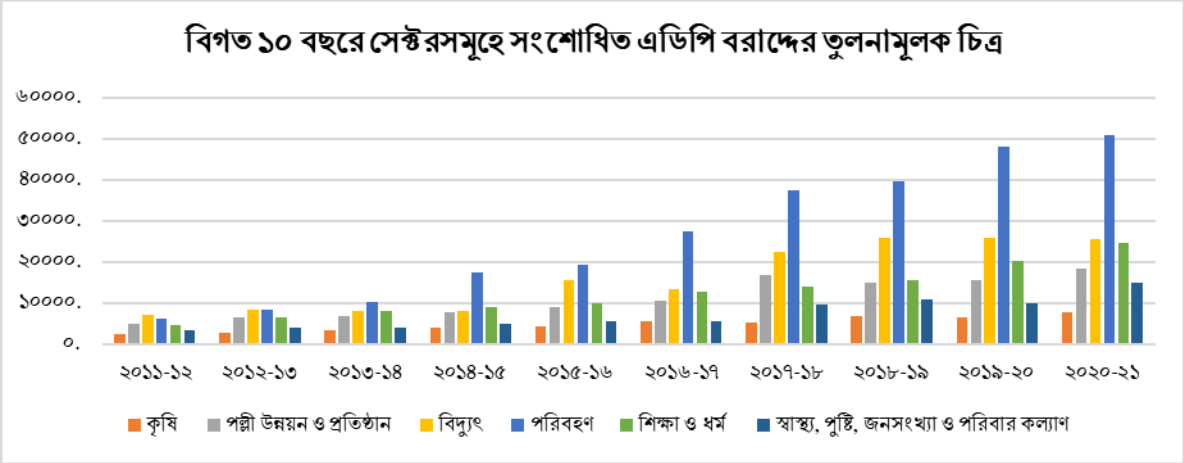

লেখচিত্র-৩.২ ১০ বছরে সেক্টরসমূহে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

সারণি-৩.৩ বছরে সেক্টরসমূহে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক

ক্র.	সেক্টর	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
১.	কৃষি	২৫৪১.৩৪	২৯০৫.৭৬	৩৫১১.৭৬	৪১৫৭.৭১	৪৪১০.০৫	৫৭৪১.৬০	৫২৮৩.৫২	৬৯১৮.২৪	৬৬২৩.৫৩	৭৭৩৪.২৯
২.	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৫০৫৭.৬১	৬৭১২.৪৭	৬৯৭৭.১৫	৭৮৪০.০৯	৯০৪৬.১৩	১০৭৬১.৪৩	১৬৭২২.০০	১৫১৫৪.২৫	১৫৭৭৭.৯১	১৮৩১১.৭২
৩.	বিদ্যুৎ	৭২০৮.১০	৮৫৬৯.০৪	৮০৬৬.১১	৮২২৩.৭১	১৫৪৭৮.২১	১৩৪৪৭.৫৭	২২৩৪০.৩২	২৫৮১৯.১৭	২৬০৩২.৭৭	২৫৭৩৮.০৮
৪.	পরিবহণ	৬২৪৩.২৪	৮৩০৬.৩২	১০২৯৫.১৩	১৭৩৬১.৯০	১৯২১২.১৩	২৭৩৬০.২৩	৩৭৫১৩.২২	৩৯৫৩১.১৭	৪৮১৯৪.৯০	৫০৮০৪.৫৪
৫.	শিক্ষা ও ধর্ম	৪৮২৯.০৬	৬৬১০.৭২	৭৯৯৪.৭৪	৯০২৬.৬৫	১০১০১.৭৪	১২৮৪৫.৯৭	১৪১৮৬.৫৬	১৫৫১০.৮৪	২০৪৪৩.৬৫	২৪৫৮৫.০৮
৬.	স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	৩৩৮৫.১৫	৪০২৭.৩১	৪২১৯.৭৯	৫০৪১.৬১	৫৫৫৬.৪৭	৫৬৫৫.৩৩	৯৬০৭.৫১	১০৯০২.০৭	১০১০৮.৪৯	১৪৯২১.৯০

সারণি হতে দেখা যায়, বিদ্যুৎ খাতে ২০১১-১২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ বরাদ্দ ছিল ৭২০৮.১০ কোটি টাকা, যা ক্রমানুপাতিক হারে ২০২০-২১ অর্থবছরে অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে উক্ত বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫৭৩৮.০৮ কোটি টাকা, যা প্রায় ৩.৫৭ গুণ। অন্যদিকে পরিবহণ খাতেও একইভাবে আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবহণ খাতে ২০১১-১২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৬২৪৩.২৪ কোটি টাকা, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০৮০৪.৫৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ৮.১৩ গুণ।

৩.২.২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ

দেশের আর্থ-সামাজিক ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন করা হয়ে থাকে। সম্পদ বন্টনের অগ্রাধিকার, পরিকল্পিত পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পদের প্রাপ্যতার সাথে সংগতি স্থাপনের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুন প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা ADP/RADP Management System (AMS) এ প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্ত দপ্তর সংস্থা অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যা সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৩.২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য ওয়েববেইজ ডাটাবেজ স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তাবসমূহ কার্যক্রম বিভাগ প্রেরণ করে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথ্যাদি কার্যক্রম বিভাগে ১৯৯৪ সালে Foxpro base স্থাপিত একটি সিস্টেম এবং তা পরবর্তীতে ২০০৪ সালে SQL Server এ আপডেট করা হয়। এ সিস্টেমের আওতায় ম্যানুয়ালি ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপি এবং আরএডিপির ডাটা এন্ট্রি এবং প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রক্রিয়াকে অটোমেশন করা জন্য ADP/RADP Management System (AMS) নামে ওয়েববেইজ Online সিস্টেম প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছর হতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সামগ্রিক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

৩.২.৪ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত পরিবর্তন এবং শক্তিশালী করার জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের আওতায় নিম্নোক্ত ০৪ (চার) টি প্রকল্প চলমান রয়েছে:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল
১	স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS) (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৩)
২	কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (SDBM) (এপ্রিল ২০১৭-মার্চ ২০২২)
৩	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (প্রোগ্রামিং ডিভিশন) (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০)
৪	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি): কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিসিএমইউ) প্রকল্প জুলাই ২০১৫-এপ্রিল ২০২২)

৩.২.৪.১ স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS) (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৩)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বরাদ্দকৃত অর্থের সময়মত যথার্থ ব্যবহারের উপর উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নির্ভরশীল। কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার (PIM) কাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল যেন জাতীয় উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সে লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সুবিধার্থে উক্ত প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের Ministry Assessment Format (MAF) ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহের জন্য Sector Appraisal Format (SAF) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি পাইলট সেক্টরের (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন; এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানী) জন্য Sector Strategy Paper (SSP) এবং Multi-year Public investment Program (MYPIP) প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিতরণ করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেট কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিদ্যমান সেক্টরসমূহকে ১৫টি সেক্টর এবং ৭২টি সাব-সেক্টরে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করা হয়েছে এবং তা গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৩.২.৪.২ কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (SDBM) (এপ্রিল ২০১৭-মার্চ ২০২২)

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে ডিজিটাল ভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহায়তার লক্ষ্যে "কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আধুনিক এমআইএস এর মাধ্যমে নতুন ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিবিএমএস) স্থাপন এবং একটি নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও এএমএস পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন সহজ হবে এবং সময় ও শ্রম সাশ্রয় হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ADP/RADP Management System (AMS) শিরোনামে একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপির সম্পূর্ণ কার্যক্রম এ ডাটাবেইজের মাধ্যমে প্রণয়ন এবং প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নতুন আঙ্গিকে তৈরি করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপি প্রণয়ন পরবর্তি কার্যাবলি নতুন ডাটাবেইজের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় পত্রাদি এই ডাটাবেইজ ও এপ্লিকেশন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। তাছাড়া এ ডাটাবেইজের মাধ্যমে চলতি অর্থবছর হতে পুন:বরাদ্দ ও পুন:উপযোজনের কাজ সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে।

৩.২.৪.৩ ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি)- প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)

দুর্যোগ জনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পূর্বে প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ বিষয়ক তথ্য জানা এবং দুর্যোগের প্রবণতা ও ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য বিবেচনায় নিয়ে ঝুঁকি নিরসনের কৌশল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এনআরপি প্রকল্পের আওতায় Disaster Impact Assessment (DIA) tools and framework প্রস্তুত করা হয়েছে। দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার Digital Risk Information Platform (DRIP) চালু করা হয়েছে। এ বিশেষায়িত DRIP সফটওয়ার ব্যবহার করে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য জানা যাবে। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের সার্ভারে এটি আপলোড করা হয়েছে (www.drip.plancomm.gov.bd)। এছাড়া 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ ও সংশোধন পদ্ধতি' পরিপত্রে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) ফরমেট এ ডিআইএ ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এনআরপি এর সহযোগিতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার DIA tools and framework বিষয়ে প্রায় দেড় শতাধিক সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় "Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA)-এর ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ রক্ষার উদ্দেশ্যে "Business Continuity Plan (BCP)" প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। একইসাথে, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে দুর্যোগ সহনশীল (resilient) করার লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে শিল্প উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য Chittagong Chamber of Commerce & Industry (CCCI) এর সহায়তায় "Supply Chain Resilience Training Module" প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩.২.৪.৪ আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি): কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিসিএমইউ) প্রকল্প (জুলাই ২০১৫-এপ্রিল ২০২২)

প্রকল্পটির মাধ্যমে শহর এলাকায় বৃহদাকারের দুর্যোগ/ভূমিকম্পসহ জরুরী অবস্থা মোকাবেলা ও আপদকালীন উদ্ধার কার্যক্রম সফল ও কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকারি সংস্থাসমূহের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ/কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও সিলেট শহরের দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যানবাহন, অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন অবকাঠামো তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার হাতে কলমে প্রশিক্ষণসহ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া জরুরী ICT যোগাযোগ ইমার্জেন্সী সেন্টার তৈরী ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত করা হয়েছে। পিসিএমইউ প্রকল্পটি আরবান রেজিলিয়েন্স (ইউআরপি) এর একটি উপ প্রকল্প। অন্য তিনটি উপ প্রকল্প হলো URP:DNCC, URP:RAJUK, URP:DDM। প্রকল্পের সার্বিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বাস্তবায়ন অগ্রগতি কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও কার্যকরী প্রক্রিয়ায় তা বাস্তবায়ন করা বর্ণিত এ প্রকল্পের প্রধান কাজ।

চিত্র-৩.৩ Disaster Impact Assessment (DIA) and Digital Risk Information Platform (DRIP) শীর্ষক কর্মশালা

ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

৩.৩ ভৌত অবকাঠামো বিভাগের কার্যাবলি

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের মহান সংবিধান এর অনুচ্ছেদ-১৫ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত ও সুষম জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে তথা ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে **"বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন"** গঠন করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো-সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ।

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের লক্ষ্য: পরিকল্পনা কমিশনের সামগ্রিক পটভূমিতে দেশের টেকসই ও কার্যকর ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলতে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার আলোকে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন।

বিভাগের উদ্দেশ্য: অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং কার্যকর, সুষম ও সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৩.৩.১ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও কার্যপরিধি

ক. সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা এবং এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সুপারিশ/পরামর্শের আলোকে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার নিরূপন;

খ. সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান পরিবহন অবকাঠামো, ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন, পানি সরবরাহ, স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক ভৌত অবকাঠামো খাতের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সেল স্থাপন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;

ঘ. বর্তমানে ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;

ঙ. সংশ্লিষ্ট সেক্টর/সাব-সেক্টর (খাত/উপ-খাতের) অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মকৌশল প্রণয়ন;

চ. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ ও এর বিভিন্ন অংগের ব্যয়ের যৌক্তিকতা নিরূপন এবং প্রয়োজনে প্রকল্প সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

ছ. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প দলিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাবলি সম্পাদন;

জ. প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন এবং উন্নয়ন কাজের প্রকৃত চাহিদা নিরূপন;

ঝ. উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;

ঞ. উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্প সাহায্য চূড়ান্তকরণ;

ট. ভৌত অবকাঠামো বিভাগের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিষয়ে জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধন;

ঠ. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাবলীর উপর আলোচনা ও সমাধানের পন্থা নির্ধারণ;

ড. বৈদেশিক সাহায্য চুক্তি নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসিতে প্রতিনিধিত্বকরণ;

ঢ. প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি/আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় প্রকল্প বিবেচনার জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন। এছাড়া, একনেক সভা এবং মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন।

৩.৩.১.১ বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সারণি-৩.৪ এডিপি আরএডিপি বরাদ্দ ও প্রকল্প সংখ্যার তথ্যাদি

অর্থবছর		২০২০-২১
বরাদ্দ সংক্রান্ত		
এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		৭৬,৪৭৬.৯৬
আরএডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		৭৭,৫৯৭.০২
অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য		
বিনিয়োগ প্রকল্প	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত নতুন (সংশোধিত)	৩৯ (২১)
	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত নতুন (সংশোধিত)	২৭ (১৮)
কারিগরি প্রকল্প		
মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত নতুন (সংশোধিত)		--
নিজস্ব অর্থায়নে	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত নতুন (সংশোধিত)	--
	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত নতুন (সংশোধিত)	০৩ (০)
অননুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা এডিপি (আরএডিপি)		
বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প এডিপি (আরএডিপি)		৪৪৪ (১৫১)
বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে প্রকল্প এডিপি (আরএডিপি)		৪৮ (৮৭)
পিপিপি প্রকল্প এডিপি (আরএডিপি)		৬০ (৪৩)
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য		
পিইসি সভা		১৬০
এসপিইসি সভা		০৪

৩.৩.২. ২০২০-২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম : পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩০১৯৩.৩৯ কোটি টাকা (জিওবি অনুদান - ৩০১৯৩.৩৯ কোটি টাকা)
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

৩.৩.২.১.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

মাওয়া-জাজিরায় ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য অঞ্চলের সড়ক ও রেল যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

৩.৩.২.১.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- ৬.১৫ কিঃমিঃ সেতু নির্মাণ;
- ভূমি অধিগ্রহণ (১৫৩০ হেক্টর);
- ১৩.৮০ কিঃমিঃ নদীশাসন;

চিত্র-৩.৪ বাস্তবায়নাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: ২৩৬৩৫.৪০ কোটি টাকা (৮০%)
অগ্রগতি:ক্রমপুঞ্জিত ভৌত: ৮৫%

৩.৩.২.২ প্রকল্পের নাম: Construction of Multi Lane Road Tunnel under the river Karnaphuli

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০৩৭৪.৪২ কোটি টাকা (জিওবি অনুদান - ৬৪০৭.২১ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য- ৩৯৬৭.২১ কোটি)
প্রকল্পের মেয়াদ : নভেম্বর ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।

৩.৩.২.২.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিঃমিঃ টানেল নির্মাণ করা;
- যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল হিসেবে চট্টগ্রামের ভূমিকা শক্তিশালীকরণ;
- ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এর জাতীয় মহাসড়কের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- এশিয়া হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন;
- কর্ণফুলী নদীর দুই পাশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন;
- বর্তমানে চালু দু'টি ব্রীজের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের চাপ কমানো;
- সাংহাইয়ের আদলে ''One City Two Town'' ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩.৩.২.২.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

▪ ৩.৪০ কিঃমিঃ (ডুয়েল লেন শীলড্-ড্রাইভেন টানেল) টানেল নির্মাণ	▪ ৬২.৮২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ
▪ ৪.৮৯২ কিঃমিঃ টানেল এপ্রোচ নির্মাণ	▪ পরামর্শক সেবা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা
▪ ৭৬০০ বঃমিঃ টোল প্লাজা।	

চিত্র-৩.৫ বাস্তবায়নাধীন কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত: ৫৭০৮.৭৪ কোটি টাকা (৫৫.০২%)

অগ্রগতি: ক্রমপুঞ্জিত ভৌত: ৬০%

৩.৩.২.৩ প্রকল্পের নাম: ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MRT Line-6)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পণি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩৪৯০.০৭ কোটি টাকা (জিওবি অনুদান - ৬৮৯৫.৪৮ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য- ১৬৫৯৪.৫৯ কোটি)

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

৩.৩.২.৩.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

- ঢাকা শহরে উত্তরা ৩য় ফেইজ-পল্লবী-রোকেয়া সরণির পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-সোনারগাঁও হোটেল-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ ও পরিচালনার মাধ্যমে আধুনিক, যানজটমুক্ত, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৩.৩.২.৩.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- ২০.১ কিঃমিঃ (এলিভেটেড) MRT লাইন স্থাপন
- ১৬টি স্টেশন স্থাপন
- ভূমি অধিগ্রহণ
- ইউটিলিটি স্থানান্তর।

চিত্র-৩.৬ বাস্তবায়নাধীন MRT Line-6

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত: ১৫৮১৩.৯০ কোটি টাকা (৬৭.৩২)
অগ্রগতি: ক্রমপুঞ্জিত ভৌত: ৬২%

৩.৩.২.৪ প্রকল্পের নাম: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : রেলপথ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রেলওয়ে
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৯২৪৬.৮০ কোটি টাকা (জিওবি অনুদান-১৮২১০.১০ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য-২১০৩৬.৬৯ কোটি)
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

৩.৩.২.৪.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

- পদ্মা বহুমুখী সেতু হয়ে ঢাকার সাথে নতুন এলাকা মুন্সীগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও নড়াইল জেলার মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন;
- ঢাকা-যশোর করিডোরে অপারেশনাল সুবিধাসমূহের উন্নয়ন এবং ২১২.০৫ কিঃমিঃ সংক্ষিপ্ত রুটে বিকল্প রেল যোগাযোগ স্থাপন;
- বাংলাদেশের মধ্যে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আরেকটি উপ-রুট স্থাপন;
- এ রুটে কন্টেইনার চলাচলের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফ্রেইট ও ব্রড গেজ কন্টেইনার ট্রেনসমূহ প্রয়োজনীয় স্পীড ও লোড ক্যাপাসিটিসহ চালুকরণ;
- যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন ও যাত্রী সুবিধাদি বৃদ্ধি;
- ভবিষ্যতে উক্ত রুটে দ্বিতীয় লাইন নির্মাণ এবং বরিশাল ও পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরকে এই রুটের সাথে সংযুক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টি;
- গণ-পরিবহন সুবিধা প্রবর্তনের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসকরণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা; এবং
- মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) আনুমানিক এক (১) শতাংশ বৃদ্ধিকরণে অবদান রাখা।

৩.৩.২.৪.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- মেইন লাইন ১৭২.০০ কিঃমিঃ (নতুন ব্রডগেজ লাইন ১৬৯ কিঃমিঃ+ ৩কিঃমিঃ ডাবল লাইন) এবং লুপ ও সাইডিং ৪৩.২২ কিঃমিঃ সহ মোট ২১৫.২২ কিঃমিঃ ব্রডগেজ রেল ট্র্যাক নির্মাণ;
- ২৩.৩৭৭ কিঃমিঃ ভায়াডাক্ট, ১.৯৮ কিঃমিঃ র‍্যাম্পস, ৬৬টি মেজর ব্রীজ, ২৪৪টি মাইনর ব্রীজ/কালভার্ট/ওভারপাস, ১টি হাইওয়ে ওভারপাস ও ২৯টি লেভেল ক্রসিং নির্মাণ;
- ১৪টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ এবং ৬টি বিদ্যমান স্টেশনের উন্নয়ন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ;
- ২০টি স্টেশনে টেলিযোগাযোগসহ রিলে ইন্টারলকড্ সিগন্যালিং ব্যবস্থা স্থাপন;
- ১০০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ, ১৭৮৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ;
- ৫৯৯৬ জনমাস পরামর্শক সেবা।

চিত্র-৩.৭ বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতু রেল সংযোগ

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত: ১৮৩০৪.৪৫ কোটি টাকা (৪৬.৬৪%)
অগ্রগতি: ক্রমপুঞ্জিত ভৌত: ৪৩%

৩.৩.২.৫ প্রকল্পের নাম: বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : রেলপথ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রেলওয়ে
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬৭৮০.৯৫৬৩ কোটি টাকা (জিওবি ৪৬৩১.৭৫৮৪ +প্র/সা ১২১৪৯.১৯৭৯)
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

৩.৩.২.৫.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

- বঙ্গবন্ধু সেতুতে বিদ্যমান সীমিত এক্সেল লোড, গতি এবং ট্রেন কম্পোজিশন সংক্রান্ত বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূর করার মাধ্যমে লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি এবং যাত্রা সময় হ্রাস করা;
- যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন চলাচলের ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রধান প্রধান শহরগুলোর সাথে জনসাধারণের যাতায়াত উন্নত করা;
- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনটেইনার পরিচালনার জন্য ব্রডগেজ কনটেইনার ট্রেন সার্ভিস চালু করা;
- লোড এন্ড স্পীড প্রতিবন্ধকতা দূর করে অধিকতর উৎপাদনশীলতা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- রেল পরিবহনে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির মাধ্যমে সড়ক পথে ট্রাফিক হ্রাস করা;
- গ্যাস সঞ্চালন লাইন স্থাপন করা।

৩.৩.২.৫.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর সমান্তরালে ৩০০ মিটার উজানে প্রায় ৪.৮ কিঃমিঃ ডেডিকেটেড ডুয়েলগেজ স্টীল রেল ব্রীজ নির্মাণ;
- প্রায় ০.৩ কিঃমিঃ ভায়াডাক্ট নির্মাণ;
- ৬.২ কিঃমিঃ রেলওয়ে এপ্রোচ নির্মাণ;
- বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব ও পশ্চিম রেল স্টেশন ভবন ও স্টেশন চত্তর মেরামত ও রিমডেলিং;
- কম্পিউটার বেজড ইন্টারলকিং সিগন্যালিং সিস্টেমের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব ও পশ্চিম রেল স্টেশন আধুনিকীকরণ;
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা রিভিউ করা, বিশদ নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ কাজ তদারকী ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরির জন্য পরামর্শক সেবা গ্রহণ।

চিত্র-৩.৮ বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত: ৩৮০৭.৩৫ কোটি টাকা (২২.৬৯%)

অগ্রগতি: ক্রমপুঞ্জিত ভৌত: ৩৪%

৩.৩.২.৬ প্রকল্পের নাম: সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৮৫০.৭৩৮৭ কোটি টাকা (জিওবি)
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

৩.৩.২.৬.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

- প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন।

৩.৩.২.৬.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

▪ গভীর নলকূপ-১২৩৮৭৭টি	▪ সোলার পিএসএফ-৩২০টি
▪ অগভীর নলকূপ-৯০৬৩৬টি	▪ আর্সেনিক আয়রন রিমোভাল প্ল্যান্ট (ভ্যাসেল টাইপ)-২৯৫৭০টি
▪ সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ-২০৬৬৬৪টি	▪ কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট-৮৮৩৮টি
▪ সাবমার্সিবল পম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ-১৭০২২২টি	▪ উপজেলার অফিস ভবন নির্মাণ-১২টি
▪ রিংওয়েল-৩৩৭৯টি	▪ উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম
▪ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইউনিট-৩২১০টি	▪ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি
▪ রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম-৪৯১টি	

চিত্র-৩.৯ সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবারাহ প্রকল্প

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ৬৯৯.৯৮ কোটি টাকা (৭.৯১%)।

অগ্রগতি: ক্রমপুঞ্জিত ভৌত: ৯.১০%

৩.৩.২.৭ প্রকল্পের নাম: ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনীর অভ্যন্তরে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২য় পর্যায়)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৯০২৩.১৯ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ : ১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত।

৩.৩.২.৭.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা প্রদান।
- সরকারের অব্যহৃত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।
- উপযুক্ত, মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নিশ্চিতকরণ।

৩.৩.২.৭.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

▪ ৯টি ১০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ২০ তলা ভবন	:	১১৬১৫৪.৬৩ বর্গমিটার
▪ ৮টি ৮০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ২০ তলা ভবন	:	৮৫৫০৫.৭৬ বর্গমিটার
▪ ১টি ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা কমন ফ্যাসিলিটিজ ভবন	:	৭৮০৩.৭৪ বর্গমিটার
▪ ১টি ৬তলা ভিত বিশিষ্ট গণপূর্ত সার্ভিস মেইনেটেন্যান্স ভবন	:	২৬০১.২৬ বর্গমিটার
▪ ১০০০/১২৫০ কেজি লিফট (প্যাসেঞ্জার ও বেড লিফট)	:	৫৪টি
▪ সাব-স্টেশন যন্ত্রপাতি ক্রয়	:	১৮টি

চিত্র-৩.১০ ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনীর অভ্যন্তরে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২য় পর্যায়)

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত : ৯০২.৬৬৯৯ কোটি টাকা (৯১%)

অগ্রগতি: ক্রমপুঞ্জিত ভৌত: ১০০.০%

৩.৩.২.৮ প্রকল্পের নাম: গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং ৫জি সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টিবিএল)
প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২০৪.৩৯ কোটি টাকা (জিওবি অনুদান: ২১৪৪.০৬ কোটি + নিজস্ব অর্থ: ৬০.৩৩ কোটি টাকা)
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।

৩.৩.২.৮.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে ৪জি প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা সুলভ মূল্যে প্রদানের লক্ষ্যে নেটওয়ার্কের গুনগতমান উন্নয়ন এবং সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য অনুসারে ২০২১-২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ৫জি প্রযুক্তি নির্ভর মোবাইল সেবা প্রদান এর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে বিদ্যমান কোর ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক এর প্রয়োজনীয় আধুনিকায়ন।

৩.৩.২.৮.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- নতুন ৩০০০টি বিটিএস সাইট তৈরিকরণ/প্রস্তুতকরণ (রুম, টাওয়ার, লক ইত্যাদি)- নিজস্ব-৫০০ সাইট এবং টাওয়ার শেয়ারিং-২৫০০ সাইট;
- গ্রাহক সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান ২০০০টি ৩জি/৪জি মোবাইল বিটিএস সাইটের যন্ত্রপাতিসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- বিদ্যমান ২০০টি মোবাইল বিটিএস প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সাইটসমূহের আধুনিকায়ন;
- বিদ্যমান ১০০০টি ২জি/৩জি মোবাইল বিটিএস সাইটে ৪জি বিটিএস সংযোজন;

- Fixed Wireless Access (FWA) প্রযুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি দপ্তর, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৫০০০টি FWA ডিভাইস স্থাপন;
- আইপি লংহল (জিবিপিএস ক্ষমতাসম্পন্ন) মাইক্রোওয়েভ লিংক স্থাপন;
- শর্টহল মাইক্রোওয়েভ লিংক স্থাপন;
- কোর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (আইএমএস/ভয়েস ওভার এলটিই);
- কোর আইপি ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ; এবং
- চার্জিং, বিলিং, ভ্যালু এডেড সার্ভিস ও অন্যান্য সাবসিস্টেম সম্প্রসারণ।

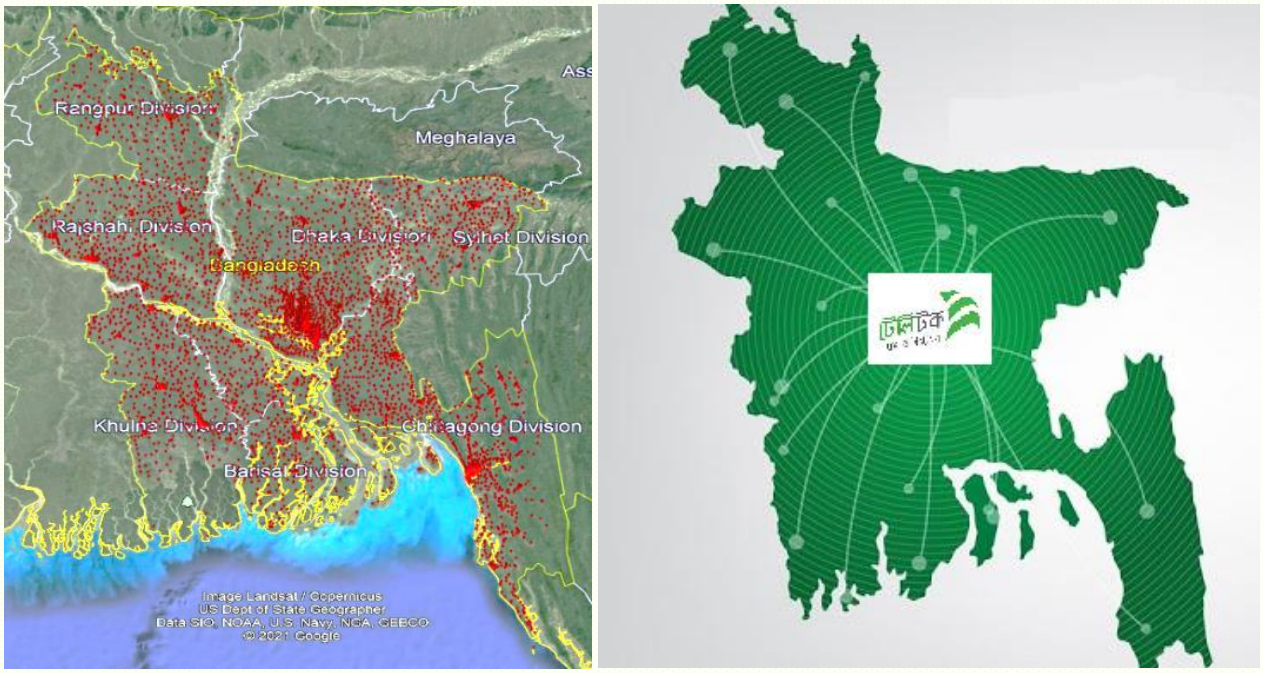

চিত্র-৩.১১ গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং ৫জি সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন

৩.৪ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের কার্যাবলি

৩.৪.১ সেক্টর: শিক্ষা ও ধর্ম

একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কাজ করে চলেছেন। তাঁর মেয়াদকালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তরের আওতায় প্রণীত আইন ও বিধি এবং বিভিন্ন সেক্টরের গৃহীত নীতি ও কর্মকৌশলের মাধ্যমে দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-তে শিক্ষা সেক্টর ২.৪২ শতাংশ ভূমিকা রেখেছে, যেখানে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫০% এবং ৭২,৩০৮ কোটি টাকার মূল্য সংযোজন করেছে। এ সরকারের সময়কালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১. ২০২১-২০৪২), জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি), সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও বিদ্যমান বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোচ ও অগ্রাধিকার খাতসমূহে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে বর্ণিত কৌশলসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের করোনা মহামারী ও বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশের সকল স্তরে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরিতে প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে ২০২০-২১ অর্থবছরের মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে ১৩৬টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ-১২৯টি এবং কারিগরি ৭টি)-এর অনুকূলে মোট ২২,৪৬১.৭৫ কোটি (জিওবি: ২০১৭৭.২২ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ২২৮৪.৫৩ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপিতে ১৫৪টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ-১৪৬টি এবং কারিগরি ৮টি)-অনুকূলে মোট ২৪,৫৭১.৮০ কোটি (জিওবি: ২২,৬৭৯.৬২ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১৮৯২.১৮ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের জন্য ৯৬৪.৪৮ কোটি (জিওবি: ৯৫৪.৪৮ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১০.০০ কোটি) টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছিল এবং ১০টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ও সম্ভাব্য সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা ১২টি। আলোচ্য অর্থবছরে শিক্ষা সেক্টরে যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদন করা হয় তার সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো:

৩.৪.২ প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোচ (কর্মসূচি উদ্যোগ) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং সকল শিশুকে স্কুলমুখী করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রোগ্রাম অ্যাপরোচ (কর্মসূচি উদ্যোগ) গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে **"প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪ (পিইডিপি-৪)"** এবং **"সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)"** শীর্ষক সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। যার মাধ্যমে একটি দক্ষ, সমন্বিত এবং সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ স্কুলিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি" শীর্ষক একটি প্রকল্প চলমান আছে, যার ফলে বর্তমানে বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৯৭% এরও বেশী শিশু বিদ্যালয় গমন করছে । ফলে, অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে সাথে মানব সম্পদ উন্নয়নে এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৩.৪.৩ ফোকাস সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়ন

৩.৪.৩.১ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন

সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সকল শিশুকে স্কুলমুখী করার লক্ষ্যে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ঝরে পড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, নিরক্ষরতা দূরীকরণে মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্পসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে মোট ১২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯২০৫.৭০ কোটি (জিওবি: ৭৪২৭.৫০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১৭৭৮.২০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপিতে ১৪টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১০৬৮৫.৮১ কোটি (জিওবি: ৯২০৯.৬৫ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪৭৬.১৬ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে একটি দক্ষ, সমন্বিত এবং সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে।

৩.৪.৩.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ পর্যায়ে দেশব্যাপী নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় তৈরি করা, বিদ্যমান বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষা সহায়ক যন্ত্রপাতি বিশেষ করে আইসিটি সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন', 'আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়), নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন চলমান রয়েছে। এছাড়াও জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন, সরকারি কলেজসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি কলেজ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান, গবেষণাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং উচ্চ শিক্ষায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শক্তিশালীকরণের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানসহ প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক/একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে মোট ৭৯টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯৮১৫.২৩ কোটি (জিওবি: ৯৩৯৩.৯০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৪২১.৩৩ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপিতে ৮৬টি প্রকল্পে মোট ৯৬৮৫.২১ কোটি (জিওবি: ৯৩৩৮.৩১ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪৬.৯০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

চিত্র-৩.১২ "দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের বিস্কুট/খাবার গ্রহণের স্থির চিত্র।

চিত্র-৩.১৩ ৫৬০টি মডেল মসজিদ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১০ জুন ২০২১ তারিখে ৫০টি নির্মিত মডেল মসজিদের শুভ উদ্বোধন করেন।

৩.৪.৩.৩ কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার উন্নয়ন

উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র্যের হার হ্রাসের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার TVET (Technical and Vocational Education and Training) খাতকে ফোকাস সেক্টর হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ লক্ষ্যে সার্বিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে নির্বাচিত ডিপ্লোমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে এসএসসি ভোকেশনাল কার্যক্রমে যথাযথ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরি দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতদ্‌লক্ষ্যে ভবিষ্যতের কর্ম উপযোগী এবং সম্ভাবনাময় উন্নত কর্মসংস্থানের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীসহ যুবসমাজ ও কর্মীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষে Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (TSC) বিদ্যমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট উপজেলাসমূহে ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (TSC) স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলছে। এ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে ১০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৪৭৬.১০ কোটি (জিওবি: ১৩৯১.১০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৫.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপিতে ১০টি প্রকল্পে মোট ৭২২.৩২ কোটি (জিওবি: ৬৬২.৩২ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৭.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৪.৩.৪ টেক্সটাইল সেক্টর ভিত্তিক শিক্ষার উন্নয়ন

বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের গুরুত্বপূর্ণ খাত টেক্সটাইল সেক্টরে উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ খাতে ৫ (পাঁচ)টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে (টাঙ্গাইল, পাবনা, জোরারগঞ্জ, বেগমগঞ্জ ও বরিশাল) টেক্সটাইল কলেজে রূপান্তর ছাড়াও ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ, পীরগঞ্জ (রংপুর), মাদারীপুর, সিলেট এবং জামালপুরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। এ ছাড়াও নোয়াখালী, গৌরনদী, ভোলা, জামালপুর, নওগাঁ (মান্দা), লালমনিরহাট, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এবং সিলেট এ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে মোট ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ২৮৮.২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপিতে ১৯টি প্রকল্পে মোট ৩৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৪.৩.৫ শিক্ষার উন্নয়নে সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যে স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নির্বাচিত ১৮০০টি মাদ্রাসায় নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণকল্পে **"নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন"** প্রকল্প এবং সারা দেশের এমপিওভুক্ত মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক ও স্টাফদের বেতন আবেদন অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ সম্পন্ন করার নিমিত্ত "মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে এমইএমআইএস সাপোর্ট স্থাপন" প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্র হতে আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ ও শিক্ষিত জনবল তৈরি করা সম্ভব হবে। এছাড়া, মাদ্রাসা পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম, শিক্ষার্থী ফিডিং প্রোগ্রাম, আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিভাগীয় পর্যায়ে কারিগরি মাদ্রাসা স্থাপন ও মাদ্রাসাসমূহে নতুন শিক্ষা ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সারাদেশের মসজিদ এবং প্যাগোডার অবকাঠামো ব্যবহার করে শিশু শিক্ষার্থীকে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাক প্রাথমিক ও পবিত্র কুরআন এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ অবলম্বনে শিক্ষা প্রদান, নৈতিকতা শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, রিসোর্স সেন্টার কাম শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনা করা এবং সারাদেশে ৭৬৬৭০ জন আলেম-উলামা, বেকার নারীপুরুষকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে "মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-(৭ম পর্যায়)" এবং "প্যাগোডা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, সারা দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১০ জুন ২০২১ তারিখে নবনির্মিত ৫০টি মডেল মসজিদের শুভ উদ্বোধন করেন। চলমান এ সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে মোট ৭টি প্রকল্পের অনুকূলে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৮৪০.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপিতে ১০টি প্রকল্পে মোট ১৮২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৪.৩.৬ অন্যান্য উদ্যোগসমূহ

প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যমান ১২টি ক্যাডেট কলেজসহ তাদের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে গৃহীত এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করাসহ বাজার চাহিদা ভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা জ্ঞান সম্পন্ন জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলমান প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে মোট ৯টি প্রকল্পের অনুকূলে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৩৯৩.২১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপিতে ১১টি প্রকল্পে মোট ৫২৮.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৪.৩.৭ উদ্যোগ সমূহের ফলাফল

বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস তথা জনগণের জীবন মান উন্নয়নসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩.৪.৪ সেক্টর: ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

বিনোদনের পাশাপাশি পরিপূর্ণ শারীরিক বিকাশ এবং সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখতে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সেক্টরের আওতায় দু'টি সাব-সেক্টর রয়েছে ক. ক্রীড়া ও খ. সংস্কৃতি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ সেক্টরের ৩৭টি অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে ৪৮৪.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৪.৪.১ সাব-সেক্টর: ক্রীড়া

এ সাব-সেক্টরের আওতায় ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ এবং ক্রীড়ার ভৌত ও গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। খেলার মান উন্নয়ন, প্রতিভা বিকাশ ও ক্রীড়া শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে যুব সমাজের নিকট ক্রীড়া সুবিধাদি পৌঁছানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। এ পর্যন্ত ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো ১৭৯টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার যুব সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত ও মাদকমুক্ত করতে ক্রীড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সিলেট ও কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সাব-সেক্টরের ১৯টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৮৭.২০ কোটি টাকা এবং জননিরাপত্তা বিভাগের ০১টি বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য ১৬.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৪.৪.২ সাব-সেক্টর: সংস্কৃতি

বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে এ উপ-খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম এ সেক্টরের আওতাধীন। উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বঙ্গবন্ধু সামরিক যাদুঘর নির্মাণের কাজটিও এই সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এসব সেক্টরে বেশ কিছু ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করাসহ দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। দেশের প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে বর্তমান সরকার এ খাতে বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান করে যাচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৬টি প্রকল্পের বিপরীতে ১৮১.০২ কোটি টাকা এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০১টি বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৪.৫ সেক্টর: সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন খাতের আওতাধীন সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সেক্টরের আওতায় অষ্টম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক উন্নয়ন এবং যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সেক্টরে ক্রমবর্ধমান হারে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ সেক্টরের ৫৫টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৮৭৫.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৪.৫.১ সাব-সেক্টর: সমাজকল্যাণ

সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সকল স্তরের জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে দু:স্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এ সাব-সেক্টরের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সমাজের পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর অংশ, বেকার, ভূমিহীন, অনাথ, দু:স্থ, ভবঘুরে নিরাশ্রয়, বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দরিদ্র, অসহায়, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নে বহুমাত্রিক ও নিবিড় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সাব-সেক্টরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান। এ সাব-সেক্টরে ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২৭টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৩৩১.৭৫ কোটি (জিওবি ২৬৯.৩৫ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৬২.৪০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৪.৫.২ সাব-সেক্টর: মহিলা ও শিশু বিষয়ক

এ সেক্টরের লক্ষ্য হলো নারীর উন্নয়ন এবং শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা ও তাদের বিকাশ সাধন। এর আওতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সকল নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর ন্যায্য অধিকার ও সমতা নিশ্চিতকরত সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি শিশুরাই আগামীর কর্ণধার বিবেচনায় শিশুর অধিকার ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প চলমান রয়েছে। নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। 'শেখ

হাসিনার বার্তা, নারী-পুরুষ সমতা' এ স্লোগান বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক সাব-সেক্টরের অধীনে ২১টি প্রকল্পে মোট ৪৭২.৪৬ কোটি (৩৮৯.৫১ কোটি জিওবি এবং প্রকল্প সাহায্য ৮২.৯৫ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

৩.৪.৫.৩ সাব-সেক্টর: যুব উন্নয়ন

দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩৩% যুবক-যুব মহিলা। তাদেরকে উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ খাতের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামের যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যুব উন্নয়ন সাব-সেক্টরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন কেন্দ্রকে ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানসহ চাকুরির সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে যুবদেরকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার জন্য এ খাতে উত্তরোত্তর বর্ধিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। এ সাব-সেক্টরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিতে ৬টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৪২.৫৯ কোটি (জিওবি ৪২.৩৬ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ০.২৩ কোটি) টাকা ও স্থানীয় সরকার বিভাগের ০১টি প্রকল্পের বিপরীতে ২৮.৫০ টাকা (জিওবি ১৮.৫০ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ১০.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৪.৬ সাব-সেক্টর: গণযোগাযোগ

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান সময়ে গণসংযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এ সেক্টরের আওতায় সরকারের সাথে জনগণের যোগাযোগ মাধ্যমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ সেক্টরভুক্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বিএফডিসি, গণসংযোগ অধিদপ্তরের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখাতে বর্ধিত হারে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে গণসংযোগ সেক্টরের আওতাধীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১২টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ২৪৮.২৫৩৬ কোটি (জিওবি ২৩১.৭৫৩৬ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১৬.৫০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৪.৭ সেক্টর: জনপ্রশান

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে প্রশিক্ষণ ও কর্মজীবনের অগ্রগতিকে সম্পৃক্ত করে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরাই জনপ্রশাসন সেক্টরের মূল লক্ষ্য। প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা আনয়ন বিশেষত: অনলাইন ভ্যাট আদায় ও ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের সুযোগ তৈরি, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, বীমাখাতের উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অবাধ প্রতিযোগিতা, অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এর অধিকতর সংস্কার ও ই-জিপি সম্প্রসারণ, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প জনপ্রশাসন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের নিকট সরকারের প্রশাসনিক সেবা যথাসময়ে ও দক্ষতার সাথে পৌঁছে দেয়াই এসব প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)-তে জনপ্রশাসন সেক্টরে ৮২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৩৭৭.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

জনপ্রশাসন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের অধীন 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দ্যা ক্যাবিনেট ডিভিশন এন্ড ফিল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের 'বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন' ও 'ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম- ৩ (২য় পর্যায়)' অর্থ বিভাগের 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত)' নির্বাচন কমিশনের আওতায় 'নির্বাচন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার এবং 'Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA)', অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ (ভ্যাট অনলাইন)', শীর্ষক প্রকল্প।

উল্লিখিত প্রকল্পগুলো ছাড়াও এ সেক্টরের আওতায় সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ' 'স্টেংথেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক 'সরকারি বিনিয়োগ অধিকতর কার্যকর করার জন্য সেক্টর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন' প্রকল্প ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন' সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)', 'জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন অ্যাকাডেমী প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 'বিপিএটিসি এর কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' ও 'বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়)' স্থানীয় সরকার বিভাগের 'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)' দুদক-এর 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ', বিপিএসসি-এর বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের '৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পসমূহ এ সেক্টরের অন্যতম কয়েকটি প্রকল্প। সরকারের **'রূপকল্প ২০৪১'** এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম জনপ্রশাসনের জন্য আধুনিক বিশ্বের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পসমূহ উন্নত জনসেবা প্রদান তথা দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৩.৪.৮ সেক্টর: বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপে গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরের মূল লক্ষ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং এর ফলাফলের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

তথ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে পারস্পারিক তথ্য আদান প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কানেকটিভিটি প্রদান, আইসিটি বিষয়ে ফ্রি-ল্যান্সার তৈরির লক্ষ্যে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকারি তথ্য ভান্ডার নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন, ইন্টারনেটে তথ্যের মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা ও নিরাপদ ই-মেইল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন, গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন, তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এন্ড গেমিং ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প বাস্তবায়ন, দেশব্যাপী সরকারি সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, ইস্ট্যাবলিশিং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি, দুর্গম এলাকায় আইসিটি নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি প্রদান, সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পারামাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশে প্রথম বারের মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইসোটোপ উৎপাদন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, পরমাণু চিকিৎসা, প্রযুক্তি নির্ভর ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফী এবং কম্পিউটেড টমোগ্রাফী (পেটসিটি) প্রযুক্তি স্থাপন, দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন, ইনস্টিটিউট অব বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজ এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাকরণ, নবজাতকের জন্মগত হাইপো থাইরয়েডিজম জনিত প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন, জাতীয় জীন ব্যাংক স্থাপন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, খুলনা স্থাপন, হাইড্রোজেন গবেষণাগার স্থাপন, বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর শুটকী মাছ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনডোর ফার্মিং গবেষণা সংক্রান্ত সুবিধাদি স্থাপন, কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, কক্সবাজারস্থ বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটি মেরিন এক্যুরিয়াম স্থাপন, বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপন প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা

স্থাপন, বিসিএসআইআর এর ভ্রাম্যমাণ গবেষণাগার স্থাপন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত এসকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিজ্ঞান ও আইসিটি সেক্টরে অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস তথা জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরে ৫৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১৫৭৫.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৪.৯ সেক্টরঃ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ

মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি অন্যতম সূচক হিসেবে স্বাস্থ্য সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জনস্বাস্থ্যকে অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(১) ও অনুচ্ছেদ ১৮(১) এ চিকিৎসাসহ জনগনের পুষ্টি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন রাষ্ট্রের একটি অন্যতম দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ এ জনস্বাস্থ্য খাতকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অস্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে উন্নীত করতে হলে, প্রয়োজন হবে দক্ষ জনশক্তি যার অন্যতম নিয়ামক মানসম্মত জনস্বাস্থ্য। একটি স্বাস্থ্যকর ও সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরে বর্তমান সরকারের ভিশন হলো 'সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মান সম্মত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা'। এটি অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-সব ধরণের স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার পরিধি বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য প্রশাসনকে শক্তিশালী করা এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ পেশাদার জনবল বৃদ্ধি করা। এছাড়া, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ঘটানো, বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন-মহিলা, শিশু, বয়স্ক এবং দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্য/লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা/অনুদান/ঋণে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4^{th} HPNSP)'র আওতায় ৩১টি অপারেশনাল প্ল্যান রয়েছে। এ অপারেশনাল প্ল্যানের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র (4th HPNSP) মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২২ এর পরিবর্তে ১ বছর বৃদ্ধি করে জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ করার প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় ৭৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ১২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ সর্বমোট ৮৮টি অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৪৯২১.৮৯ কোটি (জিওবি ৭০৬৪.৪২ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৭৮৫৭.৪৭ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে একনেক সভায় ৫টি ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৮টি সহ সর্বমোট ১৩টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

৩.৪.১০ সেক্টর: শ্রম ও কর্মসংস্থান

বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় বিশাল জনশক্তিকে কর্মে নিযুক্তকরণ ও উন্নত মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক/যুবতীদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বিভিন্ন উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে এবং 'উপজেলা পর্যায়ে ৫০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনাধীন আছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে ১ লক্ষ ড্রাইভার তৈরির লক্ষ্যে উক্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন পর্যায়ে আছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'Employment Injury Protection Scheme for the Workers in the Textile and Leather Industries','বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)', 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ', 'দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং জোরদার করণে ঘাগড়ায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ শ্রমকল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ', 'নারায়ণগঞ্জ বন্দরে এবং চট্রগ্রাম কালুরঘাটে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ০৫ শয্যার হাসপাতাল সুবিধাসহ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পসমূহ চলমান আছে।

কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৩.৫ কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যাবলি

স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সাধারণত উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন/পুনর্বাসন এবং সাইক্লোন শেল্টার, উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, গ্রোথ সেন্টর/বাজার নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া, উক্ত সড়কসমূহে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্বাসন, বৃক্ষরোপন, ঘাট নির্মাণ, যাত্রী ছাউনী, সড়ক প্রতিরক্ষা ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন-৩৩,০০০ কিঃমিঃ, গ্রামীণ সড়ককে দুর্যোগ সহনীয় ২ (দুই) লেন সড়কে উন্নীতকরণ- ১৬,০০০ কিঃমিঃ, ইউনিয়ন সড়কের ইন্টারসেকশন নিরাপদকরণ-৮০০০ কিঃমিঃ, সেতু নির্মাণ/পুনর্বাসন-১,৬৫,০০০ মিটার, গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন-৫০০টি, বাজার উন্নয়ন-১২০০টি নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পল্লী প্রতিষ্ঠান (এলজিইডি) খাতে ৯৯টি (নিরানব্বই) প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প-৯৩টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প- ৫টি এবং জেডিসিএফ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প-১টি।

২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত, অনুমোদিত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হলো:

৩.৫.১ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য

১.	প্রকল্পের নাম	:	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) (২য় সংশোধন)
২.	ক. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
	খ. বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

সারণি-৩.৫ বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি)

৩.	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	:	**ধরন**	**প্রাক্কলিত ব্যয়**
			মোট	৩১৭০.৭৬
			জিওবি	১০.০০
			প্রকল্প সাহায্য	৩১৬০.৭৬

৫.	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	**আরম্ভ**	**সমাপ্তি**
			জানুয়ারি ২০১৫	জুন ২০২৩

৬.	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা, সাইক্লোন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষের জীবন, সম্পদ, আশ্রয়স্থল, গবাদিপশু এবং অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় বিধায় উপকূলীয় জনগণের সুরক্ষার প্রয়োজনে উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৫৬টি নতুন বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্র মেরামতকরণ।

নির্মিত ২টি আশ্রয় কেন্দ্রের চিত্র

চিত্র-৩.১৪ উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (২য়সংশোধন)

৩.৫.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য

১.	প্রকল্পের নাম	:	পল্লী সড়কে গুরুত্বপুর্ণ সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধন)
২.	ক. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
	খ. বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

সারণি-৩.৬ পল্লী সড়কে গুরুত্বপুর্ণ সেতু নির্মাণ

৩.	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	:	**ধরন**	**প্রাক্কলিত ব্যয়**
			মোট	৬,৪৫৭.১৯
			জিওবি	৬,৪৫৭.১৯
			প্রকল্প সাহায্য	-

৫.	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	**আরম্ভ**	**সমাপ্তি**
			জানুয়ারি ২০১৭	জুন ২০২৪

৬.	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	▪ ৪১,০৪৩ মিটার (১৩২টি) সেতু নির্মাণ এবং ৬৭.২৩৪ কিঃমিঃ অ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন সহজীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ▪ নিরবচ্ছিন্ন গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পরিবহন সময় ও ব্যয় হ্রাস।

নির্মাণাধীন কয়েকটি ব্রীজের চিত্র

চিত্র-৩.১৫ দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলাধীন আত্রাই নদীর উপর ১৭৫ মিটার ব্রীজ নির্মাণ

চিত্র-৩.১৬ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন ফুলঝোড় নদীর উপর ২৯৪ মিটার ব্রীজনির্মাণ

চিত্র-৩.১৭ কুষ্টিয়া জেলার কুমার খালী উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর ৬৫০ মিটার ব্রীজ নির্মাণের চিত্র

চিত্র-৩.১৮ চলমান প্রকল্পের Arch ব্রীজের Model

সাব-সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন

পরিকল্পনা কমিশনের পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে গ্রামীণ অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এ সেক্টরে অধীনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের প্রসার, গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কাজে গ্রামীণ দরিদ্র ও দু:স্থ নারীদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে পরিকল্পিত উন্নয়নে এ সেক্টর ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ সেক্টরের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ১৫টি, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের ৩টি, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৩টি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মধ্যে আমার বাড়ি আমার খামার (পূর্বের একটি বাড়ি একটি খামার), সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি -৩য় পর্যায়, পল্লী জনপদ, পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, উত্তরাঞ্চলের অতি দরিদ্র্যদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩, উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, আশ্রয়ণ-২, আশ্রয়ণ-৩, গুচ্ছগ্রাম-২ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রকল্প গুলি বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাকে টেকসই কৃষি নির্ভর Income Generating Unit এ উন্নীতকরণের মাধ্যমে জাতীয় দারিদ্র্যের হার হ্রাসকরণে ভূমিকা রাখছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় পরিবারকে আবাসন সুবিধা প্রদানের ম্যাধমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এ সেক্টরের আওতায় পল্লী জনপদ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, প্রোটিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন, দুগ্ধের বহুমূখী ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণের জন্য ফরিদপুর ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে। অন্যদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ অন্যান্য মৌলিক সুবিধা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২০২০-২১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পল্লী প্রতিষ্ঠান সাব-সেক্টরের অধীনে ২২৪৫.০০ কোটি টাকার ২৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়াও ১৪টি প্রকল্প সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সেক্টরের অধীনে ১টি প্রকল্পে ৩৯.৮৯ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্য রয়েছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ সেক্টরের প্রকল্প গুলি উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

৩.৫.৩ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য

১. প্রকল্পের নাম: "আশ্রয়ণ-২ (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।

২. ক. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

খ. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : লীড এজেন্সী: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট

সহযোগী সংস্থা

- সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
- এলজিইডি
- সমবায় অধিদপ্তর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- গণপূর্ত অধিদপ্তর
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
- সমাজ সেবা অধিদপ্তর
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
- বন অধিদপ্তর
- বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)
- ইউনিয়ন পরিষদ

সারণি-৩.৭ "আশ্রয়ণ-২ (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

৩. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়):

মূল অনুমোদিত	১ম সংশোধিত (অনুমোদিত)	২য় সংশোধিত (অনুমোদিত)	৩য় সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	২য় সংশোধনীর তুলনায় হ্রাস (%)
১১৬৯.১৭৮৪	২২০৪.১৯৭৮	৪৮৪০.২৮১০	৪৮২৬.১৬৩৩	১৪.১১৭৭ (০.২৯%)

৪. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

মূল অনুমোদিত	১ম সংশোধিত (অনুমোদিত)	২য় সংশোধিত (অনুমোদিত)	৩য় সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	২য় সংশোধনীর তুলনায় বৃদ্ধি
জুলাই ২০১০	জুলাই ২০১০	জুলাই ২০১০	জুলাই ২০১০	৩ বছর
জুন ২০১৪	জুন ২০১৭	জুন ২০১৯	জুন ২০২২	

৫. প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

ক. বাংলাদেশের ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন;

খ. আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে উপকারভোগীদের দারিদ্র বিমোচন;

গ. উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা।

চিত্র-৩.১৯ "আশ্রয়ণ-২ (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

৩.৫.৪ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য

১. প্রকল্পের নাম: "আশ্রয়ণ-৩ (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচর বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের আবাসন এবং দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ)" শীর্ষক প্রকল্প।

২. ক. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
খ. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

৩. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) : ৩০৯৪.৯৫

৪. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : ডিসেম্বর ২০১৭ হতে জুন ২০২২

৫. প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

ক. দ্বীপটিতে সাময়িকভাবে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের আশ্রয় দেয়া হবে। উক্ত মিয়ানমার জনগোষ্ঠী নিজদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাদেশের ভূমিহীন ও দুঃস্থ নাগরিকদের পূনর্বাসন করা।

খ. বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের জরুরী স্থানান্তরের জন্য মূল ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৯টি শেল্টারকে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা তথা জাতিসংঘ প্রতিনিধিদের, আরআরআরসি বেসামরিক প্রশাসনদের প্রশাসনিক ও আবাসিক ভবন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ভবন, মসজিদ, স্কুল হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন করা।

গ. চারটি সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত বিধায় চর রক্ষাকারী উপকূলীয় প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা। দ্বীপটির চারিদিকে নির্মিত ৯ ফুট (২.৭৪ মিটার) উচ্চতার বাঁধটির উচ্চতা আপাতত ১৯ ফুট (৫.৮ মিটার) পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ ও প্রস্থে ২৪৬ ফুট (৭৫ মিটার) পর্যন্ত সম্প্রসারণ।

চিত্র-৩.২০ "আশ্রয়ণ-৩ (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচর বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের আবাসন এবং দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ)" শীর্ষক প্রকল্প

চিত্র-৩.২১ "আশ্রয়ণ-৩ (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচর বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের আবাসন এবং দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ)" শীর্ষক প্রকল্প

সেক্টর: খাদ্য ও সার-মনিটরিং

খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের নাম: দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৪০০.২২ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

ক. উদ্দেশ্য

- কৃষকের নিকট হতে সরাসরি ধান ক্রয়ের মাধ্যমে উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য প্রদান;
- সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ১.৫০ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির অভিযোজন;
- কীটনাশক বিহীন মজুদ ব্যবস্থার মাধ্যমে ২-৩ বছর শস্যের পুষ্টি মান বজায় রাখা;
- আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মজুদ শস্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং
- নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

খ. লক্ষ্যমাত্রা

দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তাবিত ৩০টি ধানের সাইলো নির্মাণ করা হলে আগামী ৩ বছরের মধ্যে ১.৫০ লক্ষ মে:টন ধান সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি আসা ধান ঝাড়াই-বাছাই, শুকানো, ওজন করা সহ নাইট্রোজেন গ্যাস দ্বারা পরিবেশবান্ধব কীট নিয়ন্ত্রণ এবং দীর্ঘ সময় ধান সংরক্ষণের জন্য আদ্রতা নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা হবে। এর ফলে কৃষক সহজেই সরকারি খাদ্য গুদামে ধান বিক্রয় করতে উৎসাহিত হবে এবং উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য পাবে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- ধান ঝাড়াই, বাছাই, শুকানো, আদ্রতা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ প্রতিটি ৫০০০ মে. টন (৩×১৬৭০ মে.টন) ধারণ ক্ষমতার ৩০টি ধানের সাইলো নির্মাণ;
- সাইলোতে ট্রাক ও বাল্ক ওজন যন্ত্র, কনভেয়িং, বাকেট এলিভেটর সিস্টেম সংযোজন;
- সাইলোর সিভিল ফাউন্ডেশন (৩০টি সাইলো);
- মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ (প্রতিটি ১৮৫.৮৭ বর্গমিটার);
- বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন স্থাপন (মোট ৩০টি);
- ৩০টি কেন্দ্রে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (প্রতিটিতে ৩৫৫.০৮ মিটার)।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের নাম: "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৫৬৮.৯৪ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুন ২০২০-অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- সরকারী পর্যায়ে কৌশলগত খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫,৩৫,৫০০ ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ৮টি স্টীল (৬টি চাল ও ২টি গম) সাইলো নির্মাণ;
- খাদ্য শস্য ও বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং দুর্যোগ পরবর্তী প্রয়োজন মেটাতে পারিবারিক পর্যায়ে হাউজ হোল্ড সাইলো বিতরণ;
- দেশে খাদ্য মজুদ পদ্ধতির উন্নয়ন, খাদ্য সংরক্ষণের ব্যয় কমানো এবং খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং পদ্ধতির উন্নয়ন;
- দুর্যোগকালীন নিরাপদ খাদ্য মজুদ নিশ্চিতের মাধ্যমে বন্যা ও সাইক্লোনের পরে জরুরী ত্রাণ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
- খাদ্যশস্যের গুণগতমান এবং পুষ্টিমান বজায় রাখার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তির অভিযোজন;
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- দেশের ৮টি ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫,৩৫,৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আনুষঙ্গীক সুবিধাদিসহ ৮টি (চাল ৬টি ও গম ২টি) আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ;
- উপকুলীয় ও দুর্যোগপূর্ণ এলাকার ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় মোট ২৮০০০ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৫ লাখ হাউজ হোল্ড সাইলো বিতরণ;
- নির্মিত সাইলো এলাকায় সামাজিক এবং পরিবেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এর ফলাফল বাস্তবায়নে সুপারিশ করণ;
- সারাদেশে ইন্টারনেট ভিত্তিক খাদ্য ক্রয়, বিতরণ, মজুদ ও মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন, ডিজিটাল স্কেল ক্রয় ও স্থাপন;
- খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও কৌশলগত সমীক্ষা।

প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

প্রকল্পটির জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০৮৪.০০ কোটি টাকা (৩০.৪০%) এবং সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৫৮%।

Ashuganj

চিত্র-৩.২২ "আশ্রয়ণ-৩ (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচর বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের আবাসন এবং দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ)" শীর্ষক প্রকল্প।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের নাম: "উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) (সংশোধিত)"

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫৫৬.০৬৩ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

উপকূলীয় এলাকায় জনগণের দুর্যোগ, ঝুঁকি হ্রাস এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে অবদান রাখা।

- বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে জনগণকে জরুরি অবস্থায় আশ্রয় প্রদান এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করা।
- প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে দুর্যোগকালীন অবস্থায় আশ্রয় দান এবং দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে তাদের জানমাল রক্ষায় তাদেরকে সহায়তা করা।
- কমিউনিটির জনগণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধি করা, যাতে জনগণ স্বাভাবিক সময়ে এ সকল আশ্রয়কেন্দ্র স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ হলো: প্রকল্প এলাকার মাটি পরীক্ষাসহ ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ভবন, অ্যাপ্রোচ রোড ও গবাদি পশুর শেল্টার নির্মাণ, ২২০টি গভীর নলকূপ স্থাপন। নির্মিতব্য/নির্মিত ভবনে, বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ প্রদান, বাথরুম স্থাপন, নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, ভূমি/সাইট উন্নয়ন করা, সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপন ও সংযোগ। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় এ প্রকল্পের পূর্ববর্তী প্রকল্প অর্থাৎ ১ম পর্যায়ের ভবনসমূহে ১০০টি সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপন ও অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ কাজও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প অফিস স্থাপন এবং ভবন নির্মাণের ড্রইং-ডিজাইন এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং নির্মাণ ঠিকাদার (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) নিয়োগ এবং নির্মাণ কাজের গুণগত মান ও সার্বিক বিষয় তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, প্রকল্পের কাজ তদারকি/সুপারভিশনের জন্য ২টি যানবাহন, ১৫টি মোটর সাইকেল ও অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপনও এ প্রকল্পের কাজ। এজন্য নিম্নোক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা রয়েছে:

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ/মাদ্রাসার জমিতে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা;

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র তিন তলা বিশিষ্ট, তন্মধ্যে নীচ তলা ফাঁকা এবং দোতলায় উঠার জন্য বিশিষ্ট বহুমূখী ব্যবহারযোগ্য ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। আশ্রয়কেন্দ্রে বয়স্ক মানুষ/শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সহজ উঠানামার জন্য এ র‍্যাম্প;
- প্রত্যেকটি আশ্রয়কেন্দ্রের প্লিন্থ এরিয়া প্রাথমিকভাবে ২৪৬.৫০ বর্গমিটার। মোট মেঝের আয়তন ৭৪০.০০ বর্গ মিটার। এর মধ্যে নিচতলায় ২১৩ বর্গমিটার উন্মুক্ত মেঝে ও ৫৭ বর্গমিটার র‍্যাম্পসহ মোট নিচতলা ২৭০ বর্গমিটার, বাথরুম ও কিচেন স্পেসসহ ১ম তলা ২১৩ বর্গমিটার এবং বাথরুম ও কিচেনস্পেস ও চিলাকোটাসহ ২য় তলা ২৫৭ বর্গমিটার);
- দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় অবস্থানের জন্য আটটি (০৮) কক্ষের ব্যবস্থা করা;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ৮০০-১০০০ জন মানুষ অবস্থানের সংকুলান করা;
  গর্ভবতী নারী এবং শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য বিশেষ কক্ষ এবং প্রয়োজনে খাবার প্রস্তুতের জন্য কিচেন স্পেসের সংস্থান রাখা;
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট ও প্রতিবন্ধীদের জন্য হাই কমোডের সংস্থান রয়েছে। মহিলাদের জন্য ৩টি ও পুরুষদের জন্য ২টি এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি পৃথক টয়লেট স্থাপন;
- পানি সরবরাহের জন্য ১টি ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ১টি করে মোট ২২০টি গভীর নলকূপ স্থাপন; এছাড়া আশ্রয়কেন্দ্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য রেইন ওয়াটার রিজার্ভার স্থাপন করা;
- দুর্যোগকালে আলোর ব্যবস্থা হিসাবে সৌর বিদ্যুৎ (solar panel) এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ২০০০ ওয়াট করে সর্বমোট ৪৪০ কিলোওয়াট সোলার সিষ্টেম স্থাপন;
- আশ্রয়কেন্দ্রে সহজ যাতায়াতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য ও ৩.০ মিঃ প্রস্থ বিশিষ্ট আর.সি.সি. (১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ১০০টি এবং ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ স্থাপনের জন্য) এপ্রোচ রোড নির্মাণ;
  প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের পার্শ্বে দুর্যোগকালীন ২০০-৩০০ গবাদি পশুর আশ্রয়ের জন্য মাটির উঁচু টিলার উপরে স্টীল স্ট্রাকচার, টিনশেড ছাউনী ও রেলিং বিশিষ্ট শেড নির্মাণ।

প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

আর্থিক: বাস্তবায়ন কালের শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৪০৫৫৫.৮ লক্ষ টাকা (মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭২.৯৩৪%) বাস্তব (%): বাস্তবায়ন কালের শুরু হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ৮৯% (প্রায়)।

চিত্র-৩.২৩ উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)

সেক্টর: ফসল

দেশের জনসাধারণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত তথা খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের গুরুত্ব অপরিসীম। জিডিপিতে এ সাব-সেক্টর তথা কৃষি খাতের অবদান ১৩.৩৫% (বছর ২০২০)। জলবায়ু অভিযোজন সক্ষম কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন, কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকভাবে টেকসই করা, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি বিষয়াবলির উপর অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ডেল্টা প্ল্যান এবং এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের ফসল সাব-সেক্টরে প্রধান কার্যক্রম।

এ লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল হিসেবে উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, উৎপাদন ও বিতরণ, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, সার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, শস্য নিবিড়করণ, বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ, ভোক্তার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থিতিশীল কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং গবেষণা, সম্প্রসারণ, কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি প্রচারণাসহ অন্যান্য সহযোগী কার্যক্রম ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ উপখাতে মোট ১৮টি প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ উল্লেখযোগ্য:

- সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ;
- জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ;
- তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ;
- অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন;
- বাংলাদেশে কাজুবাদাম ও কফি চাষ গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; এবং
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

উল্লিখিত এসব প্রকল্পের মধ্যে দুটি প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক. প্রকল্পের নাম : সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়):
মোট: ৩০২০.০০
জিওবি: ৩০২০.০০
প্রকল্প সাহায্য: -
প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
কৃষিকে ব্যবসায়িকভাবে অধিকতর লাভজনক ও বাণিজ্যিকভাবে টেকসই করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে ফসলের ১০%-১৫% অপচয় রোধ এবং চাষাবাদে ৫০% সময় ও ২০% অর্থ সাশ্রয় করা।
- সমন্বিতভাবে সমজাতীয় ফসল আবাদ করে কৃষি যন্ত্রপাতির ৫০% কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণ এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে পোস্ট হারভেস্ট ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরণ।

খ. প্রকল্পের নাম : জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়):

মোট: ৭২.৩৫

জিওবি: ৭০.৩৫

নিজস্ব অর্থায়ন: -২.০০

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বিদ্যমান তিনটি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরিতে ২০২৪ সালের মধ্যে আলুর ২০ লক্ষ অনুচারা (Plantlet) উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের বীজ আলুর চাহিদা পূরণ করে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা;
- উদ্যান জাতীয় ফসলের ৫০ হাজার অনুচারা উৎপাদন করে বিএডিসি'র বিদ্যমান উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও এগ্রোসার্ভিস সেন্টারে সরবরাহ করা;
- সিড হেলথ্ ও মলিকুলার ল্যাবরেটরিতে বীজের রোগব্যাধি সনাক্তকরণ ও বিএডিসি'র বিভিন্ন ফসলের ৫০টি কৌলিসম্পদ বিশ্লেষণ, বিশুদ্ধকরণ, উন্নয়ন ও জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ; এবং
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীব প্রযুক্তি (Biotechnology), টিসু কালচার, ফসল উৎপাদনের কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে সর্বাধুনিক এবং সর্বশেষ প্রযুক্তির বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের ৩০০ জন কর্মকর্তা ও ৫৩১০ জন কৃষককে জ্ঞান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে ফসল অনুবিভাগের আওতায় মোট ৬৪টি (বিনিয়োগ ৬৩টি ও কারিগরি সহায়তা ১টি) প্রকল্প চলমান ছিল। তাছাড়া, অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ৬৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সেক্টর: বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

সাব-সেক্টর: বন

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, বণ্যপ্রাণী ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বনাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় সরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে বৃক্ষরোপণ তথা বনজ সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও জনসম্পৃক্তির মাধ্যমে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সামাজিক বনায়ন, গ্রামীণ জনপদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি)'তে বনজ সম্পদের প্রত্যক্ষ অবদান ব্যাপক, বিশেষ করে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই Forestry Sector Master Plan অনুসরণ করে দেশের বনজ সম্পদের উন্নয়নে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের উপর অগ্রাধিকারের পাশাপাশি জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বণ্যপ্রাণি সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন রক্ষিত এলাকা ও অভয়ারণ্যের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য সুন্দরবনের পুনর্বাসন, উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন সংবেদনশীল বন সৃজনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন, ইকো-রিস্টোরেশন অব দি নর্দান রিজিয়ন অব বাংলাদেশ, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেম এন্ড লাইভলিহুডস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর, বাংলাদেশে রেডপ্লাস কার্যক্রমে সহায়তার আওতায় জাতীয় বন ইনভেন্ট্রি এবং উপগ্রহভিত্তিক ভূমি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বায়ু দূষণ রোধ ও পরিবেশ উন্নয়নে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ, স্ট্রেনদেনিং মনিটরিং এ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট ইন দ্য মেঘনা রিভার ফর ঢাকা'স সাসটেইনেবল

ওয়াটার সাপ্লাই, প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপে জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বন উপ-খাতের আওতায় মোট ২৬টি চলমান প্রকল্প (বিনিয়োগ ২১টি এবং কারিগরি ৫টি) তাছাড়া, এ উপ-খাতের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৭টি নতুন অননুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের বন, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ উইং এর মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫টি প্রকল্প অনুমোদিত রয়েছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত, অনুমোদিত ও বাস্তাবয়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হলো:

১. সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য:

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বন অধিদপ্তর

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়):

		মূল প্রস্তাবিত
মোট	:	১৫৭.৮৭৫১
জিওবি	:	১৫৭.৮৭৫১
প্রকল্প সাহায্য	:	০.০০
নিজস্ব তহবিল	:	০.০০
অন্যান্য	:	০.০০

প্রকল্পের মেয়াদ-

		মূল অনুমোদিত
ক. আরম্ভ	:	জুলাই ২০২০
খ. সমাপ্তি	:	জুন ২০২৪

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সুন্দরবনের বন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যমান অবকাঠামো ও যোগাযোগ সুবিধার উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, টহল জোরদার করার মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ; সুন্দরবনের সকল বণ্যপ্রাণীর সংখ্যা ও বণ্যপ্রাণীর আবাসস্থল, রোগ বালাই ও সংরক্ষিত এলাকার বৈশিষ্ট্য ও প্রতিবেশ অবস্থা জরিপ, জলজ সম্পদের পরিমাণ নিরুপণ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে মাটি ও পানির লবণাক্ততা পরীক্ষা সংক্রান্ত জরিপ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ভিত্তিক সমন্বিত বন ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

প্রকল্পের চিত্র –

চিত্র-৩.২৪ সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প

২. সম্পূর্ণ বৃক্ষে উন্নমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য :

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম
মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট	৬৭.৯২
খ. জিওবি	৬৭.৯২
গ. প্রকল্প সাহায্য	-

প্রকল্পের মেয়াদ-

ক. আরম্ভ - জানুয়ারি, ২০২১
খ. সমাপ্তি - ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

একটি বিশেষায়িত গবেষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে কৃত্রিম পদ্ধতিতে স্বল্প-সময়ে সম্পূর্ণ-বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়নকারী কীট ও এর সফল প্রয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা, বৈদেশিক বাজারে বাংলাদেশী আগর-কাঠ, তেল ও আগর-জাত পণ্যের সহজ প্রবেশার্থে মান পরীক্ষণ ও গুণগত মান নির্ধারণের ব্যবস্থা করা এবং উদ্ভাবিত কৃত্রিম পদ্ধতিতে আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি আগর-সংশ্লিষ্ট লোকজনের মাঝে হস্তান্তর করা।

৩. সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বৃহত্তর রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য:
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বন অধিদপ্তর
মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট	৩৫.১৩
খ. জিওবি	৩৫.১৩
গ. প্রকল্প সাহায্য	-

প্রকল্পের মেয়াদ-

ক. আরম্ভ - ০১ মার্চ, ২০২১
খ. সমাপ্তি - ৩০ জুন, ২০২৫

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যানে প্রতিবেশ বান্ধব প্রকৃতি পর্যটন উন্নয়ন;
- স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠিসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃজন ও বনায়ন কার্যক্রমে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ৩২৫০টি পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির ৪১৫০ জনের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৪. এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এইচপিএমপি স্টেজ-২) প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য :
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পরিবেশ অধিদপ্তর
মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট	৪৫.৪১৮২
খ. জিওবি	-
গ. প্রকল্প সাহায্য	৪৫.৪১৮২

অর্থায়নকারী সংস্থা : ইউএনডিপি
প্রকল্পের মেয়াদ-

ক. আরম্ভ - জানুয়ারি ২০২১
খ. সমাপ্তি - জুন ২০২৫

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃস্বরণ হ্রাস করা;
খ. জ্বালানী দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা;
গ. এই সেক্টরে নিয়োজিত কারিগর ও শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি কমিয়ে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
ঘ. আন্তর্জাতিক এবং দেশীয়ভাবে এই সেক্টরের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা।

৫. সুন্দরবনে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন (ইকোট্যুরিজম) সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ণ প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য :

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বন অধিদপ্তর

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট	২৮.৯৫৬০৪
খ. জিওবি	২৮.৯৫৬০৪
গ. প্রকল্প সাহায্য	-

প্রকল্পের মেয়াদ-

ক. আরম্ভ - জানুয়ারী, ২০২০

খ. সমাপ্তি - ডিসেম্বর, ২০২২

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সুন্দরবনে ইকোট্যুরিজমের আকর্ষণ বৃদ্ধি মাধ্যমে পর্যটকদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি;
- প্রকৃতি পর্যটন নির্ভর বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর ৫০০টি পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস;
- পরিবেশ বান্ধব ইকোট্যুরিজম ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।

সাব-সেক্টর: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

প্রকল্পের নাম : কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৭১.৭৩ কোটি টাকা

প্রকল্পের মেয়াদ : ০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২২

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ইউনিয়ন পর্যায়ে পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- কৃত্রিম প্রজননের বাড়তি চাহিদা মেটাতে গবাদিপ্রাণির সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- দেশী জাতের গবাদিপ্রাণির কৌলিকমান উন্নয়ন;
- দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- গবাদিপ্রাণির আশানুরুপ উৎপাদন নিশ্চিত করতে টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) প্রদর্শনী প্লান্ট স্থাপন;
- জনশক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচন করা;
- সাভার দুগ্ধ খামারে গবাদিপ্রাণির ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা।

সারণি-৩.৮ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		ভৌত	আর্থিক (%)
ভূমি অধিগ্রহণ	১০ একর	১০০%	১০০%
পূর্ত ও নির্মাণ কাজ	৭টি	৯২%	৭৮.৬৯%
টিএমআর প্রদর্শনী প্ল্যান্ট স্থাপন	১টি	৯০%	৮৭.০৫%
ব্রিডিং বুল তৈরির জন্য ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ	৩৫০টি	৭৭%	১০০%

ইউনিয়ন এআই পয়েন্ট স্থাপন	২০০০টি	৪৪%	৪০.৬৫%
এআই টেকনিশিয়ান ট্রেনিং	২০০০ জন	৫০%	৪৭.৪৫%
খামারি প্রশিক্ষণ	৬৪৮০০ জন	৬৭.৩৪%	৭৫.৩৩%

চিত্র-৩.২৫ আঞ্চলিক কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার, ফরিদপুর

চিত্র-৩.২৬ টিএমআর গো-খাদ্য খামার, সাভার

প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৫০.৯২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ ৪৭১.৭৩ কোটি টাকার ৫০.৯২%।

সেক্টর: সেচ

পানি সম্পদের উন্নয়ন, সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-খাতের চাহিদা পূরণ, বিশেষ করে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ধরে রাখার জন্য সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অনুসৃত নীতি হল: ১. শুষ্ক মৌসুমে নদ-নদীর প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য উজানের দেশগুলির সংগে অভিন্ন নদ-নদীর পানি বন্টনে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ, ২. বন্যাপ্রবণ এলাকায় যথোপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও জান-মালের নিরাপত্তা বিধান, ৩. লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর অবকাঠামোর মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, ৪. নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের পরিবেশ সৃষ্টি, ৫. উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জমির লবণাক্ততা দূরীকরণ ও ভূমি পুনরুদ্ধার এবং ৬. পানি সম্পদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা। এ নীতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নদীগুলির তলদেশ পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদী খনন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। একইসঙ্গে নৌ-চলাচল স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশে নদীগুলির নাব্যতা রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য নদী খনন গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার নদী খননের ওপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পানি সম্পদ উপ-খাতের আওতায় মোট ৮৬টি চলমান প্রকল্প তাছাড়া, এ উপ-খাতের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১২৫টি নতুন অননুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ উইং এর মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২২টি প্রকল্প অনুমোদিত রয়েছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত, অনুমোদিত ও বাস্তাবয়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হলো:

১. চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার নং-৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং-৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং-৬৩/১বি (আনোয়ারা এবং পটিয়া) পুনর্বাসন

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য:

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়):

		মূল প্রস্তাবিত
মোট	:	৫৭৭.২৪
জিওবি	:	৫৭৭.২৪
প্রকল্প সাহায্য	:	০.০০
নিজস্ব তহবিল	:	০.০০
অন্যান্য	:	০.০০

প্রকল্পের মেয়াদ-

		মূল অনুমোদিত
ক. আরম্ভ	:	মে ২০১৬
খ. সমাপ্তি	:	জুন ২০২২

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত পোল্ডার নং ৬২, ৬৩/১এ এবং ৬৩/১বি এর ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন ও মেরামতকরণ এবং পোল্ডার/উপ-প্রকল্পের কাঙ্খিত সুফল নিশ্চিত করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোগুলোকে সচল অবস্থায় নিয়ে আসা।

এলাকার বাস্তব কাজের চিত্র

চিত্র-৩.২৭ চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার

২. নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুন:খনন

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য :

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়):

		মূল প্রস্তাবিত
মোট	:	৯০৩.৪২
জিওবি	:	৯০৩.৪২
প্রকল্প সাহায্য	:	০.০০
নিজস্ব তহবিল	:	০.০০
অন্যান্য	:	০.০০

প্রকল্পের মেয়াদ-

		মূল অনুমোদিত
ক. আরম্ভ	:	জানুয়ারি ২০১৭
খ. সমাপ্তি	:	জুন ২০২২

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

নরসিংদী জেলা, উপজেলা সদর এবং পৌরসভার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত নদী সমূহকে অবৈধ দখল মুক্ত করে জমি পুনরুদ্ধার ও দূষণ রোধ করে পানি প্রবাহ ও নাব্যতা নিশ্চিত করা, জলাবদ্ধতা নিরসনের পাশাপাশি পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান, নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

এলাকা বাস্তবায়িত কাজের চিত্র

চিত্র-৩.২৮ নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ

৩. পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য :

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়):

		মূল প্রস্তাবিত
মোট	:	১৩৫.৫১
জিওবি	:	১৩৫.৫১
প্রকল্প সাহায্য	:	০.০০
নিজস্ব তহবিল	:	০.০০
অন্যান্য	:	০.০০

প্রকল্পের মেয়াদ-

		মূল অনুমোদিত
ক. আরম্ভ	:	জানুয়ারি ২০২১
খ. সমাপ্তি	:	ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্প এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ এবং লবণাক্ত পানি প্রবেশরোধের মাধ্যমে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি, পোল্ডারের অভ্যন্তরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাল পুনঃখননের মাটি দ্বারা ক্যানাল ডাইক মেরামতের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মাদারীপুর বিলরুট (এমবিআর) চ্যানেল ও মধুমতি নদীর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে বসতবাড়ি, কৃষি জমিসহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা করা।

এলাকা ভাঙ্গনের চিত্র

চিত্র-৩.২৯ পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

৪. কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য :

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট	৫৩১.০৭
খ. জিওবি	৫৩১.০৭
গ. প্রকল্প সাহায্য	-

প্রকল্পের মেয়াদ-

ক. আরম্ভ - জুলাই, ২০২০

খ. সমাপ্তি - জুন, ২০২৪

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

কপোতাক্ষ নদ-৭৯.০০ কিঃমিঃ, আপার ভৈরব নদী-৬২.০০ কিঃমিঃ, শালিখা শাখা নদী-৩০.০০ কিঃমিঃ ও এর সঙ্গে সংযুক্ত ১০৮.৩০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ৩২টি খাল খননের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচ সুবিধা প্রদান, মৎস্য চাষ এবং নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন, পাখিমারা বিলে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টিআরএম পরিচালনার মাধ্যমে পলি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধে বনায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলা নিশ্চতকরণ।

নদীর বর্তমান চিত্র

চিত্র-৩.৩০ কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

শিল্প ও শক্তি বিভাগ

৩.৬ শিল্প ও শক্তি বিভাগের কার্যাবলি

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বিভাগ থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ৩টি সেক্টর যথা- ১. শিল্প, ২. বিদ্যুৎ এবং ৩. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ এর সাথে সম্পৃক্ত প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। অত্র বিভাগ কর্তৃক বিগত ০৩ বছরে ৫৫৮টি প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে শিল্প ও শক্তি বিভাগের ৫টি উইং যথা: ক. শিল্প ও সমন্বয় উইং খ. ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইলেকট্রনিক্স উইং গ. পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং ঘ. বিদ্যুৎ উইং এবং ঙ. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ উইং এর মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ বেজা ও বেপজা, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকল্পের অনুকূলে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৬.১ সেক্টর : শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিডিপিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৫.৩৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬' অনুমোদন করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, রূপকল্প-২০২১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩.৬.২ উইং: শিল্প, পাট ও বস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইলেকট্রনিক্স উইং

শিল্প সেক্টরটি ৫টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত। তিনটি উইংয়ের মাধ্যমে এ ৫টি সাব-সেক্টরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। বিগত ৩ বছরে এ সেক্টরের আওতায় মোট ১০৮টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৯৭টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৭৫টি (৬৮টি বিনিয়োগ ও ৭টি কারিগরি সহায়তা) প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩,৫০০.০৯ কোটি (স্থানীয় উৎস ২,৬০৩.২৬ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ৮৯৬.৮৩ কোটি) টাকা। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ শিল্পনগরী ও অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ বিতরণসহ কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে রাসায়নিক সার উৎপাদন এবং সার সংরক্ষণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বাফার গুদাম নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ, চিনি শিল্পের উন্নয়ন, চা চাষ সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বস্ত্র, পাট, তাঁত ও রেশম খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩.৬.৩ সেক্টর : বিদ্যুৎ

বর্তমান সরকারের দেশব্যাপী উন্নয়ন সাফল্যের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ জনগোষ্ঠীকে সুলভ ও স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার বিদ্যুৎ সেক্টর মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করেছে। এ মাস্টার প্ল্যানের মূল উদ্দেশ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এছাড়া, উৎপাদিত বিদ্যুৎ দেশব্যাপী গ্রাহক পর্যায়ে মানসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য উপায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন কোম্পানি/সংস্থাসমূহ কর্তৃক যুগোপযোগি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৬.৪ উইং : বিদ্যুৎ

বিগত ৩ বছরে এ সেক্টরের আওতায় মোট ৯৭টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৭৫টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৩টি (৮৩টি বিনিয়োগ ও ১০টি কারিগরি সহায়তা) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২১৯৪৫.১৭ কোটি (স্থানীয় উৎস ১০৮১০.১৮ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ১১১৩৪.৯৯ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এসব প্রকল্পের মধ্যে ২০টি বিদ্যুৎ উৎপাদন, ২৪টি বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং ৩৯টি বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। তাছাড়া, নতুন নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩,২৬৮ মেগাওয়াট (২০০৯ সাল) হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২৫,২৩৫ মেগাওয়াটে এ উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের ব্যবহার ৯৯.৫০% হওয়াসহ মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ৫৬০ কিলোওয়াট এ উন্নীত এবং সিস্টেম লস বর্তমানে ৮.৪৮% এ নেমে এসেছে। এছাড়া, বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্ক ২ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে

বর্তমানে ০৬ লক্ষ ১৩ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। একই সাথে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৭৬৬ মেগাওয়াট-এ উন্নীত হয়েছে।

৩.৬.৫ সেক্টর : তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে 'জ্বালানী দক্ষতা ও সংরক্ষন চিত্র' এবং 'জ্বালানী দক্ষতা কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে জাপান সরকারের সহায়তায় 'জ্বালানী দক্ষতা ও সংরক্ষণ মাস্টার প্লান' প্রণয়নের কাজ চলছে। দেশের প্রাথমিক জ্বালানি চাহিদা পূরণকল্পে জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়ন, বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ পুন:মূল্যায়ন ও পুনর্বাসন এবং অতিরিক্ত পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ২৭টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমানে ২০টি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। দৈনিক গ্যাস উৎপাদন প্রায় ২৪২৩.৩২ মিলিয়ন ঘনফুট। ২০২০ সালে দেশে মোট ৮৬.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট আরএলএনজি জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করার সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে।

৩.৬.৬ উইং : তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ

বিগত ৩ বছরে এ সেক্টরের আওতায় মোট ১৫টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মোট ২৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প ৮টি, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন/জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প ১৭টি। জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ৮টি (৭টি বিনিয়োগ ও ১টি কারিগরি সহায়তা) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৬৫৭.৪৪ কোটি (স্থানীয় উৎস ৮৯৪.৭৯ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ৭৬২.৬৫ কোটি) টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন/জিডিএফ অর্থায়নের ১৭টি প্রকল্পের জন্য মোট ১৩০৩.০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়ন, বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রসমুহের পুন:মূল্যায়ন, রক্ষণাবেক্ষন ও বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণসহ এলএনজি আমদানির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাথমিক জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। ফলে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনে জ্বালানি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে। উল্লেখ্য বিগত এক দশকে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০৬ এমএমএসসিএফডি এবং নতুন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপিত হয়েছে ১১৫৯ কিলোমিটার। জ্বালানি তেল সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২ গুণের বেশী এবং এলপিজি সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২২ গুণ। এছাড়া, ঢাকা ও চট্রগ্রামে প্রায় ৩ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে। জ্বালানি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মহেশখালিতে দৈনিক ৫০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (Floating Storage Re-gasification Unit) স্থাপন করে জাতীয় গ্রীডে আরএলএনজি সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে দৈনিক ১০০০মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রশিদপুরে ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ও অকটেন তৈরির জন্য ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (CRU) স্থাপন করা হয়েছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে দৈনিক উৎপাদিত প্রায় ৩৫০০ মেট্রিক টন বিটুমিনাস কয়লা বর্তমানে বড়পুকুরিয়া ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। আমদানিকৃত জ্বালানি তেল দ্রুত আনলোড ও অপচয় রোধে Single Point Mooring (SPM) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, এতে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এছাড়া, চট্রগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত জ্বালানি তেল পাইপলাইনে সরবরাহ এবং শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উড়োজাহাজে জেট-এ-১ তেল পাইপলাইনে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের জন্য আনুষংগিক সুবিধাদিসহ পাইপলাইন স্থাপন করা হচ্ছে। জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণে বর্তমানে ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে এবং ৫০% তেল জি টু জি (GtoG) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ হতে ক্রয় করা হচ্ছে। বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের ৩টি ব্লকে এবং গভীর সমুদ্রের ১টি ব্লকে ৫টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি একক/যৌথভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত আছে।

২. শিল্প ও শক্তি বিভাগের আওতাধীন উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির চিত্র পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযোজিত।

চিত্র-৩.৩১ ঘোড়াশাল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প, ঘোড়াশাল, নরসিংদী

চিত্র-৩.৩২ 'ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি: এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্থাপনা

চিত্র-৩.৩৩ মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প

চিত্র-৩.৩৪ ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন, ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রকাশনা কমিটি

ক্র:	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১.	জনাব মোঃ সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল, অতিরিক্ত সচিব (পিটিসি), পরিকল্পনা বিভাগ	সভাপতি
২.	জনাব মোঃ ইউনুছ মিয়া, যুগ্মপ্রধান, এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ ইসরাত হোসেন খান, যুগ্মসচিব (বাজেট), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান, যুগ্মপ্রধান (সমন্বয়), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ ফরহাদ সিদ্দিক, যুগ্মপ্রধান (সমন্বয়), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ জালাল আহমেদ, যুগ্মপ্রধান (সমন্বয়), কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ উবায়দুল হক, যুগ্মপ্রধান (সমন্বয়), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ নজিব, যুগ্মপ্রধান (সমন্বয়), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ হানিফ উদ্দীন, উপপ্রধান (সমন্বয়), আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপপ্রধান (পরিকল্পনা শাখা), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
১১.	জনাব কামরুজজামান, উপসচিব, এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
১২.	জনাব মোঃ তমিজ উদ্দীন আহমেদ, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
১৩.	প্রকৌঃ মোঃ আবদুর রশিদ, পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	সদস্য
১৪.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী সচিব (সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
১৫.	জনাব সুবাস চন্দ্র সাহা, সচিব, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান	সদস্য
১৬.	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, উপসচিব (সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য সচিব

“সময় এখন আমাদের
সময় এখন বাংলাদেশের”

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.plandiv.gov.bd